জনপ্রিয় নাটকের তালিকা

—প্রকাশক—

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ধর

কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী

৩৬৮, রবীন্দ্র সরণী,

কলিকাতা—৬

—প্রচ্ছদ—

সত্য চক্রবর্ত্তি

—ছেপেছেন—

কে, সি, ধর

ধর প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

৩৭১, রবীন্দ্র সরণী,

কলিকাতা—৫

যার নাট্য সাধনার ছোট্ট প্রদীপ আমার জীবনে
আজ সূর্য্য এনে দিয়েছে···সেই বড়দা—

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

এবং

যার স্নেহহস্তের কল্যাণ পরশ আজও আমার হৃদয়ে
অনুভূত হয়···সেই বড় বৌদি—

শ্রীমতী সুষমারাণী গঙ্গোপাধ্যায়

আমি আমার "বিদ্যাপতি" নাটক তোমাদের পাদপদ্মে
উৎসর্গ করে প্রণাম করলাম।

আশীর্ব্বাদাকাঙ্খে

"ভৈরব"

—প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নাটকাবলী—

অরুণ বরুণ কিরণমালা—শ্রীভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। ঐতিহাসিক নাটক। কলিকাতার সু-প্রসিদ্ধ যাত্রা সংস্থা কালিকা নাট্য কোম্পানীর অভিনব নাট্য নৈবেদ্য। অরুণ—বুর্জোয়া বুনিয়াদী পরিবারের রূপবান যুবক রূপ লালসার পূজারী। বরুণ—মধ্যবিত্ত গৃহস্থের দ্বিধাবিভক্ত আদর্শের অক্ষম তন্ত্রধারক। কিরণমালা--দরিদ্র সংসারে অভাবের বেদীমূলে সুশোভণা রূপপ্রতিমা। যুগ-যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত সমাজের তিনটি কোন থেকে তিনটি মানুষের জীবনের পদাবলী। শ্বেতমানব জনসন রবার্টের চক্রান্তে মেহেরপুরের মাটিতে শুরু হল ভুলের আবাদ। সোচ্চার কণ্ঠে প্রতিবাদ করল সমাজসেবক রাখাল চাটুয্যে। মিছিল নিয়ে এগিয়ে এল কলমীলতা। কেমন করে গর্জ্জে উঠল শান্ত পল্লীর শান্ত মানুষ কৈলাস। কে সাজাল নিষ্ঠাবান সত্যাশ্রয়ী আদিনাথকে মিথ্যাবাদী, শঠ, প্রবঞ্চক। স্বার্থপর সদানন্দ শিরোমণি ও কাত্যায়নী কি চেয়েছিল? চোখের জল কালি করে হৃদয়ের শিলালিপিতে কি লিখে গেল ছোট্ট শিশু বিষ্ণু? দাম ৫'০০ টাকা।

রক্তস্নাত বাংলাদেশ—সংগ্রামী নাট্যকার শ্রীরঞ্জন দেবনাথের অবিস্মরণীয় নাট্যসৃষ্টি। বর্ব্বর জঙ্গীশাহীর অত্যাচারে সাড়ে সাতকোটি বাঙ্গালী যখন মৃত্যুর প্রহর গুণছে, লক্ষ লক্ষ তরুণের বুকের রক্তে রাঙ্গা হল জাহাঙ্গীর নগরের শ্যামল মাটি, লুণ্ঠিত হল মা-ভগ্নীর ইজ্জৎ, লক্ষ লক্ষ মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটে গেল ভরতপুরের দিকে—গর্জ্জে উঠলো ছাত্রনেতা বাঘা সিদ্দিকি। বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা দিলেন, আমরা প্রাণ দেব, তবু স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দেব না। রক্ত দেব, তবু বর্ব্বর জঙ্গীশাহীর বুটের তলায় মাথা নত করব না। আমরা বাঙ্গালী, স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার। তিরিশ লক্ষ মানুষের বুকের রক্তে পৃথিবীর মানচিত্রে দেখা গেল নতুন দেশ। সে দেশের নাম "রক্তস্নাত বাংলাদেশ। কম্পিটিশানে অভিনয় করুন। দাম ৫'০০ টাকা।

—ভূমিকা—

কবি বিদ্যাপতির ভূমিকা লিখতে বসে ভাবছিলাম···ভাবছিলাম··· হঠাৎ মনে হলো···আমি আচ্ছা বোকা তো··বিদ্যালক্ষ্মীর অমিয় সাগরে যে মহাকবি ডুব দিয়েছেন—সেই অতলান্ত বিদ্যাপতির সম্পর্কে আমি কতটুকু ভাবতে পারি? আশ্চর্য্য দুঃসাহস আমার, তাই ছোট্ট হৃদয়-ডিঙ্গা বেয়ে আমি বিদ্যা-সমুদ্র পাড়ি দিতে চেয়েছিলাম। তবু বিদ্যাপতি নাটক লিখতে হলো। বন্ধুবর মোহন চট্টোপাধ্যায় অনুরোধ করেছিলেন আমাকে বিদ্যাপতি নাটক লিখতে···সেই সঙ্গে সুপ্রিয় দ্বিজু ভাওয়ালও ছিলেন···দুজনের অনুরোধ আমি মাথায় তুলে নিলাম···

দীর্ঘ পাঁচ মাস অক্লান্ত তপস্যা করে যখন নাটক শেষ করলাম, তখন আমি আর এখনকার আমি ছিলাম না···চোখে তখনও স্বপ্ন···সেই মিথিলার মধুবনী···ঝরণার ধারে লছমীর কাব্যধারার মূর্চ্ছনা···পাঁচ মাস যেন স্বপ্নেই কেটে গিয়েছিল···সে স্বপ্ন যেন না ভাঙ্গলেই ভাল হতো···তারপর একবছর পেরিয়ে গেছে···কালের নদী কত তীর ভেঙ্গে কত তীর গড়লো···আমি বাস্তব জগতে ফিরে এলাম···নাটকটি রচনা করতে কল্পনার কাছে হাত পেতেছি আমি··· জানি না কতখানি ঠিক হয়েছে আমার লেখার···সে বিচারের দায়িত্ব পাঠক ও দর্শকদের। আমার জন্মভূমি মূলগ্রামের মানুষদের কাছে বসে এ নাটক লিখেছি···প্রেরণা দিয়েছিলেন মোহন চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজু ভাওয়াল···ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করেছেন মাননীয় কাত্তিকচন্দ্র ধর মহাশয়···তাই তাদের কাছে আমার আর একবার মাথা নত করার পালা। পরিশেষে নিবেদন—আজও আমি স্বপ্নে দেখতে পাই সেই মধুবনী গ্রামের ঝরণার ধারে যেন বিদ্যাপতি আর লছমী পরস্পরের দিকে চেয়ে বলছেন—

"কত মধু যামিনী রভসে গমায়ন, ন বুঝল কইসন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয় রাখল, তইও হিয় জুড়ন ন গেল॥"

—প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নাটকাবলী—

জানোয়ার—শ্রীভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। সামাজিক নাটক। লোকনাট্যের উজ্জ্বল দীপশিখা। পিয়ালীর জঙ্গলে জানোয়ার মারতে এসেছে কলকাতার মেয়ে ঈশিতা। হাতে রাইফেল, চোখে বাইনাকুলার, বুকে নগর সভ্যতার প্রচণ্ড অহঙ্কার। সহসা তার সামনে দাঁড়াল বুনো বর্ব্বর অরণ্যসেন। মেয়েটি যত সুন্দরী, ছেলেটি তত কুৎসিত। কে তুমি? আমি অরণ্য। কি দেখছো? তোমাদের মেকী সভ্যতা। সাট-আপ জানোয়ার। সহরের শিক্ষিতা সুন্দরী তরুণী গ্রাম বাংলার বুনো তরুণ অরণ্যকে দিল অসম্মানের আঘাত। ছেলেটি ফেটে পড়ল নগর সভ্যতার বিরুদ্ধে। চা বাগিচার দেহাতী যুবতি পাখী নেশায় মাতাল হয়ে গেয়ে ওঠে "না—না, দিও না মালা..." সঙ্গীত পাগল টুকুন গায় "কোন এক গাঁয়ে এক ছিল মা..." আমরা বিস্ময়াবিভূত চোখে দেখি ঈশিতাকে। অরণ্য বলে, ওগো উলঙ্গ সভ্যতা, তোমার দুরন্ত গতি থামাও। দাম ৫.০০

পাঁচ পয়সার পৃথিবী—শ্রীভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। সামাজিক নাটক। লোকনাট্যের নূতন জ্যোতিষ্ক। পাঁচকোটি টাকার দুনিয়ায় দেখা যায় ইয়াংকি কালচারের জলসায় নগ্ন নৃত্যের মাতামাতি... মধ্যবিত্ত সংসারের মেয়ে মঞ্জুষা হলো রাতের রঙ্গিনী অভিনেত্রী। কিন্তু নীচুতলার মেয়ে শানিয়া কি বিক্রি করেছিল তার দেহ পশরা? না—সর্ব্বহারা মানুষের স্বাধীকার আদায়ের দাবী ঘোষণা করেছিল অবহেলিত অঞ্জন। পাশ্চাত্য সভ্যতার উলঙ্গ ফাংশানে বাঙ্গালী মেয়ে আইভীর যৌবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, ব্যারিষ্টার শঙ্কর চ্যাটার্জীর আইন নিয়ে বে-আইনী ব্যবসা, যাযাবর নিগার হোসেনের কাছে এই পৃথিবীর দাম মাত্র পাঁচ পয়সা। কিন্তু সত্যানিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পরাশর বলেন—ওরা মানুষকে অমানুষ করার কারখানা করেছে। ওদেরই শোষণের ফলে মানুষ সর্ব্ব-হারা আর নিত্য নূতন মাথা তুলছে পাঁচ পয়সার পৃথিবী। দাম ৫.০০।

—পুরুষ—

শিবসিংহ	...	...	মিথিলার রাজা।
অরিসিংহ	...	...	ঐ খুল্লতাত।
পদ্মসিংহ	...	...	অরিসিংহের পুত্র।
মহেশ্বর	...	...	রাজভৃত্য।
পুরাদিত্য	...	...	দ্রোণবারের যুবরাজ।
হুসেন শাহ শর্কি	...	...	জৌনপুরের শাহজাদা।
সোলেমান খাঁ	...	...	সিপাহশালার।
ইস্কান্দার মির্জ্জা	...	...	মনসবদার।
বিদার ওয়াক্ত	...	...	কাফ্রি ক্রীতদাস।
গণপতি	...	...	শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত।
বিদ্যাপতি	...	...	ঐ পুত্র।
রূপধর	...	...	বিদ্যাপতির সহচর।
বিশাখা দত্ত	...	...	শ্রেষ্ঠী।
অম্বর দাস	...	...	ঐ দাস।

—স্ত্রী—

জাহ্নবী	...	...	গণপতির স্ত্রী।
লছমী	...	...	মিথিলার রাণী।
দেবযানী	...	...	পদ্মসিংহের স্ত্রী।
আব্বাসা	...	...	আরব কন্যা। [ক্রীতদাসী]

—:০:—

বেগম আশমান তারা—শ্রীভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। ঐতিহাসিক নাটক। নট্ট কোম্পানীর দলে অভিনীত। নদী মহানন্দা বয়ে চলেছে গ্রাম, জনপদ, বনস্থলীকে দুপাশে রেখে। মহানন্দার ভয়ঙ্কর তুফানে ভেসে চলেছে ফুলের মত মেয়ে ফুলজানি। রিয়াস-উস-সালাতিন যে মেয়ের নাম রেখেছিল আশমান তারা। আশমান তারাকে উদ্ধার করেছিল রাজা গণেশ নারায়ণের পুত্র যদুনারায়ণ। অষ্টাদশী কুমারী রাত কাটাল কুমার যদুনারায়ণের সান্নিধ্যে। দরবেশ নুর কুতুব আলম বললেন, যদুনারায়ণকে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করে আশমানের সঙ্গে সাদি দিতে হবে। নতুবা মেয়ে অশুদ্ধা। দরবেশের দক্ষিণ হস্ত নাসিরউদ্দিন পেলো স্বর্ণ সুযোগ। রাজা গণেশ নারায়ণকে এবার শায়েস্তা করা যাবে। মণিরউদ্দিন আর বৃদ্ধ আজিমশাহ বললেন—তা হয় না। সংবাদ এল ভাতুরীয়া রাজপ্রাসাদে, যদুনারায়ণকে রক্ষা কর। ছুটল কুমার মহেন্দ্র-নারায়ণ। কিন্তু আজিম মঞ্জিলে পৌঁছবার আগেই যদুনারায়ণ হয়ে গেছেন জালালউদ্দিন। হিন্দু সমাজপতি বলদেব ঠাকুর ও মুসলমান দরবেশ নুর কুতুব আলমের মধ্যে চলল ক্ষমতার লড়াই। জালালউদ্দিন ভাঙ্গতে এল হিন্দুর দেবতা শ্যামসুন্দরের বিগ্রহ। বাধা দিলেন মুসলমানী মেয়ে হিন্দুবধূ আশমান তারা। হিন্দুর দেবতা শ্যামসুন্দরকে প্রণাম করলেন সুলতান জালালউদ্দিন আর বেগম আশমান তারা। দাম ৫·০০ টাকা।

কোহিনূর—শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি, প্রণীত। নট্ট কোম্পানীর দলে অভিনীত। ঐতিহাসিক নাটক। মারাঠা দস্যু সিন্ধের মহত্ত্ব, মোগল বাদশার আভিজাত্যের সঙ্গে সারল্যের বিচিত্র মিশ্রণ, বাদশাজাদা হোসেনের জীবনের করুণ অবসান, গোলাম কাদেরের বীরত্ব নিপুণ শিল্পীর তুলিকায় অঙ্কিত। মূল্য ৫·০০ টাকা।

ডাক দিয়ে যাই—শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে প্রণীত। অম্বিকা নাট্য কোম্পানীর যশের উৎস। ঐতিহাসিক নাটক। দাম ৫·০০ টাকা।

কবি বিদ্যাপতি

—:(*):—

প্রথম অংক

প্রথম দৃশ্য।

মধুবন।

[সূর্য্য অস্তাচলে। বিহঙ্গ কুলকুলায় ধাবমান।
আকাশে বিচিত্র বর্ণছটা।]

কলহাস্যে মুখরা দেবযানী ও মদালসার প্রবেশ।

দেবযানী। আকাশে রংয়ের বর্ণছটা···বাতাসে পাঁচমিশালী ফুলের সৌগন্ধ···মাটিতে যেন শতজনমের স্বপ্ন ছড়ানো···এ আমি কোথায় এলাম সখী মদালসা?

মদালসা। তা তো জানিনা রাজকন্যা।

দেবযানী। জানিস না! জানিস না তো এদিকে নিয়ে এলি কেন?

মদালসা। কাকে নিয়ে এলাম সখী?

দেবযানী। আমাকে।

মদালসা। তোমাকে আমি নিয়ে এলাম!

দেবযানী। তবে কে নিয়ে এল?

মদালসা। নেশা।

দেবযানী। মদালসা !

মদালসা। যৌবনের নেশায় মাতাল তোমার মন।

দেবযানী। কি বলিস যখন—তখন···

মদালসা। আবেশে জড়ানো দুটি আঁখি···

দেবযানী। সখি !

মদালসা। শিথিল কবরী - দেহবাস···

দেবযানী। এটা যে মধুমাস।

মদালসা। তাই তো তোমার মধুকরী মন খুঁজে বেড়াচ্ছে সখি।

দেবযানী। কি ?

মদালসা। মনের মধুকর।

দেবযানী। তোর কথাই হয়তো সত্যি। তাই মদন উৎসবে মন ভরলো না···বনহরিণীর মত ছুটতে ছুটতে এখানে চলে এলাম। দাদা হয়তো রথ নিয়ে অপেক্ষা করছেন।

মদালসা। সত্যি খুব ভুল হয়ে গেছে···চল, আমরা ফিরে যাই।

দেবযানী। চুপ···

মদালসা। কি হলো ?

দেবযানী। শুনতে পাচ্ছিস না পোড়ামুখী ?

[বৃক্ষপল্লবে কোকিল ডাকিল, ডাকিল "বৌ কথা কও" এবং "চোখ গেল" পাখী। সহসা যেন বনস্থলী স্বপ্নে ভরে যায়। দেবযানী গান গায়।]

দেবযানী। **গীত**

কুহু কুহু কোকিলের কাকলি ও কলতানে এল মধুমাস।
এই তনু···এই মন···উচাটন অনুখন···
শিথিল দখিণা বায়ে এই দেহবাস।

এল ওই মিলনের লগ্ন,

মধুকর মধুপানে মগ্ন,

অনুরাগে রাঙ্গা হৃদি চায় প্রিয় পরশন—

খঞ্জনে অঞ্জনে তারই পরকাশ।

মস্তকের কলসী বামহাতে ধরিয়া লছমীর প্রবেশ।

লছমী। গান বন্ধ করুন!

দেবযানী। কেন?

লছমী। অসুবিধা হচ্ছে।

দেবযানী। কিসের?

লছমী। লেখার।

দেবযানী। লেখার!

লছমী। হ্যাঁ। ওই দেখুন ঝর্ণার কাছে বসে কাব্য লিখছেন।

মদালসা। তাই তো! আমরা এতক্ষণ লক্ষ্যই করিনি।

[প্রস্থান।

দেবযানী। গোধূলি বেলায় ঝর্ণার কাছে বসে একমনে কাব্য লিখছে···লোকটা কে?

লছমী। কবি বিদ্যাপতি।

দেবযানী। যার কাব্য প্রতিভা মিথিলা ছাড়িয়ে দ্রোণবার পর্য্যন্ত পৌছে গেছে···সেই প্রেমের কবি বিদ্যাপতি ওইখানে বসে কাব্য লিখছেন! বাজে কথা।

লছমী। আজ্ঞে না, বাজে কথা নয়।

দেবযানী। কি, দ্রোণবারের রাজকন্যা দেবযানীর সঙ্গে রহস্য করছো, তোমার সাহস ত কম নয়। তুমি কে? তোমার পরিচয় কি?

লছমী। আপনার চিৎকারে কবির লেখার আরও ক্ষতি হচ্ছে।

দেবযানী। তুমি থাম তো! যার ক্ষতি হচ্ছে, সে কিছু বলছে না···উনি এসে রাণীর মত আদেশ করলেন···"গান বন্ধ কর"। তার সঙ্গে তোমার কিসের সম্পর্ক? বিদ্যাপতি তোমার কে?

লছমী। আমার জীবন···

দেবযানী। কি বললে?

লছমী। আমার মরণ···

দেবযানী। নারি!

লছমী। আমার জীবন-মরণের ধূপ-ছায়াতে চিরভাস্বর কবি বিদ্যাপতি।

দেবযানী। আশ্চর্য্য!

লছমী। আমিও ভাবি···আশ্চর্য্য হয়ে যাই···দিনের শেষে রাত আসে···রাতের কুহেলীতে ক্লান্ত দু'চোখে নামে তন্দ্রা। আমি স্বপ্ন দেখি···ছোট্ট একটা কুটির, তার চারিদিকে কুসুমাস্তীর্ণ শ্যামল তরুলতা,···সেখানে আমি একাকিনী···আমার মুখে লোধ্ররেণু মাখিয়ে দেয় কবি···কবরীতে সাজিয়ে দেয় স্নিগ্ধ গন্ধরাজ···

দেবযানী। তারপর?

লছমী। অবাক হয়ে দেখি,—আমি—আমি নই এ দেহ আমার নয়···এ দেহ কবির···এ মন কবির···কবি বিদ্যাপতি বলে-"তুমি আমার কাব্যের উৎসা। তাইতো তোমার কপালে পরিয়ে দিলাম, সাধনার কুঙ্কুম। সন্ধ্যাতারা হারিয়ে যায় পশ্চিম আকাশে, পূব আকাশে, শুকতারা হাসে···সুখ-স্বপ্ন ভেঙ্গে দিয়ে বিবশা বিবাসা কবিতাকে, কবি বিদ্যাপতি বলে—

হাতে ভূর্জ্জপত্র ও লেখনী লইয়া বিদ্যাপতির প্রবেশ।

[কবিতা]

বিদ্যাপতি। "আজু রজনী হাম ভাগে গমাওলুঁ
পেখলুঁ পিয়া মুখ চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানসুঁ,
দশদিশ ভেল নিরদন্দা॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকুল হোওন
টুটল সবহুঁ সন্দেহা॥

[বিদ্যাপতি লছমীর গ্রীবা স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলে লছমী পিছু হঠিয়া কবিকে বলিল।]

লছমী। এখন নয় কবি!

বিদ্যাপতি। কেন?

দেবযানী। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

বিদ্যাপতি। আপনি—

দেবযানী। এতক্ষণে বুঝলাম কি অসুবিধা হচ্ছিল। [কবির প্রতি অপলক চেয়ে আছে]

বিদ্যাপতি। কি দেখছেন দেবী?

দেবযানী। কবির কলঙ্ক।

বিদ্যাপতি। দেবী!

দেবযানী। রাজকন্যা দেবযানী মিথ্যা কথা বলেনি কবি!

আপনি সাধক, আপনার সাধনার স্থান হওয়া উচিৎ ছিল কোন রাজ-অট্টালিকার মণিময় প্রকোষ্ঠে। এখনও সময় আছে।

বিদ্যাপতি। আছে!

দেবযানী। নিশ্চয়ই। আপনি স্বীকৃত হলে আজই আমি দাদাকে বলে আমাদের প্রাসাদে আপনার স্থান করে দিতে পারি।

বিদ্যাপতি। আপনি—

দেবযানী। আমি রাজার মেয়ে। বিশজন ক্রীতদাসী আমার সেবায় নিয়োজিত...আমি একটু মুখ ভারী করলে তারা ভয়ে মূর্চ্ছা যায়...আমার কি ত্রুটি হয়েছে, শুধু তাই জানতে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে দশজন ক্রীতদাস...শুনলে আশ্চর্য্য হবেন, আকাশের চাঁদ ছাড়া আমি যা চাইব—আমার দাদা আমাকে তাই এনে দেবেন।

বিদ্যাপতি। আপনি ভাগ্যবতী।

দেবযানী। আপনিও ভাগ্যবান হতে পারেন। মিথিলার যুবরাজ শিবসিংহের বন্ধুত্ব আপনাকে কিছুই দেবে না...ওই রূপসী মেয়ে লছমীর রূপ, রূপ নয়।

বিদ্যাপতি। তবে কি?

দেবযানী। পাঁক।

বিদ্যাপতি। পাঁক থেকেই কিন্তু পদ্মের জন্ম দেবী।

দেবযানী। কবি!

বিদ্যাপতি। বৈ-ভবের বিলাস বাসনায় আমার কাব্য মালঞ্চের মালতি তো ফুটবে না রাজকন্যা।

দেবযানী। তুমি আমাকে অপমান করছো?

বিদ্যাপতি। তাই হয় দেবী! ইপ্সিত বস্তুর নাগাল না পেলে মিষ্টি হয় তিতো, আপনি হয় তুমি—

দেবযানী। হবেই তো! তুমি আমাকে অপমান করেছ, তোমাকে আমি সহজে ছেড়ে দেব! কখনও না…হুঁ কবি! কবি না ছাই। কথায় কথা মিলিয়ে দুটো কবিতা লিখলেই কবি হওয়া যায় না।

[নেপথ্যে পুরাদিত্যের চিৎকার।]

পুরাদিত্য। [নেপথ্যে] দেবযানী…দেবযানী…

দেবযানী। ঝর্ণা পেরিয়ে এদিকে এস দাদা! আমি এখানে—

লছমী। আমি যাই কবি। ভয় করছে—

বিদ্যাপতি। ভয়কে জয় করতে শেখো।

অশ্ব চালনার কশাহস্তে পুরাদিত্যের প্রবেশ।

পুরাদিত্য। ঠিকই বলেছো পদ্মসিং! ভয়কে জয় করতে না পারলে অজানাকে জানা যায় না…একি, বিদ্যাপতি তুমি! আমি ভেবেছিলাম পদ্মসিং? পদ্মসিং কোথায় দেবযানী?

দেবযানী। জানি না।

পুরাদিত্য। লজ্জা করছে বুঝি…কি আশ্চর্য্য, এতে লজ্জার কি আছে। শিবসিংহের বিয়ে হয়ে গেলেই তো তার সঙ্গে তোর বিয়ে হবে।

দেবযানী। চুপ কর।

পুরাদিত্য। ঠিক আছে ভাই…কথাগুলো আমি বিদ্যাপতিকে বলছি। বুঝলে বিদ্যাপতি! তোমার বন্ধু শিবসিংহ কোন এক রমণীকে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন…

বিদ্যাপতি। শুনেছি।

পুরাদিত্য। রাজা দেবসিংহ অসুস্থ…তিনি সুস্থ না হলে শিবসিংহের বিয়ে হবে না, আর তার বিয়ে না হলে পদ্মসিংহেরও বিয়ে হচ্ছে না।

দেবযানী। দয়া করে থামবে!

পুরাদিত্য। কেন?

দেবযানী। কেন কি? এমন রাজ্যে নিয়ে এলে, যেখানকার সামান্য এক প্রজা আমার সম্ভ্রমে হাত দিয়ে কথা বলে!

পুরাদিত্য। কে সে অর্ব্বাচীন!

বিদ্যাপতি। আমি।

পুরাদিত্য। তুমি!

দেবযানী। আর ওই মূর্ত্তিমতী পাপিনী।

পুরাদিত্য। কি নাম তোমার?

বিদ্যাপতি। চিৎকার করবেন না কুমার পুরাদিত্য। আমরা দূরে নেই, আপনার সামনেই উপস্থিত আছি।

পুরাদিত্য। তোমার স্পর্দ্ধার সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

বিদ্যাপতি। কথাটা আমিই আপনাকে বলবো ভাবছিলাম।

পুরাদিত্য। বিদ্যাপতি!

লছমী। সাবধান কুমার! মনে রাখবেন, দাঁড়িয়ে আছেন মিথিলার মাটিতে। দ্রোণবার হলে আপনি যা খুশী তাই করতে পারতেন, কিন্তু আমাদের মাটিতে দাঁড়িয়ে আমাদেরই অপমান করবেন, তা আমরা সহ্য করব না।

পুরাদিত্য। সামান্য একটা নারীর মুখে এত বড় কথা!

দেবযানী। দেবযানীর আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা হচ্ছে দাদা। সামান্য এক নারীর কাছে তোমার মত বীরপুরুষের দুরবস্থা দেখে আমার আর বিন্দুমাত্র বাঁচার সাধ নেই।

[প্রস্থান।

পুরাদিত্য। রূপসী রমণী! বিদ্যাপতির সাহসে সাহসী হয়ে তুমি

যাকে অপমান করলে, তাকে তুমি চেনো না। কিন্তু মনে রেখো এ অপমান তার মনে থাকবে···আর চিনতে পারবে সেদিন—যেদিন তোমার ফুলের মত দেহবল্লরী ওই বিদ্যাপতির মধুমালঞ্চ থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে দ্রোণবারের প্রমোদ উদ্যানে কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দেব।

[প্রস্থান।

লছমী। যাও-যাও! সেদিন তোমার জীবনে কখনও আসবে না। আমি ঠিক বলিনি কবি? কি হলো! অমন করে কি দেখছো?

[বিদ্যাপতি লছমীর প্রতি অপলক চেয়েছিল।
মৃদু হাসিয়া বলিল—]

বিদ্যাপতি। আগুন।

লছমী। শুধু আগুন নয় কবি! এ বুকের মহাসাগরে লুকিয়ে আছে অসংখ্য মণি-মুক্তা···তাইতো ভয় হয়—

বিদ্যাপতি। কিসের?

লছমী। ডুবুরীর!

বিদ্যাপতি। ডুবুরীর!

লছমী। বিসফি গ্রাম থেকে এই মধুবনের ঝর্ণার ধারে আসতে কত দুরন্ত ডুবুরীর সংগে আমার দেখা হয়। তারা চায় আমার বুকের ঝিনুকে লুকিয়ে রাখা ভালবাসার মুক্তাটাকে জোর করে ছিনিয়ে নিতে···

বিদ্যাপতি। লছমী!

লছমী। পুরাদিত্যকে দেখলে,—শ্রেষ্ঠী বিশাখা দত্তর কথা আগেই বলেছি—আর একজন—

বিদ্যাপতি। আর একজন কে?

লছমী। আমি চিনি না। এই মধুবনেই ছুদিন তার সঙ্গে দেখা হয়েছে।

বিদ্যাপতি। সে তোমাকে মুখে কিছু বলেছে?

লছমী। না। তবে হাসিতে জানিয়ে দিয়েছে তার হৃদয়ের ক্ষুধা। আমার ভীষণ ভয় করে।

বিদ্যাপতি। কিসের ভয় বল?

লছমী। জীবনের ভয়। যৌবনের ভয়। নিষাদের তীরে ক্রৌঞ্চ-মিথুনের স্বপ্ন সংহারের ভয়।

বিদ্যাপতি। আর ভয় নেই। তুমি আমার কাব্যলক্ষ্মী, আজ থেকে তোমাকে আমি নূতন করে রচনা করবো…

লছমী। কবি!

বিদ্যাপতি। তোমার হৃদয় আমার কাব্যরচনার ভূর্জ্জপত্র, তোমার প্রেম আমার লেখনী…তোমার অমলিন অস্তিত্বই আমার স্থষ্টির প্রেরণা! [লছমীর প্রতি অপলক চাহিয়া কবিতা বলিতেছিল]

[কবিতা]

সখি! কি পুছসি অনুভব মোয়।
সেহ পিরীত অনুরাগ বখানিত্র তিলে তিলে নূতন হোয়।

[মন্ত্রমুগ্ধবৎ লছমী ধীরে ধীরে বিদ্যাপতির বক্ষলগ্না হইয়া বিদ্যাপতির পদ গাহিতেছিল।]

লছমী। **গীত।**

জনম অবধি হাম রূপ নিহারল,
নয়ন ন তিরপিত ভেল।

বিদ্যাপতি। লছমীয়া!

সেহ মধু বোল—শ্রবন হি শুনল,

শ্রুতি পথে পরশন গেল।

বিদ্যাপতি। শোনো!

কত মধু যামিনী—রভসে গমায়ন,

ন বুঝল কইসন কেল।

বিদ্যাপতি। দাঁড়াও!

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয় রাখল,

তইও হিয় জুড়ন ন গেল।

[প্রস্থান।

বিদ্যাপতি। দাঁড়াল না। লছমী চলে গেল···বাড়ীতে মায়ের কাছে কাছে থাকে, লজ্জায় ওর দিকে চাইতেই পারি না। ভেবেছিলাম, এই নির্জ্জন মধুবনে সামনে দাঁড় করিয়ে ভাল করে দেখব। কিন্তু—

[কবিতা]

সজনী! ভল করি পেখল ন ভেল।

মেঘমাল সয় তড়িত লতা জনি

হিরদয়ে শেল দই গেল॥

আধ আঁচোর খসি, আধ বদন হসি

আধহি নয়ন তরঙ্গ।

আধ উরজ হেরি—আধ আঁচোর ভরি

তবধরি দগধে অনঙ্গ···

[বিদ্যাপতি লছমীর গমন পথের দিকে চাহিয়া কবিতা বলে।]

অন্যপথে প্রবেশ করে শিবসিংহ। পরিধানে শিকারীর বেশ।

শিবসিংহ। আশা মেটে না···দেখে দেখে আশা মেটে না···

মনে হয়, প্রিয়া বলে সম্বোধন করি…কিন্তু তিন দিনের মধ্যে একটি কথাও বলতে পারলাম না…কে ওখানে ?

বিদ্যাপতি। আমি বিদ্যাপতি।

শিবসিংহ। যে মেয়েটি গান গাইতে গাইতে মধু বন থেকে চলে গেল ?

বিদ্যাপতি। চিনি।

শিবসিংহ। ও কোথায় থাকে ?

বিদ্যাপতি। আমাদের বাড়ীতে।

শিবসিংহ। তোমাদের বাড়ীতে…অর্থাৎ…

বিদ্যাপতি। আমার মা'র দূর সম্পর্কের আত্মীয়া…

শিবসিংহ। আঃ ভগবান !

বিদ্যাপতি। কি হলো ?

শিবসিংহ। তোমাকে বলতে লজ্জা নেই কবি ! মধু বনে প্রথম শিকার করতে এসে, আজ থেকে একমাস আগে, প্রথম দেখেছিলাম ওই মেয়েটিকে। তারপর থেকে ওকে দেখার নেশায় পেয়ে গেল…কিছুদিন পরে আবার দেখা হলো…কিন্তু ভীতা হরিণীর মত মেয়েটি চলে গেল ঝর্ণায় জল না ভরেই…কি হলো ! তুমি কিছু চিন্তা করছো…

বিদ্যাপতি। এ্যাঁ, হ্যাঁ…না মানে…

শিবসিংহ। শোন কবি ! আজ নিয়ে তিনদিন দেখলাম মেয়েটিকে…শিকার করতে আসা আমার ছলনামাত্র…তুমি বিশ্বাস কর, মেয়েটিকে প্রথম দেখেই আমি ভালবেসেছি…

বিদ্যাপতি। যুবরাজ !

শিবসিংহ। না-না, কুমার নয়…যুবরাজ নয়, শুধু বন্ধু !

বিদ্যাপতি। কিন্তু…

শিবসিংহ। আজ আবার নতুন করে কিন্তুকে ডেকে আনছো কেন বন্ধু? কামেশ্বর বংশের সংগে ঐনিবার বংশের বন্ধুত্ব আজকের নয়। তাছাড়া, পিতামহ কীর্ত্তি সিংহের অমর কাহিনী কীর্ত্তি লতায় লিখে তুমি আমার পিতার মন জয় করেছো,…আমার হৃদয় কেড়ে নিয়েছ। আজ তোমার আমার হৃদয়ের সম্পর্কে কোন কিন্তুর স্থান নেই।

বিদ্যাপতি। তা ঠিক।

শিবসিংহ। তাহলে হৃদয়ের সমস্ত দ্বিধা দুহাতে সরিয়ে আমার হাত ধরে বল "বন্ধু"—[হাত বাড়িয়ে দেয়, বিদ্যাপতি হাতে হাত মিলিয়ে বলে]

বিদ্যাপতি। বন্ধু!

শিবসিংহ। বন্ধুর কাছে বন্ধুর একমাত্র প্রার্থনা—তুমি ওই মেয়েটিকে আমার জীবনে এনে দাও!

বিদ্যাপতি। [উচ্চ কণ্ঠে] না-না তা হয় না…[ধীর কণ্ঠে] তা সম্ভব নয়।

শিবসিংহ। কেন হয় না কবি? কেন সম্ভব নয়! ও হো! বুঝেছি, মেয়েটির বংশ কৌলিন্য নেই বলে? কোন রাজ্যের রাজকন্যা নয়, এই অপরাধে? না-না সে ভাবনা ভাবতে হবে না বন্ধু…পণ্ডিতেরা বলেছেন "স্ত্রী রত্নম্ দুষ্কুলাদপি" অর্থাৎ কন্যা সুলক্ষণা হলে নীচকুল থেকেও গ্রহণ করা চলে।

বিদ্যাপতি। তবু তোমাকে আমি বোঝাতে পারছি না শিব-সিংহ।

শিবসিংহ। শিবসিংহের অভিন্ন হৃদয় বন্ধু তুমি। আমার মনের

অবস্থা চিন্তা করে, তুমি শপথ কর- ওই মেয়েটিকে আমার হাতে তুলে দেবে ?

বিদ্যাপতি। আকাশ···মাটি···বৃক্ষলতা একাকার হয়ে আমার পৃথিবী থেকে সরে যাচ্ছে···বিষাক্ত হয়ে উঠেছে বাতাবী-বকুলের সৌগন্ধ···থেমে যেতে চায় হৃদয়ের স্পন্দন···

শিবসিংহ। কবি বিদ্যাপতি !

বিদ্যাপতি। তবু আমাকে শপথ করতে হবে,···আমি ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের কাছে ? হাত পেতে শুধু হাতে অতিথি ফিরে যাবে না··· আমি শপথ করলাম বন্ধু ! আমি আমার কাব্যলক্ষ্মী,—প্রেরণার উৎসা,—স্বপ্ন সহচরী লছমীকে তোমার হাতেই তুলে দিলাম [চোখে জল]

শিবসিংহ। তুমি কাঁদছো কবি ! তাহলে কি লছমী তোমার ·· না-না তুমি আমাকে ক্ষমা কর বন্ধু···আমি না জেনে ভুল করেছি···

বিদ্যাপতি। তোমার ভুল আজ থেকে ফুল হয়ে ফুটে উঠুক।

শিবসিংহ। আমি চাইনি কবি !

বিদ্যাপতি। তুমি যা চেয়েছিলে আমি তাই দিয়েছি।

শিবসিংহ। লছমী গেলে তোমার জীবনে থাকলো কি ?

বিদ্যাপতি। সরস্বতী !

শিবসিংহ। কবি বিদ্যাপতি !

[বিদ্যাপতি মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিতেছিল।]

[কবিতা]

হমর দুখর নহি ওর
ইভর বাদর মাহ ভাদর
শুন মন্দির মোর॥

তিমির দিগভরি—ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ—কই সে গমায়ব
তুহু বিনু দিন রাতিয়া।

[প্রস্থান।

শিবসিংহ। কবি! কবি বিদ্যাপতি! চলে গেল! হৃদপিণ্ড উপরে দিয়ে গেল বন্ধুর হাতে। সংসারে ওরা শুধু দিতেই আসে, নিতে জানে না। তাই হোক কবি বিদ্যাপতি! তোমার হৃদয়ে অচঞ্চল হয়ে থাক দেবী সরস্বতী···আমার অশান্ত-বুকে শান্তির আলপনা এঁকে দিক তোমারই কাব্য সহচরী লছমী···

[প্রস্থান।

—:০:—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মিথিলা রাজপ্রাসাদ।

পদ্মসিংহের প্রবেশ।

পদ্মসিংহ। লছমী···লছমী···লছমী! দাদা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে লছমীর নাম করে চমকে চমকে উঠছে। ব্যাপারটা কি! বুঝেছি। লছমী নামে কোন মেয়ের স্বপ্ন দেখছে···কিন্তু তাই যদি হয়, তাহলে কে সেই ভাগ্যবতী মেয়েটি, যুবরাজ শিবসিংহ যাকে স্বপ্ন দেখছেন এবং যার নাম লছমী?

মহেশ্বরের প্রবেশ।

মহেশ্বর। আশ্চর্য্যজনক ঘটনা!

পদ্মসিংহ। তার মানে!

মহেশ্বর। মেয়েটি তোমার অচেনা।

পদ্মসিংহ। তোমার—

মহেশ্বর। অনেক দিনের চেনা।

পদ্মসিংহ। তুমি তাহলে সবই জানো। অথচ—

মহেশ্বর। রাজপ্রাসাদে জন্মানোটাই তোমার ভুল হয়ে গেছে।

পদ্মসিংহ। কি রকম?

মহেশ্বর। রাজবাড়ীর সোমত্ত ছেলে, অথচ রাজ্যে সোমত্ত মেয়ে কটা আছে, কোথায় আছে, কি রকম আছে, এবং কেমন আছে তার কিছুই খোঁজ রাখো না। তুমি একটা ভীষণ, ভয়ঙ্কর মানে— আশ্চর্য্যজনক ঘটনা…

পদ্মসিংহ। বেশ বাবা তাই হলাম। এখন বল দেখি, লছমী মেয়েটি কে?

মহেশ্বর। নিঃসন্দেহে মেয়ে।

পদ্মসিংহ। আরে, মেয়ে না হলে দাদা স্বপ্ন দেখবে কেন? কিন্তু মেয়েটি আসলে কার মেয়ে?

মহেশ্বর। মা-বাপের মেয়ে।

পদ্মসিংহ। ধেৎ! তুমি কিচ্ছু জানো না!

মহেশ্বর। জানি না মানে? সে ছুঁড়ি তো নগর কোটালের আই-বুড়ো নাতনী।

পদ্মসিংহ। তোমার মুণ্ডু।

মহেশ্বর। সে ছুঁড়ি নয় তাহলে ··আশ্চর্য্যজনক ঘটনা···হয়েছে হয়েছে···মনে পড়েছে···এতক্ষণ পেটে আসছিল কিন্তু মুখে আসছিল না, লছমী হলো গিয়ে · আরে তুমিও তো তাকে চেনো···

পদ্মসিংহ। কে বল তো ?

মহেশ্বর। আরে অন্তঃপুরের এক চোখ কাণা সেই নতুন দাসীটা।

পদ্মসিংহ। মহেশ্বর দা ! [চীৎকার করে] এবার তুমি যেতে পারো।

মহেশ্বর। ধরে ফেলেছি।

পদ্মসিংহ। কাকে ?

মহেশ্বর। আসল মেয়েটাকে। আরে সে তো বড়-দা আমাকে একমাস আগে বলেছে।

পদ্মসিংহ। কি বলেছে ?

মহেশ্বর। মেয়েটির মেঘের মত চুল—

পদ্মসিংহ। বটে !

মহেশ্বর। ফুলের মত চোখ।

পদ্মসিংহ। বল কি ?

মহেশ্বর। পাহাড়ের মত দাঁত।

পদ্মসিংহ। দাঁত !

মহেশ্বর। না-না দাঁত নয়, ইয়ে···মানে আশ্চর্য্যজনক ঘটনা··· হ্যাঁ, মনে পড়েছে, পাহাড়ের মত—

পদ্মসিংহ। কি ?

মহেশ্বর। বোধহয় বুক।

পদ্মসিংহ। চুপ কর।

মহেশ্বর। ~~বড়-দা নিজেই বলেছে।~~ শুধু তাই নয়, সেই দেখে এসেই তো—ছোকরার জ্বর।

পদ্মসিংহ। জ্বর!

মহেশ্বর। হ্যাঁ, প্রেম জ্বর।

পদ্মসিংহ। মেয়েটির পরিচয়?

মহেশ্বর। কবি বিদ্যাপতিদের আশ্রিতা। তাকেই তো বিয়ে করবে শুনছি।

পদ্মসিংহ। দাদা তাহলে অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

অরিসিংহের প্রবেশ।

অরিসিংহ। যাবেই তো পদ্মসিংহ।

পদ্মসিংহ। কারণ!

অরিসিংহ। তুমি যে অনেক দূর পিছিয়ে গেছ।

পদ্মসিংহ। আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না পিতা!

অরিসিংহ। কি করে পারবে? নিজেকেই তো তুমি বুঝতে পারোনি।

মহেশ্বর। আশ্চর্য্যজনক ঘটনা।

অরিসিংহ। তুই এখানে কি করছিস মূর্খ! যা দূর হ'।

মহেশ্বর। আমি তো আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম ছোট রাজা।

অরিসিংহ। থাক্, ছোট রাজা বলে আর সম্মান দেখাতে হবে না। বল্, কি জন্য আমার কাছে যাচ্ছিলি?

মহেশ্বর। ডাকতে।

অরিসিংহ। কেন?

মহেশ্বর। ডাকছেন।

অরিসিংহ। কে?

মহেশ্বর। মহারাজ!

অরিসিংহ। কে মহারাজ! দেবসিংহ? না তাকে আমি রাজা বলে মানি না।

পদ্মসিংহ। পিতা! জ্যাঠামশায়ের প্রতি রাগ, এতদিনেও আপনার কমলো না?

মহেশ্বর। আশ্চর্য্যজনক ঘটনা··

অরিসিংহ। না মূর্খ, না। আশ্চর্য্যজনক ঘটনা নয়। দাদার অতীত ব্যবহার আজও আমি ভুলতে পারি না।

পদ্মসিংহ। এ আপনার অভিমান।

অরিসিংহ। না।

পদ্মসিংহ। তবে!

অরিসিংহ। অপমান।

পদ্মসিংহ। পিতা!

অরিসিংহ। আমার পিতা মহারাজ কীৰ্ত্তি সিংহ মিথিলার সিংহাসনে আমাকেই বসিয়ে যেতে চেয়েছিলেন।

পদ্মসিংহ। তাঁর জেষ্ঠ্যপুত্র জীবিত থাকতে আপনাকে সিংহাসন দিতে চেয়েছিলেন তার কারণ?

অরিসিংহ। তোমার জ্যাঠামশাই ছিলেন চিররোগী।

পদ্মসিংহ। চিররোগী?

মহেশ্বর। হ্যাঁ ছোটদা! মহারাজ তো চিরকালই ভুগছেন—আজ এ অসুখ, কাল সে অসুখ, পরশু আশ্চর্য্যজনক ঘটনা—

অরিসিংহ। কিন্তু চক্রান্ত করে, সেই চির-রুগ্ন দেবসিংহই রাজা হলো। অথচ আমি একটা সবল-সুস্থ মানুষ চিরকাল তার পায়ের তলায় পড়ে থাকলাম।

মহেশ্বর। যেমন বাবা মহাদেব চিরকাল মা কালীর পায়ের তলায় পড়ে আছে।

অরিসিংহ। তোকে আমি শাস্তি দেব দুর্মুখ!

মহেশ্বর। তাই দাও ছোট রাজা! আমিও তাই চাই। আমাকে তোমরা জোর ক'রে প্রাসাদ থেকে তাড়িয়ে দাও!

পদ্মসিংহ। মহেশ্বর দা!

অরিসিংহ। তার মানে!

মহেশ্বর। যুবরাজ শিবসিংহ বিয়ে করছেন না। তুমিও আজ নয় কাল, এ-মাসে নয় ও-মাসে করে, দ্রোণবারের রাজকন্যাকে ঝুলিয়ে রেখেছ, প্রাসাদে একটা বৌ নেই, লক্ষ্মীছাড়া সংসারের মত খাঁ-খাঁ করছে এতবড় রাজবাড়ী। এ বাড়ীতে আমি আর থাকতে পারছি না।

অরিসিংহ। না পারিস বিদেয় হয়ে যা।

মহেশ্বর। যেতাম তো। কোন্‌দিন বিদেয় হয়ে যেতাম। চেষ্টা করিনি মনে করেছ? অনেক চেষ্টা করেছি। তোমাদের দুই ভাইয়ের ভীমরতি দেখে মনে মনে মনটাকে ঠিক করে নিয়ে সিংদরোজা পর্য্যন্ত এগিয়ে গেছি। কিন্তু—

অরিসিংহ। কিন্তু কি রে হতভাগা!

মহেশ্বর। দরজা খুঁজে পাইনি।

পদ্মসিংহ। মহেশ্বর দা!

মহেশ্বর। শুধু তোমাদের দু'ভাইয়ের হাসি, গান, ভালবাসা, আর এ বাড়ীর হাজার হাজার স্মৃতি এই ভৃত্য মহেশ্বরের মনে গোলকধাঁধা তৈরী করেছে। [কাঁদিয়া ফেলিল]

পদ্মসিংহ। তুমি কাঁদছো!

মহেশ্বর। কাঁদবো না? এত চেষ্টা করেও পালাবার দুয়ার খুঁজে পাচ্ছি না, একি কম দুঃখের কথা? এই বুড়ো মহেশ্বর যে দিকেই পালাতে চায়, দেখে সামনের দুয়ার বন্ধ···মনের সংগে বোঝাপড়া করে জোর করে বন্ধ দুয়ার খুলতে চেষ্টা করি, কিন্তু পারি না। এটা একটা—

অরিসিংহ। কি?

মহেশ্বর। এটা একটা—

অরিসিংহ। কিরে মূর্খ?

মহেশ্বর। আশ্চর্য্যজনক ঘটনা।

[প্রস্থান।

পদ্মসিংহ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! মহেশ্বর-দা, নামেও মহেশ্বর···কাজেও মহেশ্বর।

অরিসিংহ। না।

পদ্মসিংহ। না মানে?

অরিসিংহ। তোমার চেয়েও শিবসিংহকে বেশী শ্রদ্ধা করে।

পদ্মসিংহ। সে তো করবেই।

অরিসিংহ। কেন?

পদ্মসিংহ। দাদা আমার চেয়ে অনেক বেশী শ্রদ্ধার পাত্র।

অরিসিংহ। পদ্মসিংহ!

পদ্মসিংহ। পিতা!

অরিসিংহ। তোমার মুখে এ কথা শুনবো, এ আমি আশা করিনি।

পদ্মসিংহ। আমিও তো নিরাশ হলাম পিতা।

অরিসিংহ। কিসে?

পদ্মসিংহ। আপনার ব্যবহারে।

অরিসিংহ। তোমার জ্যাঠামশায়ের কথা শুনেছো?

পদ্মসিংহ। যেটুকু শোনা প্রয়োজন, সেটুকু নিশ্চয় শুনেছি।

অরিসিংহ। সেই মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধ দেবসিংহ শিবসিংহকেই সিংহাসন দিয়ে যেতে চায়, একথা শুনেছ?

পদ্মসিংহ। অনেকদিন আগে শুনেছি।

অরিসিংহ। শুনেও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছো?

পদ্মসিংহ। দাদার রাজ্যাভিষেকের দিন নিশ্চয়ই বসে থাকবো না।

অরিসিংহ। তখন বাধা দিয়ে কি লাভ হবে?

পদ্মসিংহ। বাধা দেব কে বলছে?

অরিসিংহ। তবে কি করবে?

পদ্মসিংহ। আনন্দে ছুটোছুটি করব।

অরিসিংহ। কি বললে?

পদ্মসিংহ। রাজা শিবসিংহের মাথায় রাজছত্র ধরব।

অরিসিংহ। পদ্মসিংহ!

পদ্মসিংহ। লক্ষ্মণ তো রামের মাথায় তাই ধরেছিল পিতা।

অরিসিংহ। কিন্তু শিবসিংহ রামচন্দ্র নয়।

পদ্মসিংহ। সে হিসাবে লক্ষ্মণ হবার যোগ্যতা আমারও অনেক কম।

অরিসিংহ। শিবসিংহের প্রতি তোমার অগাধ বিশ্বাস। কিন্তু তুমি কি জানো, পুরোহিত গণপতি ঠাকুরের আশ্রিতা লছমী নামে এক অজ্ঞাত কূলশীলাকে সে বিবাহ করতে চায়?

শিবসিংহের প্রবেশ।

শিবসিংহ। লছমী অজ্ঞাতকুলশীলা নয়। কবি বিদ্যাপতির মা জাহ্নবীদেবীর আত্মীয়া!

পদ্মসিংহ। ব্যস্, ঝামালা মিটে গেল।

অরিসিংহ। চুপ কর পদ্মসিংহ!

শিবসিংহ। কাকা!

অরিসিংহ। শোন শিবসিংহ! কোন ছোটঘরের মেয়ে মিথিলার ঐনিবার বংশের বধূ হয়ে আসুক, এ আমি চাই না।

শিবসিংহ। পিতা কিন্তু আমাকে আশীর্ব্বাদ করেছেন কাকা।

অরিসিংহ। তোমার পিতার মতিভ্রম হয়েছে।

শিবসিংহ। কি বলছেন আপনি?

অরিসিংহ। বিস্ময়ের ভান করে প্রসঙ্গটা চেপে যেতে চেও না শিবসিংহ। মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর তোমার পিতা শুভাশুভ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

শিবসিংহ। কিন্তু আপনি ত সুস্থ আছেন কাকা!

অরিসিংহ। হ্যাঁ আছি, আমি থাকবো। তোমার পিতার মৃত্যুর পর আমিই হব মিথিলার রাজা। তাই আগে থেকেই তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি, ভবিষ্যতে যা নিয়ে বিশৃঙ্খলা হবে, বর্ত্তমানে তা যত মধুরই হোক, অবশ্যই ত্যাগ করা উচিৎ।

শিবসিংহ। লছমীকে বিবাহ করার বিষয়ে আপনি তাহলে—

অরিসিংহ। অনুমতি দেব না।

শিবসিংহ। কাকা!

অরিসিংহ। সঙ্কল্প ত্যাগ কর যুবরাজ শিবসিংহ। শুধু তোমার বিবাহের বিষয়েই নয়। মিথিলার সিংহাসনে বসার স্বপ্নও তোমাকে ভুলতে হবে।

শিবসিংহ। আপনার—

অরিসিংহ। প্রথম ও শেষ কথা শুনে রাখো শিবসিংহ। আমরা

শৈব ধর্ম্মে বিশ্বাসী, কাজেই বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতির সঙ্গ তুমি অবিলম্বে ত্যাগ কর। এবং তোমার মৃত্যুপথযাত্রী পিতা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করলেও আমি সেই নীচ কুলদ্ভবা রমণী লছমীকে পবিত্র ঐনিবার বংশের বধূ হয়ে আসতে দেব না। কিছুতেই না।

[প্রস্থান।

শিবসিংহ। কাকা! শুনুন, আপনার সংগে আমার কিছু কথা আছে।

পদ্মসিংহ। আমাকে বল।

শিবসিংহ। তোকে বলে কি হবে?

পদ্মসিংহ। তোমার রাজা হওয়ার কথা বলতে পারি না। তবে লছমীকে বিয়ে করা আটকাবে না।

শিবসিংহ। তার মানে?

পদ্মসিংহ। লছমী যে মেয়ের নাম, সে মেয়ে ভালই।

শিবসিংহ। পদ্মসিংহ!

পদ্মসিংহ। আরও একটু শক্ত হও দাদা! বেশী নরম হলে অল্প আঘাতে ভেঙ্গে পড়ার ভয়। সংসার নামক ভয়ঙ্কর জঙ্গলে বেশী নরম হলে সবাই তোমাকে ঠকাবে।

শিবসিংহ। জেতার আগে ঠকায়, অনেক বেশী লাভ।

পদ্মসিংহ। সে লাভ যখন হয়, তখন ভোগের সময় থাকে না।

শিবসিংহ। ভোগের সময় না থাকলেও, ত্যাগের সময় থাকে।

পদ্মসিংহ। ত্যাগ তো বৃদ্ধেরা করে।

শিবসিংহ। অনেক যৌবন পার হয়ে, তবে বার্দ্ধক্য আসে।

পদ্মসিংহ। তুমি এত বড় কি করে হলে বল তো?

শিবসিংহ। ছোট হয়ে থেকে।

পদ্মসিংহ। দাদা!

শিবসিংহ। ওরে ভাই! যৌবন মানুষকে দেয় প্রেরণা। সেই প্রেরণাকে সংসারের মঙ্গল ব্রতে না লাগিয়ে যারা অকল্যাণের পথে চালিত করে, আমি তাদের মনে প্রাণে ঘৃণা করি।

[প্রস্থান।

পদ্মসিংহ। কন্দর্পকান্তি দাদার দেহ যেন দুশ্চিন্তার কালিতে কাল হয়ে গেছে। লছমীকে জীবনসঙ্গিনী রূপে না পেলে হয়তো ওর জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। তুমি নিশ্চিন্ত হও দাদা! পিতার অজস্র অভিশাপ আমি মাথায় তুলে নিয়ে তোমার জীবনে পৌঁছে দেব অনন্ত আশীর্ব্বাদ।

[প্রস্থান।

—:০:—

তৃতীয় দৃশ্য।

গণপতির কুটির।

জাহ্নবীর প্রবেশ।

জাহ্নবী। আশীর্ব্বাদ···বেশ তো, আশীর্ব্বাদই হয়ে থাক। তাতে লছমীর মনটাও বোঝে আর বিদ্যার মনটাও বাঁধা থাকে। ছেলের ভাব গতিক ভাল বুঝছি না···লছমীকে যেন এড়িয়ে থাকতে চায়··· কিন্তু এসব নিয়ে কার সংগে আলোচনা করবো···কত আর ভাববো··· যার ভাবার কথা, তিনি তো দিনরাত স্মৃতি, দর্শন, বেদান্ত নিয়ে মত্ত। সংসারের কোন কথা বলতে গেলেই বলেন—

গণপতির প্রবেশ।

গণপতি। জল···

জাহ্নবী। জল মানে ?

গণপতি। শুধু জল···মানে, যেদিকে তাকাও শুধু দিগন্ত প্লাবিত অম্বুরাশি। সেই অনন্ত অম্বুরাশির উপর শুধু একখানি ভাসমান বট পত্র। সেই বটপত্রের উপর যোগনিদ্রায় মগ্ন মহাবিষ্ণু! সেই মহা-বিষ্ণুর পদসেবায় নিমগ্না জননী মহালক্ষ্মী।

জাহ্নবী। বলি, লছমীর কথা কিছু ভেবেছ ?

গণপতি। সেই কথাই তো বলছি জাহ্নবী। অনন্তনাগ বেষ্টিত মহাবিষ্ণুর অনন্তশয্যায় উপবিষ্ট মহালক্ষ্মী বিষ্ণুর পাদপদ্ম সেবা করছেন আর ভাবছেন।

জাহ্নবী। না, আর পারি না বাপু! শোন! তোমার সংসার তুমি বুঝে নাও, আমি চলে যাবো।

গণপতি। কোথায় যাবে ?

জাহ্নবী। যেদিকে দু'চোখ যায়।

গণপতি। পারবে না।

জাহ্নবী। পারবো না!

গণপতি। কি করে পারবে জাহ্নবী ? সব যে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা।

জাহ্নবী। কিসে ?

গণপতি। মায়ায়।

জাহ্নবী। মায়ায়!

গণপতি। সেই কথাই তো বলছি। পরমাপ্রকৃতি আদ্যাশক্তি যোগমায়ার মায়ায় জীবকূল মায়ামুগ্ধ। একদা পরমপুরুষ মহাবিষ্ণুর নিদ্রাভঙ্গ হলো, তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করলেন—

জাহ্নবী। বলি, শাস্ত্রের কথা বাদ দিয়ে, সংসারের কথা শুনবে ?

গণপতি। নিশ্চয় শুনব, বল।

জাহ্নবী। বিদ্যা তো পড়াশুনো শেষ করেছে।

গণপতি। তুমি একেবারে বদ্ধ পাগল!

জাহ্নবী। কেন ?

গণপতি। বিদ্যার কি শেষ আছে ? বিদ্যা অনন্ত, অসীম, অব্যয়… তুমি জানো স্বত্ব, তমঃ, রজঃ এই ত্রিগুণ—

জাহ্নবী। দয়া করে চুপ করবে!

গণপতি। কেন, আমি তো বিদ্যার কথাই বলছি।

জাহ্নবী। বলি, বিদ্যা তোমার ছেলে, সে খেয়াল আছে ?

গণপতি। এ্যাঁ…হ্যাঁ, বিদ্যা—বিদ্যাপতি…দেখলে জাহ্নবী! আমার কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল…আমি বলেছিলাম না, বিদ্যাপতি আমাদের বংশের মুখ উজ্জল করবে। কামেশ্বর বংশের রত্ন হয়ে ফিরবে নালন্দা মহাবিদ্যালয় থেকে…কি, আমার কথাগুলো মিলেছে কিনা ?

জাহ্নবী। তোমার কথা তো মিলেছে, কিন্তু আমার কথা কি মিথ্যা হয়ে যাবে ?

গণপতি। তোমার কথা কি বল্‌তো জাহ্নবী ?

জাহ্নবী। বিয়ে।

গণপতি। তোমার বিয়ে!

জাহ্নবী। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, কাকে কি বলছি আমি।

গণপতি। না—না, ঠিকই বলেছ, বিয়ে…মানে…বিদ্যাপতির বিয়ে। বেশ তো হবে। নিশ্চয় বিয়ে হবে।

জাহ্নবী। কিন্তু কবে হবে শুনি ? আমি মলে ?

গণপতি। তা কেন? সময় হলেই হবে…কিন্তু কার সঙ্গে হবে?

জাহ্নবী। শুনলে মানুষের কথা? বলি, লছমীর কথাটা ভুলে গেছ? মেয়েটা যে চোখের সামনে বড় হয়ে উঠলো, বিদ্যার বৌ করবো বলে ছোটবেলায় তাকে বৌমা বলে রাগাতে, সে সব কি কিছুই মনে নেই?

গণপতি। দেখেছো! ব্যাপারটা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। হ্যাঁ লছমী, লছমীই হবে আমাদের বিদ্যার বৌ। মেয়েটি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, সেদিন বিদ্যার লেখা ভূ-পরিক্রমা পাঠ করে শোনাচ্ছিল— বিদ্যাপতি শেষে কি লিখেছে জানো? "মাধুর্য্য প্রসবস্থলী গুরু শোবিস্তার শিক্ষাসখী। যা বদ্বিশ্বমিদঞ্চ খেলনকবেবিদ্যাস্পতের্ভারতী।"

জাহ্নবী। কথাগুলোর মানে কিগো?

গণপতি। "মাধুর্য্যের প্রসবস্থলী স্বরূপ যশোবিস্তারের শিক্ষা সখী সদৃশ খেলন কবি বিদ্যাপতির কবিতা সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত হইতে থাকুক।"

খঞ্জশ্রেষ্ঠী বিশাখা দত্ত ও তাহার মাথায় ছাতা ধরিয়া দাস অম্বরের প্রবেশ।

বিশাখা। ভাল কথা—ভাল কথা, কথাটি খুব ভাল, কিন্তু আমার কথা—

গণপতি। তোমার কথা?

বিশাখা। আমার ব্যবস্থা। দাস—

অম্বর। আজ্ঞে!

বিশাখা। কি ব্যবস্থা?

অম্বর। আদায়ের ব্যবস্থা।

বিশাখা। কি আদায়ের ব্যবস্থা?

অম্বর। আজ্ঞে, সুবর্ণ মুদ্রা আদায়ের ব্যবস্থা।

বিশাখা। দাস—

অম্বর। আজ্ঞে!

বিশাখা। চুপ কর। ঠাকুরমশাই! বুঝতে পেরেছেন, মানে পেরেছেন বুঝতে কথাটার?

গণপতি। হ্যাঁ, শ্রেষ্ঠী বিশাখা দত্ত। কথা তোমার বুঝেছি··· কিন্তু—

জাহ্নবী। শ্রেষ্ঠী বিশাখা দত্তের কাছে তুমি কর্জ্জ করেছো?

গণপতি। হ্যাঁ জাহ্নবী। কিন্তু—

জাহ্নবী। একবারও তো আমাকে সে কথা বলনি?

গণপতি। বলিনি তোমাকে!

জাহ্নবী। কখন বললে শুনি?

গণপতি। সেই যেদিন অনার্য্য সমাজে আর্য্য দর্শনের প্রভাবের কথা—

জাহ্নবী। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, দর্শন, ন্যায়, স্মৃতি নিয়ে চিন্তা করে করে মান, সম্ভ্রম সব জলাঞ্জলি দেবে। বল, শ্রেষ্ঠীর কাছে কত ঋণ করেছ?

গণপতি। একশত সুবর্ণমুদ্রা।

জাহ্নবী। কি করলে মুদ্রাগুলো নিয়ে?

গণপতি। বিদ্যাপতির নালন্দা মহাবিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষার সময় প্রয়োজন হয়েছিল। কিন্তু শ্রেষ্ঠী বিশাখা দত্ত! তোমাকে তো তখনই বলেছিলাম, বিদ্যাপতি রাজকার্য্যে নিযুক্ত হলে তোমার ঋণ শোধ করে দেব।

বিশাখা। দাস!

অম্বর। আজ্ঞে।

বিশাখা। কি যেন কথাটা ?

অম্বর। গাছে কাঁঠাল—

বিশাখা। আর ?

অম্বর। গোঁফে তা।

বিশাখা। দাস !

অম্বর। আজ্ঞে।

বিশাখা। চুপ কর।

জাহ্নবী। শুনুন শ্রেষ্ঠী বিশাখা দত্ত !

বিশাখা। বলুন মা জননী !

জাহ্নবী। তোমার কাছে আমার স্বামীর ঋণের কথা জানতাম না। আজ এইমাত্র জানলাম। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি—যত শীঘ্র পারি তোমার ঋণ শোধ করবার চেষ্টা করবো।

বিশাখা। দাস !

অম্বর। আজ্ঞে।

বিশাখা। এসব কি কথা…

অম্বর। অনার্য্য সুলভ।

গণপতি। শ্রেষ্ঠী !

বিশাখা। রক্তচক্ষু দেখাচ্ছেন ঠাকুরমশাই ! ব্রাহ্মণ বলে খুব তো বড়াই করেন। লজ্জা করে না মাথা পর্য্যন্ত…দাস !

অম্বর। আজ্ঞে।

বিশাখা। কি করে ?

অম্বর। ঋণ করে।

বিশাখা। হ্যাঁ, মাথা পর্য্যন্ত ঋণ করে দর্শন, স্মৃতি, বেদান্ত নিয়ে চিন্তা করছি বলে, লোকের সংগে ছলনা করতে লজ্জা করে না ?

গণপতি। বিশাখা দত্ত!

বিশাখা। কোথাকার কে এক নর্ত্তকীর মেয়ে পুষতে অর্থাভাব হয় না, তার সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেবার স্বপ্ন দেখতে মাথা খারাপ হয় না, যত অভাব শ্রেষ্ঠী বিশাখা দত্ত এলেই, যত মাথা গরম হয়, আমার সত্যি কথায়। দাস!

অম্বর। আজ্ঞে।

বিশাখা। বলে দে।

অম্বর। এই শেষ দিন।

বিশাখা। আর?

অম্বর। শেষ কথা।

বিশাখা। কি?

অম্বর। এবারে ফেরালে মান থাকবে না।

বিশাখা। দাস!

অম্বর। আজ্ঞে।

বিশাখা। চুপ কর। ঠাকুরমশাই! মা জননী! আজ তাহলে যাই! মানে, যাই আজ তাহলে।

লছমীর প্রবেশ।

লছমী। দাঁড়াও শ্রেষ্ঠী বিশাখা দত্ত!

বিশাখা। কেন দাঁড়াবো, দাঁড়াবো কেন?

লছমী। তোমার ঋণ শোধ করে নিয়ে যাও।

গণপতি। কি বলছিস মা?

লছমী। ঠিকই বলছি মেসোমশাই।

জাহ্নবী। কিন্তু ঋণ তুই কি দিয়ে শোধ করবি লছমী?

লছমী। কণ্ঠহার দিয়ে। [কণ্ঠ হইতে হার খোলে]

গণপতি। লছমী !

লছমী। নারীর এ অলঙ্কার শুধু অলঙ্কারই নয়। এ তাদের সম্মান রক্ষার অহঙ্কার। নাও শ্রেষ্ঠী, দেখ তোমার ঋণ শোধ হবে কি না ?

[বিশাখা দত্ত অপলক চেয়েছিল লছমীর প্রতি। যেন বাহ্য-জ্ঞান শুন্য, দাসের চীৎকারে সম্বিত ফিরে আসে।]

অম্বর। আজ্ঞে ! আজ্ঞে…

বিশাখা। এ্যাঁ, আমাকে বলছিস ?

অম্বর। আজ্ঞে, হ্যাঁ প্রভু।

বিশাখা। কি ?

অম্বর। কণ্ঠহার।

বিশাখা। হেঃ-হেঃ-হেঃ, তাইতো ! একেই বলে আর্য্যকন্যা ! [কণ্ঠহার নিয়ে] তা কণ্ঠটা তোমার শুন্য হয়ে গেল…অমন সুন্দর কণ্ঠ—

লছমী। বেরিয়ে যাও এখান থেকে…নইলে—

বিশাখা। হেঃ-হেঃ-হেঃ, ঋণটা অনেক দিনের কিনা। পুরোনো পাঁক, আর পুরোনো ঋণ বড় গন্ধ ছড়ায়। দাস !

অম্বর। আজ্ঞে।

বিশাখা। আজ তাহলে এই পর্য্যন্ত—

অম্বর। থাক।

বিশাখা। কণ্ঠহার পেলাম—

অম্বর। সুদের দরুণ।

বিশাখা। আসল থাকলো—

অম্বর। বাকি।

বিশাখা। দাস!

অম্বর। আজ্ঞে।

বিশাখা। চুপ কর। তাহলে ওই কথাই থাকলো। ঠাকুরমশাই! আসল মেটাতে তুমিই তাহলে আমার কাছে যাচ্ছো। মানে, মেটাতে যাচ্ছো, তুমিই আমার আসল।

[উভয়ের প্রস্থান।

গণপতি। অকৃতজ্ঞ শ্রেষ্ঠী বিশাখা দত্ত। তোমার তো মনে পড়ে জাহ্নবী! লোকটা আমার পিতার অন্নে প্রতিপালিত? অথচ কি ভয়ঙ্কর প্রকৃতি!······হ্যাঁ, যা বলছিলাম—পরমা-প্রকৃতি মহালক্ষ্মীর সেবায় মহাবিষ্ণুর নিদ্রা ভঙ্গ হলো···

জাহ্নবী। কিন্তু তোমার নিদ্রা আজও ভঙ্গ হলো না। ...তুমি কি গো! মানুষ তো দেখেও শেখে। পথের ভিখারী বিশাখা দত্ত তোমারই চোখের সামনে ধনকুবের হলো, আর তুমি এক ঝুড়ি শাস্ত্র পাঠ করে তারই কাছে অপমানিত হলে?

লছমী। মাসীমা!

জাহ্নবী। মাসীমা আর পারবে না লছমী! তুই যদি পারিস তো মানুষটাকে বলে কয়ে ফেরা। ওকে বুঝিয়ে বল, দিনরাত শাস্ত্র চিন্তা করলে মন ভরতে পারে, কিন্তু পেট ভরবে না।

[প্রস্থান।

গণপতি। যোগনিদ্রা ভেঙ্গে যাওয়ার পর মহাবিষ্ণু সৃষ্টির ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় অনন্ত বারীরাশির মধ্যে জীব কোষ জীবন লাভ করলো ··পৃথিবীতে স্পন্দিত হলো জীবের জীবন।

লছমী। সৃষ্টির প্রথম প্রাণী কি ?

গণপতি। মীন।

লছমী। মীন !

গণপতি। মীন মানে মৎস্য...তাইতো মীন অবতার বলে মৎস্যকে পূজা করে গেছেন আর্য্য ঋষিগণ...

লছমী। আশ্চর্য্য ঘটনা। [হাসিল]

গণপতি। হ্যাঁ, ঠিক অমনি করেই সেদিন প্রকৃতি হেসেছিল পৃথিবীর বুকে জীবের জন্ম দান করে,...বুঝলে মা ! তোমার মাসীমা এ সব বোঝে না...বোঝে না কেমন করে অসীম মহাকাশে আপন আপন কক্ষপথ পরিক্রমা করছে গ্রহ তারকাপুঞ্জ...তোমার মাসীমা কেবল সংসার সংসার করেই পাগল...তুমি তাকে বুঝিয়ে দিওতো মা, যে সংসারে সং সেজে বেড়ানো খুবই সহজ। কিন্তু সার চিন্তা না করলে সেই সারাংসারকে পাওয়া যায় না...কেউ পায় না—কেউ না।

[প্রস্থান।

লছমী। এমনি আপনভোলা শিবতুল্য শ্বশুর, আর দেবীর মত শাশুড়ী কোন মেয়ে না চায় ? কিন্তু কবি যে আমার কথা চিন্তাই করছে না।

বিদ্যাপতির প্রবেশ।

বিদ্যাপতি। লছমী...লছমী...আমার কাব্য সহচরী লছমী ! জানো, রাজভ্রাতা অরিসিংহ কাল পর্য্যন্ত শিবসিংহকে অনুমতি দেন নি। আমি জানি, অরিসিংহ অনুমতি না দিলে, শিবসিংহের সঙ্গে তোমার—না...না...না...আমি যাই...আমি যাই...

লছমী। না!

বিদ্যাপতি। না—মানে…

লছমী। যাবার আগে বলে যাও, কি হয়েছে তোমার?

বিদ্যাপতি। কই না তো। কিছুই হয়নি…

লছমী। হয়েছে। আমি লক্ষ্য করেছি, সেদিন মধুবন থেকে ফিরে আসার পর থেকে তুমি যেন অন্য রকম হয়ে গেছ…

বিদ্যাপতি। লছমি!

লছমী। তোমার প্রশান্ত মুখে আজ অশান্ত মেঘের ছায়া।

বিদ্যাপতি। আমার—

লছমী। দীঘল কালো চোখে যেন, সমুদ্র থেমে গেছে।

বিদ্যাপতি। তোমার—

লছমী। মনকে তুমি ফাঁকি দিতে পারবে না কবি। কিন্তু কি করব বল, তোমার সব চাওয়া আমি মিটিয়ে দিতে পারি না… মিলনের সেই শুভলগ্ন না আসা পর্য্যন্ত আর্য্য কুমারীকে সমুদ্রের দিকে চেয়ে থেকেই তৃষ্ণা মেটাতে হবে।

বিদ্যাপতি। তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ লছমী!

লছমী। কিন্তু ভুল দেখিনি কবি।

বিদ্যাপতি। কি দেখেছ তুমি?

লছমী। বলব?

বিদ্যাপতি। বল।

লছমী। মনে হয়—

বিদ্যাপতি। কি মনে হয় তোমার?

লছমী। মনে হয়—

[লছমী গাহিতেছিল।]

লছমী। **গীত** ॥

মনে হয় বলি বলি, তবু লাগে লজ্জা।
পেতেছো হৃদয়ে তুমি, বাসরশয্যা।
তোমার ময়ূর মন পেখম মেলে—
আমার ডাহুকি হৃদি, সবই যায় ভুলে—
তবু ওগো পান্থ, মন কর শান্ত,
আমি তো তোমারই রব—নিয়ো শুভ মন যা।

বিদ্যাপতি। লছমি !

লছমী। লছমীর এ অপরাধ তুমি ক্ষমা কর কবি। [কবির হাত ধরিতে যায়]

বিদ্যাপতি। না—না, তুমি আমাকে ছুঁয়ো না লছমী! শত সাধনা করে যে হৃদয়কে আমি ঘুম পাড়িয়েছি, সেই ঘুমন্ত হৃদয়কে তুমি আর জাগিয়ে দিও না।

লছমী। কবি !

বিদ্যাপতি। পিঞ্জর খুলে যে বিহঙ্গকে আমি অসীম আকাশে উড়িয়ে দিয়েছি—তাকে আর তুমি ফিরিয়ে এনো না।

লছমী। কবি !

বিদ্যাপতি। যে বীণার তার আমি নিজের হাতে ছিঁড়ে ফেলেছি, সে বীণায় তুমি আর সুর তুলো না।

লছমী। কবি ! কেন কবি, কেন ? কেন আজ এমন কথা বলছো ? আমি কি তোমার কাব্য সাধনায় বাধা দিয়েছি ?

বিদ্যাপতি। না।

লছমী। আমি কি কখনও তোমার ধ্যান ভাঙ্গিয়েছি ?

বিদ্যাপতি। না।

লছমী। আমি কি একদিনও তোমার সাহিত্য অঙ্গনে উৎসর্গ করেছি আমার যৌবনের নৈবেদ্য?

বিদ্যাপতি। না।

লছমী। তবে কেন তোমার কণ্ঠে আজ বেদনা বিধুর সুর? বল—বল কবি, বল।

বিদ্যাপতি। আমি মরে গেছি লছমী!

লছমী। তুমি মৃত!

বিদ্যাপতি। যুবরাজ শিবসিংহের কাছে আমি চুরি হয়ে গেছি।

লছমী। তুমি অপহৃত!

বিদ্যাপতি। আমি আমার অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যত হারিয়ে ফেলেছি।

লছমী। তুমি আত্মবিস্মৃত! কিন্তু তোমার একটা কথাও আমি বুঝতে পারছি না কবি!

বিদ্যাপতি। কি করে পারবে? এখনও যে শেষ কথা বলিনি।

লছমী। বল। বল কবি, তোমার শেষ কথা কি?

বিদ্যাপতি। যুবরাজ শিবসিংহ তোমার রূপমুগ্ধ।

লছমী। না—না, বলো না।

বিদ্যাপতি। সে তোমাকে ভালবেসেছে।

লছমী। আমি শুনতে চাই না।

বিদ্যাপতি। আমার কাছে সে তোমাকে ভিক্ষা চেয়েছিল।

লছমী। চুপ কর কবি!

বিদ্যাপতি। তাই আমি—

লছমী। তুমি!

বিদ্যাপতি। তোমাকে—

লছমী। আমাকে—

বিদ্যাপতি। ভিক্ষা দিয়েছি।

লছমী। কবি! [সহসা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল।]

গীতকণ্ঠে রূপধরের প্রবেশ।

রূপধর। **গীত।**

সোনার প্রতিমা শয়ন করেছে, ধূলার ধরণীতলে।
পূর্ণিমা চাঁদ ডুবিয়া গিয়াছে, কুহু রজনীর কোলে।
মরমের মধু হলো অপচয়,
শূন্য যে আজ মন দেবালয়,
বোধনের আগে হলো যে বিজয়া, অশ্রু সাগর জলে।

[গানের মধ্যে বিদ্যাপতি অশ্রুসজল নেত্রে ভূপতিত লছমীর দিকে এগিয়ে যায়, কিন্তু দাঁড়িয়ে পড়ে। রূপধর ইতিমধ্যে লছমীর মাথায় হাত বুলায়। লছমী সম্বিত ফিরে পায়। রূপধর তাকে তোলে। লছমীর সারা দেহটা যেন একবিন্দু অশ্রু। রূপধর কবিকে বলে—]

রূপধর। এ তুমি কি করলে কবি! এ তুমি কি করলে!

বিদ্যাপতি। আমার—

রূপধর। নিজের হাতে সাজানো প্রতিমা যুবরাজ শিবসিংহকে দান করে দিলে!

বিদ্যাপতি। তুমি তো জানো রূপধর! দেবরাজ ইন্দ্রের প্রার্থনা পূর্ণ করতে মহর্ষি দধিচি তাঁর বুকের অস্থি দান করেছিলেন।

[লছমীর সর্ব্বাঙ্গ যেন একফালি হাসিতে পরিণত হয়। সে উন্মাদিনীর মত হাসতে থাকে।]

লছমী। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

রূপধর। লছমী!

লছমী। স্বপ্ন···দেখছে···অমর · হবার···তোমাদের কবি বিদ্যাপতি বিভোর হয়ে অমর হবার স্বপ্ন দেখছে গো রূপধর-দা! অমর হবে ···দধিচির মত অমর হবে। হাঃ-হাঃ-হাঃ! জিজ্ঞাসা কর তো রূপধর-দা! দধিচি তাঁর নিজের অস্থি বলেই দিতে পেরেছিলেন··· কিন্তু আমাকে উনি দান করলেন কিসের অধিকারে?

বিদ্যাপতি। ভালবাসার অধিকারে।

লছমী। [সহসা সাপিনীর মত] মিথ্যা।

বিদ্যাপতি। কি মিথ্যা?

লছমী। তোমার ভালবাসা।

বিদ্যাপতি। লছমি!

লছমী। তুমি আমাকে কখনও ভালবাসনি।

বিদ্যাপতি। ভালবাসার এতবড় প্রমাণ পেয়েও সন্দেহ করছো?

লছমী। কি প্রমাণ তুমি দিয়েছ কবি?

বিদ্যাপতি। তোমাকে ভালবেসেছিলাম বলেই ত হারাতে পারলাম।

লছমী। না। তা হবে না।

রূপধর। কি হবে না লছমী?

লছমী। আমাকে হারিয়ে ওকে আমি জিততে দেব না।

বিদ্যাপতি। লছমি!

লছমী। শোনো কবি! আমার জীবন, যৌবন, স্বপ্নময় সম্ভাবনা যুবরাজ শিবসিংহের হাতে তুলে দিয়ে যে গৌরবের সিংহাসনে বসার স্বপ্ন তুমি দেখছো, তা আমি সফল হতে দেব না। তোমার খেয়ালের ঝড় এসে আমার আশার দীপ নিভিয়ে দেবে, তা আমি

মেনে নেব না। তোমার বন্ধুপ্রীতি লজ্জার ধূলায় পড়ে, কেঁদে কেঁদে মরুক, আর আমি বিজয়িনীর মত অট্টহাসিতে ফেটে পড়ি, [লছমী খিলখিল করিয়া হাসিতে হাসিতে সহসা কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিল] না গো না, তাই কি আমি পারি? তোমার লজ্জা যে আমার মরণ, তোমার দুঃখ যে আমার কাঁদন···আমি যে তোমাকে ভালবেসেছিলাম। তাই দু'চোখ নিংড়ে সেই ভালবাসার দক্ষিণা দিয়ে গেলাম।

[প্রস্থান।

[বিদ্যাপতি লছমীর গমনপথের দিকে ভাববিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল।]

রূপধর। প্রতিমা বিসর্জ্জন হয়ে গেছে, শুন্য মন্দিরের দিকে চেয়ে থেকে আর কি লাভ? চল কবি! রাত অনেক হলো।

[প্রস্থান।

বিদ্যাপতি। এ্যাঁ···হ্যাঁ রাত, অনেক রাত···এখন অনেক রাত ···আকাশে মেঘের ঘনঘটা···কালো মেঘের বুক চিরে বিজলীর মাতামাতি···

[উন্মনা হয়ে কবিতা বলিতেছিল।]

[কবিতা]

রজনী কাজের বম—ভীম ভুজঙ্গম,
কুলিশ পরত্র দূরবার।
গরজ তরজ মন—রোসে বরিষ ঘন
সংশয় পড় অভিসার।

[প্রস্থান।

—:০:—

দ্বিতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য।

বাঁদীর হাট।

পুরাদিত্যের প্রবেশ।

পুরাদিত্য। অভিসার…কবি বিদ্যাপতি! তোমার অভিসার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে—

ইস্কান্দার মির্জ্জার প্রবেশ।

ইস্কান্দার। শাহী মহলের খোয়াব বাগে ফুটে উঠবে বশরাই গোলাপ লছমী।

পুরাদিত্য। সুবাদার সাহেব!

ইস্কান্দার। মগর বহুৎ তাজ্জব কি বাত।

পুরাদিত্য। কেন?

ইস্কান্দার। কবি বিদ্যাপতি যার সঙ্গে মহব্বত করলো, যাকে নিয়ে জিন্দেগীভর খোয়াব দেখলো, তাকে নিজে সাদি না করে শিবসিংহের হাতে ছেড়ে দিল?

পুরাদিত্য। না দিলে রাজা শিবসিংহের সভাকবির পদ সে পেতো না।

ইস্কান্দার। বহুৎ আচ্ছা মতলব। মগর একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না দোস্ত?

পুরাদিত্য। বলুন!

ইস্কান্দার। পদ্মসিংহ তো আপনার বহিনের খসম?

পুরাদিত্য। হ্যাঁ। শিবসিংহের বিয়ের পরেই পদ্মসিংহের সংগে আমার একমাত্র ভগ্নী দেবযানীর বিয়ে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, অরিসিংহ রাজা হলে, পদ্মসিংহ হবে যুবরাজ।

ইস্কান্দার। এবং অরিসিংহ এন্তাকাল করলেই পদ্মসিংহ বসবে মিথিলার সিংহাসনে।

পুরাদিত্য। আপনি ঠিকই ধরেছেন···কিন্তু আমার সে আশায় বাদ সাধলো কবি বিদ্যাপতি।

ইস্কান্দার। বদনসীব বিদ্যাপতি!

পুরাদিত্য। শুধু আমারই ক্ষতি করেনি। সে চায় সুলতানের আনুগত্য অস্বিকার করে মিথিলাকে স্বাধীন রাজ্য বলে ঘোষণা করতে।

ইস্কান্দার। না। সে সুযোগ আমি দেব না। রাজা শিবসিংহ এবং কবি বিদ্যাপতির মতলব বরবাদ করে দিয়ে বুঝিয়ে দেব যে, সুলতান ইব্রাহিম শাহ শর্কির সামান্য একটা ইঙ্গিতে তারা দোজাকের অন্ধকারে তলিয়ে যাবে।

পুরাদিত্য। সুবাদার সাহেব!

ইস্কান্দার। সুবাদার ইস্কান্দার মির্জ্জাকে চেনে না কাফের কবি বিদ্যাপতি। তাকে আমি ইয়াদ করিয়ে দেব যে, সুবে মিথিলার সুবাদার ইস্কান্দার মির্জ্জার কলিজায় ঘুমিয়ে থাকে ইবলিশ শয়তান।

বান্দা ও বাঁদী বিক্রেতা মামুদ মিঞা ঢোল সহরৎ করিতে করিতে প্রবেশ করিল।

মামুদ। মেহেরবানি করকে হামারা সহরৎ শুন লিজিয়ে মেহেরবান!

হামারা ডুকান মে বহোৎ বহোৎ খুবসুরৎ আউরৎ মিলেগী। [ঢোল বাজিয়ে দেয়]

ইস্কান্দার। কি রকম আউরৎ মিলবে মিঞা?

মামুদ। হরেক কিশিম মিলবে হুঁজুর। যেমন লিবেন, তেমন মিলবে। যেমন আশরফি ফেলবেন, তেমনি সওদা পাবেন।

পুরাদিত্য। কোন কোন দেশের মেয়ে আছে?

মামুদ। গুণে নিন হুঁজুর! ইরাণী…তুরাণী…আফগানী…ইস্পাহানী …গুণে লিন হুঁজুর! ইহুদী…কাশ্মিরী…রুমাণী…বালুচিস্তানী…গুণে লিন হুঁজুর! জাপানী…আবিসিয়ানী…আরবিয়ানী…গুণে লিন হুঁজুর! পছন্দ করে লিন।

ইস্কান্দার। নাচতে পারে এমন আউরৎ…

মামুদ। জী, হ্যাঁ হুঁজুর। একদম টাটকা ফুল। আরবের মরুদ্যান থেকে তুলে লিয়ে এসেছি। দেখলে দিমাক খারাপ হয়ে যাবে।

পুরাদিত্য। নাচ গান জানে তো?

মামুদ। জরুর। মগর সে ছোকরী বহোৎ দেমাকী। কিছুতেই নাচ গান করতে চায় না। গান ধরলে মনে হবে, দীলের ভীতর দীলরুবা বাজছে…মগর গাইতে গাইতে কেঁদে ফেলে।

পুরাদিত্য। কাঁদুক। সেই মেয়েই আমরা চাই।

মামুদ। মগর দাম জিয়াদা।

ইস্কান্দার। খামোশ সওদাওয়ালা! পহেলে সে ঔরৎ না দেখিয়ে তুমি বহোৎ বেয়াদবি করেছ…যাও, নিয়ে এস তাকে…

মামুদ। যো হুকুম আমীর।

[প্রস্থান।

ইস্কান্দার। বদতমীজ বেয়াদব…

পুরাদিত্য। ছেড়ে দিন সুবাদার সাহেব! আপনাকে চেনে না···চিনলে দামের কথা বলতো না···মেয়ে ভাল হলে ঠিক দামই দেব। সুবাদার সাহেব!

ইস্কান্দার। কি হলো দোস্ত?

পুরাদিত্য। বিদ্যুৎ···

নকাবে মুখ ঢাকা আরবী যুবতী আব্বাসাকে লইয়া মামুদ মিঞার প্রবেশ।

মামুদ। দেখে লিন আমির।

ইস্কান্দার। শোভানাল্লা!

মামুদ। আস্‌লী আরবীয়ানী মালেক! বহোৎ কৌশিষ করে আমদানী করেছি।

পুরাদিত্য। তোমার নাম কি?

আব্বাসা। মউৎ।

পুরাদিত্য। তার মানে?

আব্বাসা। মৃত্যু।

পুরাদিত্য। ঠিক বলেছে সুবাদার সাহেব। এ মেয়ে সত্যই বিদ্যাপতির মরণ ডেকে আনবে।

মামুদ। মগর ছোকরী গোষা করে ঝুট নাম বলেছে মালেক। ওর আসলী নাম আব্বাসা।

ইস্কান্দার। আব্বাসা!···বহোৎ মিঠি নাম·· বহোৎ মিঠি সুরৎ··· মগর নকাব উঠাও···তোমার নাগিস মোতাবেক মুখ যে এখন দেখা হলো না।

মামুদ। নকাব হঠাও আব্বাসা।

আব্বাসা। না।

মামুদ। আব্বাসা!

আব্বাসা। না—না।

মামুদ। হঠাও নকাব! [সহসা মামুদ মিঞা আব্বাসার নকাব ছিঁড়ে দেয়] আব্বাসা!

আব্বাসা। তুমি আমাকে মেরে ফেল মিঞা! তুমি আমাকে মেরে ফেল। যেমন করে নকাব ছিঁড়ে ফেললে, তেমনি করে আমাকে ছিঁড়ে কুচি কুচি করে কুত্তার মুখে ফেলে দাও। [কান্না]

মামুদ। রো মৎ বে-শরমী। জিয়াদা দাম দিয়ে মালেক তোকে কিনে নেবে…তোর আঁখের পাণি দেখে? নেহি, আভি তু নাচ দেখা!

আব্বাসা। না।

মামুদ। গান শুনা।

আব্বাসা। পারবো না।

মামুদ। তবে মর আরবীয়াণী কুত্তি। [চাবুক মারিতে উদ্যত]

ইস্কান্দার। রুখকে মিঞা, রুখকে। বল, কত দাম চাও!

মামুদ। মগর নাচা গানা তো দেখলেন না মালেক।

পুরাদিত্য। দেখেছি মিঞা।

মামুদ। কি দেখলেন হুজুর?

পুরাদিত্য। ও মেয়ের দেহটাই একটা অপূর্ব্ব নাচের ছন্দ।

ইস্কান্দার। ও ছোকরীর তামাম শরীর এক বহোৎ আচ্ছা গানের সুর।

মামুদ। মালেক!

পুরাদিত্য। বল! কত দাম চাও?

মামুদ। মেহেরবানি করে পঞ্চাশ আশরফি দিন হুঁজুর।

ইস্কান্দার। হাঃ-হাঃ-হাঃ, বেকুব সওদাওয়ালা। এক দীল মৌজ, আউর এক দেহ যৌবনের দাম পঞ্চাশ আশরফি ?

মামুদ। মগর মালেক—

পুরাদিত্য। চুপ কর মিঞা। হাত পাতো।

মামুদ। মেহেরবান মালেক—[হাত পাতে]

ইস্কান্দার। [কণ্ঠ হইতে মুক্তার মালা খুলিয়া] লেও, এহি তুমারা বশরাই কা দাম। [মামুদ মিঞার হাতে দিল]

[সহসা আব্বাসা ইস্কান্দার মির্জ্জার পদতলে বসিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছিল।]

আব্বাসা। না—না মেহেরবান! মেহেরবানি করে বাঁদীকে কিনবেন না। যে চোখের নেশায় আপনারা মাতাল হয়েছেন, সে চোখে আগুন নেই, আছে পাণি। যে দেহ দেখে আপনারা অবাক হয়েছেন, সে দেহে শান্তি নেই, আছে জ্বালা।

ইস্কান্দার। তোমার যৌবনের জ্বালা দিয়েই তো আমরা কাজ হাসিল করতে চাই সুন্দরী।

পুরাদিত্য। তোমার দেহ প্রদীপের আগুন দিয়েই তো পতঙ্গ বিদ্যাপতিকে পুড়িয়ে মারবো রূপসী !

[আব্বাসা পুরাদিত্যের পদতলে বসিয়া বলিতেছিল।]

আব্বাসা। মেহের করুন মালেক। আমাকে আমার সংসারে ফিরিয়ে দিন। ওই কশাইয়ের কাছ থেকে কিনে নিয়েছেন—এবার আমাকে সেখানে পাঠিয়ে দিন, যেখানে আজও কাঁদছে আমার আম্মা, আব্বাজান। যে মাটিতে ছড়ানো আছে বদনসীব আব্বাসার জীন্দেগীর খোয়াব। খোদা কসম! মুঝে জিনে দো।

ইস্কান্দার। রো মৎ কর রূপসী! নসীব তোমার বদলে যাবে। গোলাপ হয়ে দুনিয়ায় জন্মেছো…তুমি বেঁচে থাকবে খুশীর গুলবাগে।

আব্বাসা। তার আগে আমি মরবো।

মামুদ। খামোশ বেশরমী! মালেক! ছোকরীকে আপনারা জলদী নিয়ে যান।

পুরাদিত্য। ওই রূপসীকে নিয়ে যেতে পারবে, এমন একটা বান্দা দিতে পারো?

মামুদ। জরুর, বহোৎ তাকৎওয়ালা কাফ্রি বান্দা আছে হুঁজুর। ওই ছোকরী তাকে দেখলে বহোৎ ভয় পায়—

ইস্কান্দার। নিয়ে এস সেই কাফ্রী বান্দাকে।

মামুদ। যো হুকুম হুঁজুর।

[প্রস্থান।

আব্বাসা। ওকে ফেরান মালেক! কশাইটাকে ফেরান।

পুরাদিত্য। কেন?

আব্বাসা। ও যাকে নিয়ে আসবে, সে মানুষ নয়।

ইস্কান্দার। তবে কি?

আব্বাসা। জানোয়ার।

পুরাদিত্য।
ইস্কান্দার। } জানোয়ার!

আব্বাসা। জানোয়ারের চেয়েও ভয়ঙ্কর। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় খাঁচার ভেতর পড়ে থাকে। আপনমনে বকে। মাঝে সবেরে চাবুক না মারলে খানা খেতে চায় না।

ইস্কান্দার। আব্বাসা!

আব্বাসা। বাঁদী আব্বাসা এমনি যাবে মালেক। আপনারা আমাকে এখনি এখান থেকে নিয়ে চলুন…সে জানোয়ার কাফ্রিকে দেখলে আমার দীল কেঁপে ওঠে।

ইস্কান্দার। বহুৎ তাজ্জব কি বাৎ।

আব্বাসা। না মালেক! আমি এক হরফ মিথ্যা বলিনি। সেই কালো কাফ্রির একটা চোখ নেই…তবু সেই হিংস্র জানোয়ারটা একটা চোখ দিয়েই আমার বুকের মাংস ভেদ করে কলিজা দেখতে পায়। আমাকে দেখলেই পাইথনের মত এগিয়ে এসে আপন মনে বলে—

হাতে পায়ে শিকল বাঁধা অবস্থায় একচক্ষু বিশিষ্ট কুশ্রী দর্শন কাফ্রি বান্দা বিদারওয়াক্তের প্রবেশ। তার পিছনে মামুদ মিঞা।

বিদার। আদ্দিস আবাবা…

[বিদারওয়াক্তকে দেখিয়া এবং তাহার কথা শুনিয়া আব্বাসা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।]

আব্বাসা। আঃ ‥

মামুদ। চিল্লাও মৎ বেশরমী!

বিদার। আদ্দিস আবাবা…আদ্দিস আবাবা থেকে বহোৎ উপরে কিলিমাঞ্জারো…মাঝে তামাম জমিন শুধু বাওবাব—এবনি আর আবলুশের জঙ্গল।

পুরাদিত্য। একটা কথাও বুঝতে পারছি না।

ইস্কান্দার। বান্দাটা কি বলছে মিঞা?

মামুদ। বোধহয় ওর দেশের কথা বলছে হুজুর।

বিদার। বান্টু ঔরং কিমায়া চলছে - হারা-হারা সাভানা পেরিয়ে রুয়েঞ্জারীর দিকে। ককেশাস শয়তান তাকে ছাতিতে চেপে ধরে খুন ঝরিয়ে দিচ্ছে···ওইতো বেবুনের বুকে বসেছে বিষাক্ত সেটসী। কামড়াচ্ছে···বুকের নরম গোস্ত কামড়ে কামড়ে খাচ্ছে···[চিৎকার করে] ছোড় দো···ছোড় দো ককেশাস সেটসী।

মামুদ। বান্দা !

বিদার। রুয়েঞ্জারীর কালা পাথর বসিয়ে দিলাম শয়তানটার মাথায়। লাশ হয়ে গেল ককেশাস শয়তান···গড়াতে গড়াতে পড়লো জাম্বেসীর পাণিতে। লাশটাকে টেনে নিয়ে গেল একপাল লিম্পোপো।

পুরাদিত্য। বান্দাটা পাগল নাকি ?

ইস্কান্দার। মিঞা !

মামুদ। না মালেক।

আব্বাসা। ও শয়তান জানোয়ার আমাকে দেখলেই ওই রকম করে।

বিদার। বেহুঁস কিমায়াকে পিঠে তুলে নিয়ে গেলাম। সবেরে হুঁস ফিরলে ফোরাত নদীর মাফিক চোখ দুটো মেলে বললে,— তুমি কে ? আমি বললাম, আমার নাম। আনারের দানার মাফিক সাদা দাঁত বার করে হাসতে হাসতে কিমায়া বললো, তুমি আমাকে জিন্দা করেহ, আমি তোমাকে প্যার করি। হাঃ-হাঃ-হাঃ !

আব্বাসা। ওকে থামতে বলুন মালেক !

বিদার। কিমায়ার কথা শুনে আমি তাকে কাছে টেনে নিলাম, বুকে চেপে ধরলাম—আমার কলিজার খুনে উঠলো—[চিৎকার করে] বেঙ্গুয়েলা···বেঙ্গুয়েলা···

মামুদ। চুপ কর শয়তান বান্দা ! [চাবুক মারে]

[চাবুক খাওয়ার পর বিদারওয়াক্ত যেন শক্ত হয়ে যায়। শিরাগুলো টান হয়ে ওঠে। বীভৎস শব্দ করে স্বাভাবিক হয়।]

মামুদ। এইবার ও স্বাভাবিক হয়েছে।

ইস্কান্দার। তোর নাম কি বান্দা?

বিদার। বিদারওয়াক্ত।

পুরাদিত্য। তোকে আমরা কিনে নেব।

বিদার। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

পুরাদিত্য। নিগ্রো, কাফ্রী বড় অলস জাত শুনেছি।

মামুদ। না হুঁজুর! ও সে রকম নয়। বিশ্বাস না হয়, দেখিয়ে দিচ্ছি।

ইস্কান্দার। কি দেখাবে মিঞা?

মামুদ। যত ভারী কাজই হোক, ও ঠিক হাসিল করে দেবে। চামড়া মোটা হলেও আগুনের ছেঁকা দিলে মানুষের মতই চিৎকার করে। মেহেরবানি করে একটু সবুর করুন, আমি প্রমাণ দিয়ে দিচ্ছি।

[প্রস্থান।

[বিদারওয়াক্ত আব্বাসার প্রতি স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বলে—]

বিদার। আদ্দিস আবাবা...

আব্বাসা। বাঁচান মালেক! আমাকে জানোয়ারের হাত থেকে বাঁচান। ওই দেখুন, আমার দিকে কেমন চেয়ে আছে...বিড়বিড় করে কি সব বলছে।

বিদার। পাইথনের মাফিক জড়িয়ে ধরতো বাণ্টু ঔরৎ কিমায়া। আদ্দিস আবাবায় নিয়ে গেলাম তাকে। রবার জঙ্গলে কাজ করতাম দুজনে—বাণ্টু ঔরতের খুনে মিশে গেল হটেনটট জওয়ানের খুন...

ইতিমধ্যে মাটির পাত্রে আগুন লইয়া মামুদ মিঞা প্রবেশ করিল এবং পাত্রস্থিত উত্তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা বিদারের পিঠে দাগ কাটিলে সে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

মামুদ। দেখলেন তো হুঁজুর! মানুষের মাফিক চিৎকার করে কি না?

পুরাদিত্য। দাম কত?

মামুদ। কি আর বলবো? একটা কুত্তার দাম দিয়ে লিয়ে যান।

ইস্কান্দার। কুত্তার দাম?

মামুদ। দশ আশরফি।

ইস্কান্দার। গুণে নাও তোমার পাওনা। [আসরফি দিল]

মামুদ। [গুণে] ঠিক আছে আমীর। মগর একটা বাত—

পুরাদিত্য। বল।

মামুদ। ওই লেড়কী যদি স্বেচ্ছায় আপনাদের কথায় রাজী হয়, তাহলে ওর কাছে ওই জানোয়ারটাকে পাঠাবেন না। আর এই চাবুকটা নিয়ে যান, পথে বেয়াদবী করলে ওর পিঠে আচ্ছা করে বসিয়ে দেবেন। লিন চাবুক। [চাবুক ছুঁড়ে দেয়, ইস্কান্দার লুফিয়া নেয়]

বিদার। আদ্দিস আবাবার···মোম জঙ্গলের ভেতরে শাবান মাসের নওরোজ—

ইস্কান্দার। এই বান্দা!

বিদার। মালেক!

ইস্কান্দার। ঔরংটাকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে চল।

বিদার। কোথায় ?

ইস্কান্দার। মিথিলার শাহীমঞ্জিলে।

মামুদ। তার আগে হুকুম করুন মালেক ! আমি যাই—

পুরাদিত্য। যাও।

[ঢোল তুলিয়া লইয়া বাজাইল ও বলিল—]

মামুদ। মেহেরবানি করকে হামারা সহরৎ শুনলিজিয়ে মেহেরবান ! হামরা দোকানমে বহোৎ বহোৎ খুবসুরৎ ঔরৎ মিলেগী।

[প্রস্থান।

ইস্কান্দার। বিদারওয়াক্ত !

বিদার। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[আব্বাসার দিকে অগ্রসর হয়। আব্বাসা ভয়ে চিৎকার করে বলে—]

আব্বাসা। না-না, আমি জানোয়ারের সঙ্গে যাব না।

বিদার। আবিসিনিয়ার মাম্বা, পাকে পাকে জড়িয়ে ধরে ইনসানকে···আটলাশ যেমন করে ধরে আছে তামাম আফ্রিকা··· [সহসা আব্বাসাকে তুলে নেয়। আব্বাসা চিৎকার করে জ্ঞান হারায়] ভাস্কো-দা-গামা···ভাস্কো-দা-গামা···

পুরাদিত্য। বিদারওয়াক্ত !

বিদার। কিমায়ার নরম দেহটা এমনি করে তুলে নিয়েছিল বজরা থেকে। সাদা বুয়োর শয়তান ভাস্কো-দা-গামার হাতে এমনি করে বেহুঁস হয়েছিল আমার কিমায়া···বাচ্চাটাকে সেই বুয়োর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল কালাপাণির টানে। আমি গর্জ্জন করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম সাদা শয়তানের ঘাড়ে, মগর তার আগে সেই শয়তান তার হাতিয়ার আমার একটা চোখে বসিয়ে দিয়েছে···আমি বেহুঁস হয়ে গেলাম।

ইস্কান্দার। বান্দা!

বিদার। হুঁস ফিরে এলে একটা চোখে চেয়ে দেখলাম কেউ কোথাও নেই—শুধু অনেক সুদানী, বাণ্টু, ওরং আর অনেক হটেনটটের চোখের পাণি বয়ে নিয়ে যাচ্ছে রাক্ষসী এক নদী… সে নদীর নাম—বাহর-অল গজল…চিৎকার করে ডাকলাম কিমায়া! …রুয়েঞ্জারী পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে কাঁপতে কাঁপতে ফিরে এল সে ডাক। আমি আবার ডাকলাম কিমায়া—পাহাড় কেঁদে বললো কি—মা—য়া।

[আব্বাসা সহ প্রস্থান।

ইস্কান্দার। আসুন দোস্ত! আপনার খোয়াব যে বরবাদ করে দিয়েছে, সেই বদ্‌তমীজ বিদ্যাপতির মউৎ কিনে নিয়ে যাচ্ছি বাঁদির হাট থেকে। আমি আপনাকে দেব বিদ্যাপতির মউৎ। আপনি আমাকে দেবেন সুন্দরী লছমী। লছমীকে আমি দেব প্যার, মহব্বৎ, সুহাগ, লছমী আমাকে দেবে—তার দীলকী দৌলৎ…রোশন কি রোশনী…আউর শিরিণ সুরৎ মউজ।

[প্রস্থান।

পুরাদিত্য। না সুবাদার ইস্কান্দার মির্জ্জা! লছমীকে তুমি পাবে না। আরবকন্যা আব্বাসার চেয়ে শতগুণ সুন্দরী লছমী হবে আমার রাত্রি সহচরী। বিদ্যাপতি আর শিবসিংহকে ধ্বংস করে রূপসী লছমীকে আমি…না—না, আগে কার্য্যোদ্ধার, তারপর স্বপ্ন। মিথিলা রাজউদ্যানের সজাগ প্রহরী কবি বিদ্যাপতি! তোমার জীবন কাব্যে পুরাদিত্য লিখে দেবে এবার মরণের কবিতা।

[প্রস্থান।

—:০:—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মিথিলা প্রাসাদ।

শ্বেতবসনা দেবযানীর প্রবেশ। তার সর্ব্বাঙ্গে যেন নিবেদনের আকৃতি। কণ্ঠে বিদ্যাপতির কবিতা।

[কবিতা]

কবহু বাধয় কুচ কবহু বিথারি।
কবহু ঝাপয় অঙ্গ করন্থ উখারি॥

দেবযানী। কবিতা তো নয়, যেন নারী হৃদয়ের স্বপ্নময় উচ্ছ্বাস। মধুবনে কবিকে দেখার পর থেকে এই উচ্ছ্বাস আমাকে পাগল করে দিয়েছে। সূর্য্যসায়রে স্নান করি। বিদ্যাপতি বাতায়ন দিয়ে নিশ্চয়ই দেখেছে আমার নিরাভরণ দেহলতা। আঃ, বুকটা আমার কেঁপে কেঁপে উঠছে। "জাগল মনোসিজ মুদিত নয়ান"। [চক্ষু মুদিয়া দাঁড়াইয়াছিল]

চুপি চুপি পদ্মসিংহ প্রবেশ করে তার চোখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল।

[পদ]

ভনই বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
দুধ সমুদ জন্থ রাজ মরালী॥

দেবযানী। ছাড়ো···ছেড়ে দাও···কি যে কর যখন তখন··

পদ্মসিংহ। যখন তখন মানে···এখন তো কেউ নেই।

দেবযানী। কেউ নেই বলেই···যাক···হ্যাঁগো, কবি আর নতুন কিছু লিখেছে?

পদ্মসিংহ। তুমিও তাহলে বিদ্যাপতির প্রেমে পড়লে?

দেবযানী। কি বললে!

পদ্মসিংহ। ঠিকই বলেছি। বিদ্যাপতির কবিতার প্রেমে যে না পড়ে, আমি তাকে মানুষ বলে মনে করি না। কবিতা তো নয়, যেন—

দেবযানী। পাগলের প্রলাপ।

পদ্মসিংহ। তার মানে?

দেবযানী। অমন অশ্লীল কবিতা কোন সুস্থ মানুষ লেখে?

পদ্মসিংহ। কি যা-তা বলছো।

দেবযানী। যা-তা বলিনি—ঠিকই বলছি···কবিতাগুলো কে কাকে বলছে বলতে পারো?

পদ্মসিংহ। কৃষ্ণ বলছেন রাধারাণীকে।

দেবযানী। না।

পদ্মসিংহ। তবে?

দেবযানী। বিদ্যাপতি বলছে লছমীরাণীকে।

পদ্মসিংহ। দেবযানী! আজও তোমার মন থেকে সেই অমূলক সন্দেহ দূর হলো না···ওসব বাজে চিন্তা ছেড়ে দিয়ে, আমার কাছে এস।

দেবযানী। কাছে গেলেই তুমি···না!

পদ্মসিংহ। দেবি!

দেবযানী। বিশ্বাস কর, আমার ওসব ভাল লাগে না।

পদ্মসিংহ। তুমি কি অন্য কাউকে ভালবাস দেবী?

দেবযানী। কি বললে ?

পদ্মসিংহ। স্বামীর সোহাগ যে মেয়ের ভাল লাগে না, তাকে কি আমি বাজে কথা বলেছি ?

দেবযানী। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, স্বামী হয়ে তুমি আমাকে অমন কথা বললে! আমি কি বিষ খেয়ে মরবো!

মহেশ্বরের প্রবেশ।

মহেশ্বর। মধু খাবে এস বৌরাণী! মধু খাবে এস। একবারে টাটকা। মধুওয়ালা এইমাত্র চাক ভেঙ্গে দিয়ে গেল। বড় বৌরাণী সোনার বাটিতে মধু নিয়ে তোমার জন্য বসে আছে।

দেবযানী। ফেলে দিতে বলগে।

মহেশ্বর। সেকি বৌরাণী। এ যে আশ্চর্য্যজনক ঘটনা। মধু যে তুমি সব চেয়ে ভালবাস।

দেবযানী। মধু ভালবাসি বলেই তো সামনে আমার বিষের বাটি।

মহেশ্বর। হাঃ-হাঃ-হাঃ—[হাসিতে ভাঙ্গিয়া পড়ে]

পদ্মসিংহ। যা বাবা! হেসেই পাগল। কি হলো বলবে তো ?

মহেশ্বর। লেগে গেছে।

পদ্মসিংহ। কি লেগে গেছে ?

মহেশ্বর। ঝগড়া…মানে দুজনে…মানে কর্ত্তা-গিন্নীতে।

পদ্মসিংহ। তাই, বুঝি ?

মহেশ্বর। হ্যাঁ। সেদিন দেখি, সিং দরজার মাথায় একজোড়া শালিক পাখী মুখে মুখ দিয়ে ভাব করছে…মেয়ে পাখীটাকে কি খোসামোদই না করছে সেই পুরুষ শালিক…কিন্তু আশ্চর্য্যজনক ঘটনা …হঠাৎ দেখি লেগে গেছে…বেজায় ঝগড়া। বলবো কি ছোট

বৌরাণী, দুজনে এমন ঝটাপটি লাগলো যে শেষ পর্য্যন্ত আমি তাড়া না দিলে যাচ্ছেতাই কাণ্ড হয়ে যেতো। মেয়ে পাখীটা ছেলে পাখীটার বুকে বসে মারছে ঠোকর, আর ধুলোয় পড়ে বেচারা ছেলে পাখীটা ক্যাচর ম্যাচর করে চেঁচিয়ে খুন।

দেবযানী। খুব হয়েছে, থামো।

পদ্মসিংহ। তারপর কি হলো?

মহেশ্বর। আশ্চর্য্যজনক ঘটনা···খানিক পরে দেখি, পাখী দুটো আবার মুখোমুখি বসে ভাব করছে···

পদ্মসিংহ। ছেলে পাখীটার লজ্জা বলতে নেই।

মহেশ্বর। তোমার পিঠে ধুলো-টুলো লাগেনি তো ছোট্‌দা?

দেবযানী। চুপ কর। চাকরের মুখে জ্ঞানবাণী শুনতে আমার ঘেন্না করে।

পদ্মসিংহ। তুমি কি পাগল হয়ে গেলে?

দেবযানী। হ্যাঁ। তোমাদের এই পাগলা গারদে এসেই আমি পাগল হয়ে গেছি। এতবড় সাহস একটা ভৃত্যের, যে আমার সম্ভ্রমে আঘাত দিয়ে কথা বলে। দ্রোণবারের রাজকন্যা দেবযানীর সামনে দাঁড়িয়ে নীচ বংশীয়া রাণীর গুণগান গায়। মূর্খ ভৃত্য! তুমি কি জানো—তোমাদের রূপসী রাণী আমার পায়ের নোখের যোগ্য নয়?

পদ্মসিংহ। সীমা ছাড়িয়ো না দেবযানী!

মহেশ্বর। চুপ কর ছোট্‌দা! চুপ কর। ভুল আমিই করেছি। অন্ধের মত পথ চললে কাঁটা তো পায়ে ফুটবেই।

পদ্মসিংহ। মহেশ্বর-দা!

মহেশ্বর। মরুভূমির মত সংসারে ফুলের মত দুটি বৌরাণী এল। আনন্দে আমি ভুলেই গেলাম যে, আসলে আমি এ বাড়ীর চাকর।

দেবযানী। হ্যাঁ। চাকর চাকরের মত থাকলেই খুশী হবো।

মহেশ্বর। চেষ্টা করবো ছোট বৌরাণী। চেষ্টা আগেও করেছি, কিন্তু আশ্চর্য্যজনক ঘটনা···কিছুতেই নিজেকে ঠিক রাখতে পারিনি। চাকর তো, খালি আপনার ভাবতে যাই। ~~যাই হোক~~···আর সে সব কিছু ভাববো না। যদি দেখ আবার ভুল করে আপনজন মনে করে ফেলেছি, অমনি তুমি মনে পড়িয়ে দিও···মহেশ্বর! তুমি চাকর। বাড়ীর চাকরে আর পোষা কুকুরে কোন তফাৎ নেই। কোন তফাৎ নেই।

[প্রস্থান।

পদ্মসিংহ। তুমি কি ঐনিবার বংশের মান-সম্মান ধূলোয় লুটিয়ে দেবে?

দেবযানী। মান! তোমাদের ঐনিবার বংশের! হুঁ···মানের কান্না কাঁদতে লজ্জা করছে না তোমার? মান তোমাদের আছে? থাকলে লম্পট একটা কুচক্রি কবিকে প্রাসাদে স্থান দিতে না। রাণীর সঙ্গে তার পূর্ব্ব প্রণয় ছিল জেনেও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে না।

অরিসিংহের প্রবেশ।

অরিসিংহ। কথাগুলো আরও জোরে বলতো বৌমা! যাতে অপদার্থ রাজা শিবসিংহের কানে গিয়ে পৌছোয়।

পদ্মসিংহ। দেবযানীকে আপনিও প্রশ্রয় দিচ্ছেন পিতা!

অরিসিংহ। সাবধান পদ্মসিংহ! যে মেয়েকে আমি পছন্দ করে ঘরে এনেছি, সে মেয়ে তোমার বৌদির মত নীচ মনোবৃত্তিসম্পন্না কখনই হতে পারে না।

পদ্মসিংহ। পিতা!

অরিসিংহ। পিতা কি মিথ্যা বলছে? রাজা দেবসিংহের মৃত্যুর আগে তুই কথা দিসনি—যে আমি আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করব না? বলিস নি যে নীচ বংশীয়া লছমীকে শিবসিংহের জীবনে পৌঁছে দিলেই মিথিলার সিংহাসন অধিকার করা সহজ হবে? চুপ করে আছিস কেন মূর্খ! জবাব দে, কেন আমার সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করে শিবসিংহকে রাজা হওয়ার সুযোগ করে দিলি?

দেবযানী। ভ্রাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে। পিতাকে পথে বসিয়ে, স্ত্রীকে অপমান করে, দাদা-বৌদির কাছে বড় হতে চায়। আপনি আমাকে দ্রোণবার পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন বাবা!

অরিসিংহ। তুমি কাঁদছো বৌমা!

দেবযানী। হাসতে চেয়েছিলাম বাবা, কিন্তু আপনার ছেলে আমার চোখে এনে দিয়েছে কান্নার সমুদ্র। এ সমুদ্রের শেষ নেই। ঘৃণা, অবহেলা আর অপমানের সমুদ্রমন্থনে যে গরল আজ উথলে উঠতে চাইছে, হয়তো আপনার বৌমাকেই তার সবটুকু পান করতে হবে।

অরিসিংহ। বৌমা!

দেবযানী। স্বামীর সংসার আর শ্বশুরের ভিটে আমার কাছে স্বর্গের চেয়েও বড়। তাই সেই স্বপ্নময় স্বর্গের কোন রকম ক্ষতি আমি জীবন থাকতে সহ্য করতে পারবো না।

[প্রস্থান।

অরিসিংহ। এমন রমণী রত্নকে তুই চিনতে পারলি না মূর্খ।

পদ্মসিংহ। রমণী—রমণী। তাকে আমি রত্ন বলে ভাবতে পারি না পিতা।

অরিসিংহ। কি করে পারবি। তুই যে একটা কা-পুরুষ।

পদ্মসিংহ। আমি কাপুরুষ হয়েই থাকবো—তবু আপনার মত মহাপুরুষ হতে চাই না।

শিবসিংহের প্রবেশ।

শিবসিংহ। পদ্মসিংহ! তুই কি ভুলে গেছিস, যে মিথিলার পবিত্র ঐনিবার বংশে তোর জন্ম?

পদ্মসিংহ। দাদা!

শিবসিংহ। যে পবিত্র বংশের সম্ভ্রম নষ্ট করতে এসে বাংলার ইলিয়াছ শাহী স্থলতান সাইফুদ্দিন অস্লান খাঁ প্রাণ দিয়েছে…যে বংশের শৌর্য্য বীর্য্যের কাছে জৌনপুরের তুর্কি স্থলতান ইব্রাহিম শাহ শর্কি মাথা নত করে বন্ধুত্ব স্বত্রে আবদ্ধ—সেই ঐনিবার বংশের সন্তান হয়ে—এই আচরণ গৌরবের নয়।

পদ্মসিংহ। কিন্তু…

শিবসিংহ। কোন কিন্তু আমি শুনতে চাই না। এই মুহূর্ত্তে পিতার কাছে ক্ষমা চেয়ে নে।

অরিসিংহ। রাজা শিবসিংহকে চক্রান্তকারী হিসাবেই জানতাম। সে যে বিনয়ের অবতার, সে পরিচয় আজই পেলাম।

শিবসিংহ। আপনি আমার উপর অন্যায় দোষারোপ করছেন কাকা।

অরিসিংহ। অন্যায় দোষারোপ! ছলনার আশ্রয় নিয়ে নীচ বংশীয়া লছমীকে স্ত্রীর মর্য্যাদা দিয়েছ, এ আমার অন্যায় দোষারোপ? পাত্র, মিত্র, সভাসদবর্গকে হাত করে কৌশলে সিংহাসনে বসেছো, এ আমার অন্যায় দোষারোপ? লম্পট, চরিত্রহীন, ম্লেচ্ছ, বৈষ্ণব

কবি বিদ্যাপতিকে সভাকবির পদে নিযুক্ত করেছ, এও আমার অন্যায় দোষারোপ বলতে চাও শিবসিংহ?

শিবসিংহ। তাহলে বলুন কাকা! লছমীকে স্ত্রীর মর্য্যাদা দেবার আগে, আমি কি আপনার অনুমতি নিইনি?

অরিসিংহ। সে অনুমতি তুমি কৌশল প্রয়োগ করে আদায় করেছ।

শিবসিংহ। বেশ। তাই যদি মনে করে থাকেন, যদি মনে করে থাকেন, মিথিলার সিংহাসনে বসা আমার অন্যায় হয়েছে, তাহলে এই মুহূর্ত্তে রাজদণ্ড ত্যাগ করছি, আপনি তা গ্রহণ করে সিংহাসনে বসুন।

অরিসিংহ। রাজা শিবসিংহ! তোমার অভিনব অভিনয়ের মুগ্ধ দর্শক অরিসিংহ নয়। মিথিলার সিংহাসন তার পিতার। পিতার সিংহাসন সে জোর করেই অধিকার করে নেবে।

শিবসিংহ। না কাকা, না। জোর করে নয়, হিংসা দিয়ে নয়, মান, অভিমান ত্যাগ করে, হিংসা ভুলে গিয়ে পিতৃব্যর অধিকারে আপনি আমাকে আদেশ করুন, আমি এখনি আপনার হাতে রাজ-দণ্ড তুলে দিয়ে একান্ত বসংবদ হয়ে আদেশ পালন করবো।

অরিসিংহ। কারও দয়ার দান অরিসিংহ গ্রহণ করে না।

[সহসা তরবারী কোষমুক্ত করিয়া অরির পদতলে বসিয়া শিবসিংহ বলে—]

শিবসিংহ। তাহলে এই নিন তরবারী। ঐনিবার বংশের সাত পুরুষ যে কক্ষে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন, সেই পবিত্র কক্ষে দাঁড়িয়ে এই শাণিত ক্ষুরধার তরবারী আমূল আমার বুকে বসিয়ে দিয়ে মিথিলার রাজমুকুট মাথায় তুলে নিন।

পদ্মসিংহ। দাদা!

অরিসিংহ। তা সম্ভব নয়।

শিবসিংহ। [উঠিয়া] তাহলে যে সম্ভাবনার স্বপ্ন আপনাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে সেই স্বপ্ন আমি সফল হতে দেব না।

অরিসিংহ। শিবসিংহ!

শিবসিংহ। রাজা শিবসিংহ মানুষ হিসাবে যতটা নরম, রাজা হিসাবে তত নরম নয়। সিংহাসনে বসার আগেই সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আমি দেখে নিয়েছি, যে সিংহাসনে বসবো সে সিংহাসনের অবস্থান কিসের উপরে। রাজনীতির চোরাগলি পথে যে ছায়া মূর্ত্তিগুলো ধীর পদক্ষেপে বিচরণ করছে তাদের আসল পরিচয় কি?

অরিসিংহ। এই বিচক্ষণতা নিশ্চয়ই বিদ্যাপতির দান?

শিবসিংহ। শুনুন কাকা! আমি জানি প্রাসাদের একদল রাজ-কর্ম্মচারী কবি বিদ্যাপতির বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে তাকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে দিতে চায়। তাই আমিও তাদের জানিয়ে দিতে চাই, যে আমার কাছ থেকে সিংহাসন কেড়ে নেওয়া সহজ, আমাকে হত্যা করা আরও সহজ...কিন্তু আমার কাছ থেকে কবি বিদ্যাপতিকে সরিয়ে দেওয়া মোটেই সহজ নয়।

পদ্মসিংহ। আমি তো সহজ কাজগুলোকেই শক্ত মনে করি।

অরিসিংহ। রাজা শিবসিংহ! পদ্মসিংহকে তুমি যাদু করতে পারো, আমাকে পারো পথের ভিখারী সাজাতে, কিন্তু বিদ্যাপতির কৌশলের দুর্গে মিথিলার রাজসিংহাসন বেশীদিন তুমি রক্ষা করতে পারবে না।

শিবসিংহ। আপনি দেশদ্রোহী!

অরিসিংহ। দেশদ্রোহী আমি নই শিবসিংহ।

পদ্মসিংহ। }
শিবসিংহ। } তবে কে ?

অরিসিংহ। স্বার্থপর চক্রান্তকারী লম্পট কবি বিদ্যাপতি।

পদ্মসিংহ। }
শিবসিংহ। } কবি বিদ্যাপতি !

অরিসিংহ। "পুরুষ পরীক্ষা" কাব্যের প্রত্যেকটি শ্লোকে সুলতানের বিরুদ্ধে আগুন ছড়িয়েছে। সুলতান ইব্রাহিম শাহ শর্কি জানতে পেরেছেন যে, মিথিলার নামমাত্র কর তাও তোমরা বন্ধ করে দেবে। তাই অপদার্থ রাজা শিবসিংহের কাছে কৈফিয়ৎ নিতে আসছেন, আফগান সুবাদার সুলেমান খাঁ। মহামান্য সুলতানের কঠোর নির্দ্দেশ শুধু হাতে ফিরে এসোনা। দুটোর মধ্যে একটা তোমার নিয়ে আসা চাই···

শিবসিংহ। কি চায় সুলতান ?

অরিসিংহ! হয় মিথিলার রাজদণ্ড···নয় কবি বিদ্যাপতি। হাঃ-হাঃ-হাঃ !

[প্রস্থান।

পদ্মসিংহ। দাদা ! ঘটনা সত্য !

বহুমূল্য পোষাকে সজ্জিতা লছমীর প্রবেশ।

লছমী। সেই ভয়ে কি তুমি চঞ্চল হয়ে পড়েছ ঠাকুরপো ?

পদ্মসিংহ। না বৌদি ! চঞ্চল আমি হইনি···শুধু ভাবছি।

শিবসিংহ। কি ভাবছিস পদ্মসিংহ ?

পদ্মসিংহ। মিথিলার ভাগ্যাকাশে ধূমকেতুর আবির্ভাব হয়েছে দাদা। শুনেছি ধূমকেতু অমঙ্গলের অগ্রদূত। তাই যদি হয়…সোনার মিথিলায় যদি নেমে আসে রাষ্ট্রবিপ্লব…দুর্ভিক্ষ…মহামারী…স্বাধীন-চেতা মিথিলার লক্ষ কোটি মানুষের মন থেকে যদি একটা একটা করে দীপ নিভে যায়, তাহলে পদ্মসিংহের ভূমিকা হবে কি রকম!

শিবসিংহ। } পদ্মসিংহ!
লছমী। }

পদ্মসিংহ। পদ্মের মত—না সিংহের মত? সিংহের মত—না পদ্মের মত? না—না, শুধু পদ্মের মত নয়…শুধু সিংহের মতও নয়। শোনো বৌদি! দেবীর পূজায় আমি হব পদ্ম, আর দানব নিধনে সাজবো আমি সিংহ।

[প্রস্থান।

শিবসিংহ। আশ্চর্য্য চরিত্র এই পদ্মসিংহের। কখনও মাটির মত নরম—কখনও পাথরের মত শক্ত…[প্রস্থানোদ্যত]

লছমী। দাঁড়াও স্বামি!

শিবসিংহ। লছমী!

লছমী। তবু ভাল, নামটা মনে আছে।

শিবসিংহ। তুমি আমাকে ক্ষমা কর লছমী! সৌভাগ্যলক্ষ্মীর মত তুমি আমার জীবনে এসেছ কিন্তু আমি তোমাকে বরণ করে নেবার সময় পাইনি।

লছমী। স্বামি!

শিবসিংহ। হৃদয়-মন্দিরে প্রেমের প্রতিমা তুমি—কিন্তু হতভাগ্য এ পুরোহিত তোমার প্রেমের পূজা করবার অবসর পায়নি।

লছমী। না গো, না। ও কথা বলো না।

শিবসিংহ। কোন কথাই তো তোমাকে আমি বলতে পারিনি প্রিয়া! তুমি এলে আমার জীবন প্রভাতের রাঙ্গা সূর্য্য মাথায় করে বয়ে…তুমি এলে কণ্ঠে নিয়ে স্বপ্ন দেখার সুর…তোমার বুকেই মুখর হলো আমার ভালবাসা…কিন্তু—

লছমী। কিন্তু কি স্বামী?

শিবসিংহ। ভালবাসা বাসা বাঁধবার আগেই, পক্ষিমিথুন হারালো তার বাসর জাগার গান।

লছমী। রাজা!

শিবসিংহ। রাঙ্গা সূর্য্য ভেঙ্গে পড়লো টুকরো টুকরো হয়ে আমার চলার পথে।

লছমী। তুমি আমায় ক্ষমা কর স্বামী! আমি শুধু আমার দিকটাই ভেবেছি…

শিবসিংহ। কিন্তু আমি ভেবেছি, তোমার আমার লক্ষকোটি প্রজাদের জন্মভূমি জননী মিথিলার কথা। ছদ্মবেশে আত্মগোপন করে বিনিদ্র রজনী পথে পথে ঘুরে কবি বিদ্যাপতি আমাকে দেখিয়ে দিয়েছে, কত মানুষের ব্যথা…কত শত সংসারের হাসি-কান্না মাখা ছোট ছোট কাহিনীতে জন্ম নিয়েছে নয়া ইতিহাস। তাই আমি ঠিক করেছি—

লছমী। কি?

শিবসিংহ। যে মহান কবি মিথিলার জনমানসে পৌছে দিয়েছে তপোবন শিক্ষার সবুজ চেতনা, সেই বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতিকে আমি বিসফি গ্রাম শাসন স্বরূপ দান করবো।

লছমী। আর?

শিবসিংহ। রাজা হয়েও যিনি ছিলেন ঋষি। কৃষিক্ষেত্রে যিনি লাভ করেছিলেন শস্যলক্ষ্মী সীতা, সেই রাজর্ষি জনকের পূণ্যতীর্থ মিথিলার পবিত্র মাটির বুকে বিদেশী শাসকের বিজয় নিশান উড়তে দেব না।

লছমী। আর ?

শিবসিংহ। শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, কৃষিবিদ্যায় যতদিন না এ দেশ স্বয়ম্ভর হবে, যতদিন না এ দেশের মানুষের জীবন থেকে বেদনার বোঝা নামিয়ে দিতে পারবো···যতদিন না পারবো, প্রজাদের দুঃখের দারিদ্র্যের দুঃসহ দাবদাহ দূর করতে, ততদিন রাজা হয়েও আমি রাজমুকুট পরবো না।

[প্রস্থান।

লছমী। নালন্দা মহাবিদ্যালয় থেকে ফিরে এসে এই স্বপ্নই দেখেছিল কবি। কতদিন কত রাত কেটে গেছে দুজনে মুখোমুখি বসে। ঘুম ঘুম চোখে চেয়ে কবি বিদ্যাপতি বলতো···না—না, এ আমি কি ভাবছি! সে তো আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেছে!

[বেদনা বিজড়িত কণ্ঠে লছমী গাহিতেছিল।]

লছমী। **গীত।**

আকাশের বুক থেকে চাঁদ যদি হারিয়ে গেল,
তবে—তারার বাসরে কেন প্রদীপ জ্বালা ?
শাখা হতে তুলে নিলে, হায় যদি ফুলেরা মলো,
তবে—কণ্ঠে শোভে গো কেন ফুলের মালা ?
গান থেমে যায় থাকে ছন্দ,
ধূপ পুড়ে যায় থাকে গন্ধ,
সাগর ছুটিয়া চলে তুলি কল্লোল,
তবু—তার পাশে কাঁদে কেন সাগর বেলা ?

লছমী। পারিনি…ভুলতে তাকে আজও পারিনি। শয়নে, স্বপনে আজও ভেসে ওঠে সেই চোখ, সেই মুখ, সেই মিষ্টি হাসি।

পুঁথি পাঠ করিতে করিতে বিদ্যাপতির প্রবেশ।

বিদ্যাপতি। অভিমানিনী রাধা হাসছে…কিন্তু সে হাসি—হাসি নয়। সে হাসি নেংড়ালে ঝরে পড়বে শ্যাম সোহাগিণীর চোখের জল…মাধব বৃন্দাবন থেকে মথুরা চলে গেলেও রাধার হৃদয় থেকে চলে যেতে পারেন নি। তাই রাধা বলছেন…

[পদ]

কো জানে চাঁদ চকোরিণী বঞ্চব,
মাধুরী মধুপ সজান।
অনুভবি কানু পিরিতি অনুমানিয়ে
বিঘটিত বিহি নিরমান॥

বিদ্যাপতি। কেমন লাগলো বন্ধু শিবসিংহ?

লছমী। ভাল।

[কণ্ঠস্বর শুনিয়া বিদ্যাপতির ভ্রম কাটিল। লছমীকে দেখিয়া বিস্ময়াবিভূত কণ্ঠে কবি বলিল।]

বিদ্যাপতি। তুমি!…মানে, শিবসিংহ আছে মনে করে আমি এখানে এসেছিলাম…

লছমী। কতদিন তোমাকে দেখিনি কবি!

বিদ্যাপতি। শিবসিংহ শুনতে চেয়েছিল, তাই—

লছমী। কি চেহারা হয়েছে তোমার ·

বিদ্যাপতি। রাজা এখানে নেই—অথচ…

লছমী। আমার স্বামী তোমাকে বিসফি গ্রাম দান করবেন।

বিদ্যাপতি। না—না, আমি কিছু চাইনি···আমি যাই।

লছমী। দাঁড়াও কবি। একটুখানি দাঁড়াও। তোমার কাব্যের রাধার হৃদয় থেকে মাধব এখনও হারিয়ে যায়নি, তাই না? তোমার মনে পড়ে, সেই মধুবনে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে বলেছিলে—"লছমী, তোমার বুকে আগুন আছে?"

বিদ্যাপতি। আমি ভুলে গেছি।

লছমী। কিন্তু লছমীর বুকে যে আগুন তুমি জ্বালিয়ে দিয়েছিলে, সে আগুন যে নিভে যায়নি। তোমার কাব্যের নায়িকা রাধা সে আগুনে পুড়ে যতই অগ্নিশুদ্ধা হোক, এই রক্ত-মাংসের রাধার বুকের আগুন তুমি কি দিয়ে নেভাবে কবি?

বিদ্যাপতি। লছমী!

লছমী। কাব্যের ছন্দে, মাধুর্য্যে, অভিনব অন্নপ্রাশে ভারতের ইতিহাসে তুমি অমর হয়ে থাকবে কবি। কিন্তু যাকে নিয়ে তোমার কাব্য···যার হৃদয়ের কাকুতি তোমার কবিতার ছত্রে ছত্রে কাঁদে, তাকে তুমি কোথায় রেখে যাবে?

বিদ্যাপতি। ত্যাগের বৃন্দাবনে।

লছমী। না।

বিদ্যাপতি। ক্ষমার কদমতলায়।

লছমী। না।

বিদ্যাপতি। তিতিক্ষার নীল যমুনার জলে।

লছমী। কিন্তু এ দেহ যমুনার নীল জলে যে জোয়ার আসে কবি। কামনার কদমতলায় যে অজস্র ফুল ঝরে। আমার মাধবকে তার স্বপ্নের মথুরায় পালিয়ে যেতে দেব না। ইহকাল, পরকাল, সর্ব্ব-

কালের কলঙ্ক কলসী কাঁখে নিয়ে কালোসোনাকে বেঁধে রাখবো এ-মন বৃন্দাবনে।

বিদ্যাপতি। না।

[লছমী প্রচণ্ড আবেগে বিদ্যাপতির বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িলে বিদ্যাপতি দ্রুত সরিয়া গেল। লছমী তার পদতলে পড়িল।]

লছমী। কবি ?

বিদ্যাপতি। কবিতা!

লছমী। না—না, আর কাব্য নয়। তোমার স্বপ্ন-সঙ্গিনীকে তুমি বুকে তুলে নাও।

বিদ্যাপতি। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

লছমী। তুমি বিশ্বাস কর। আমি সমাজ, সংসার, স্বামী সব ভুলে গেছি···

বিদ্যাপতি। এবার নিজেকে ভুলে যাও।

[প্রস্থান।

লছমী। শুনে যাও···শুনে যাও কবি! তোমার কবিতাকে তুমি ক্ষমা করে যাও। [প্রস্থান।

—:০:—

তৃতীয় দৃশ্য।

গণপতির কুটির।

মুখে অঙ্ক কষিতে কষিতে গণপতির প্রবেশ।

গণপতি। যাচ্ছে···যাচ্ছে···রাহু ধীরে ধীরে মঙ্গলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কেতু বক্র ভাবে পরিক্রমা করছে তার পথ···তিন যুক্ত

ছয়—বিযুক্ত এক—গণিত দুই=ষোড়শ মানে শোলো…অর্থাৎ শনির অন্তর্দ্দশা…কিন্তু নবমস্থানে বৃহস্পতি থাকার জন্য—

তাম্রফলক হাতে রূপধরের প্রবেশ।

রূপধর। ভাগ্য ফিরে গেছে…ভাগ্য ফিরে গেছে জ্যাঠামশাই!

গণপতি। শতভিষার সঙ্গে পুনর্বসুর মুখোমুখি দেখা…আর্দ্রা সরে গেছে মৃগশিরার স্থান থেকে=অর্থাৎ সাত গণিত তিন…যুক্ত চার…বিযুক্ত নয়…

রূপধর। জ্যাঠামশাই!

গণপতি। কর্কট যদি মকরের স্থানে থাকতো…কিম্বা তুলা যদি কন্যার স্থানে ফিরে আসতো…অর্থাৎ আট বিভক্ত দুই…গণিত পাঁচ …মীন চলে গেছে ধনুতে…কন্যার দিকে চেয়ে আছে সিংহ…

রূপধর। রাজা শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে গ্রাম দান করেছেন।

গণপতি। কিন্তু কন্যার দিকে চেয়ে আছে সিংহ…এ্যাঁ, কি বললে রূপধর?

রূপধর। রাজা শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে বিসফি গ্রাম দান করেছেন। [তাম্রলিপি দেখায়]

গণপতি। কই দেখি…এ্যাঁ, তাইতো…লছমী…লছমী, শীগ্‌গির ছুটে আয় মা।

রূপধর। লছমী কোথায় জ্যাঠামশাই!

গণপতি। কেন? সে তো বাড়ীতেই…না…না নেই, লছমী নেই। তাহলে জাহ্নবীকে ডাকি। জাহ্নবী—জাহ্নবী—

জাহ্নবীর প্রবেশ।

জাহ্নবী। যাই গো, যাই।…আর পারি না বাছা। সকাল

থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত সংসারের ঘানি টানবো, না পাগলের সঙ্গে পাগলামী করবো ? বল, কি বলবে ?

গণপতি। চক্র।

জাহ্নবী। চক্র !

গণপতি। মানে চাকা। অর্থাৎ সেই পরমাপ্রকৃতি মহামায়ার মায়ায় জীবকূল ঘুরছে···ঘুরছে আর ঘুরছে। শোন—[তাম্রপত্র পাঠ] তুইশত তিরানব্বই লক্ষ্মণ সংবতে শ্রাবণ মাসে শুভ শুক্লপক্ষ তিথিতে, বৃহস্পতিবারে বাগ্মতী নদীর তীরে গজর থাক্য প্রসিদ্ধপুরে রাজাধিরাজ কৃতি প্রজাবান দানোৎসাহ যুক্ত বীর শ্রীশিবসিংহদেব নৃপতি, স্থ-কবি বিদ্যাপতি শর্ম্মাকে প্রচুরোধ্বর বিস্তীর্ণ নদীমাতৃক সারণ্য স-সরোবর বিসফী নাম গ্রাম সীমা পর্য্যন্ত শাসন স্বরূপ দান করিলেন।

জাহ্নবী। একি সত্যি !

গণপতি। সত্যি মানে, স্থর্য্যের মত সত্যি। স্থর্য্য যেমন···হ্যাঁ, ভাল কথা। স্থর্য্য কি জানো তো ? স্থর্য্য হলো গিয়ে সৌর মণ্ডলের মানে, সৌর জগতের···তার আগে সৌর সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার। বুঝলে জাহ্নবী ! সৌর মানে হলো···

জাহ্নবী। থামো তো। আনন্দে আমার হাত-পা কাঁপছে, আর উনি এলেন সৌর মানে কি তাই ব্যাখ্যা করতে···ওরে, ও রূপধর ! বিস্থা তাহলে এ গাঁয়ের—

খণ্ডশ্রেষ্ঠী বিশাখা দত্ত ও তাহার মাথায় ছাতা ধরিয়া দাস অম্বরের প্রবেশ।

বিশাখা। মহামান্য ভূপতি মা-ঠাকরুণ ! আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা।

গণপতি। বিশাখা দত্ত! তোমরা কি স্বর্ণমুদ্রা আদায় করতে এসেছ?

বিশাখা। দাস!

অম্বর। আজ্ঞে!

বিশাখা। আমরা—

অম্বর। হতভাগ্য।

বিশাখা। তাই ভূপতির পিতা-মাতা আমাদের—

অম্বর। ভুল বুঝেছেন।

বিশাখা। দাস!

অম্বর। আজ্ঞে!

বিশাখা। চুপ কর। ভুল বুঝেছেন আপনারা। মানে, আপনারা বুঝেছেন ভুল। আজ আমি নিতে আসিনি। দিতে এসেছি।

গণপতি। কি দিতে এসেছো?

বিশাখা। আজ্ঞে, স্বর্ণমুদ্রা।

জাহ্নবী। সেকি!

বিশাখা। আমি সামান্য, নগন্য, জঘন্য, কীটানুকীট শ্রেষ্ঠী। আর আপনি মহান, মহামহিম, মহোমহোপাধ্যায় ভূপতি বিদ্যাপতির মহা-পণ্ডিত পিতা।

রূপধর। কবি বিদ্যাপতির নামে আত্মহারা হয়ে গেছেন শ্রেষ্ঠী!

বিশাখা। না রূপধর। রূপধর না। কবি বিদ্যাপতির নামে নয়, আমি—দাস!

অম্বর। আজ্ঞে!

বিশাখা। কি জন্যে কি হয়েছি?

অম্বর। আহ্লাদিত হয়েছেন বিদ্যাপতির ভূপতি হওয়ার জন্য।

বিশাখা। তাই ভূপতি বিদ্যাপতির ভালবাসার লোকের কি যেন—

অম্বর। কণ্ঠহার।

বিশাখা। ফিরে দিতে—

অম্বর। এসেছেন।

বিশাখা। দাস!

অম্বর। আজ্ঞে!

বিশাখা। চুপ কর। সুতরাং এ হার আপনারা রেখে দিন। মানে দিন রেখে, সুতরাং এ হার আপনারা। মহান ভূপতি বিদ্যাপতি এলে বলবেন—মানে, বলবেন এলে মহান ভূপতিকে, মধুবনী পরগণার মধ্যে তাঁর একমাত্র বসংবদ শ্রেষ্ঠী বিশাখা দত্ত—দাস—

অম্বর। আজ্ঞে।

বিশাখা। কি জানিয়ে গেলাম?

অম্বর। আজ্ঞে, প্রণাম।

বিশাখা। হ্যাঁ, প্রণাম। হে মহান ভূপতির পিতা-মাতা এবং বন্ধু! আপনাদের শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণাম। মানে, প্রণাম শ্রীচরণে কোটি কোটি আপনাদের।

[দাস সহ প্রস্থান।

জাহ্নবী। [হারটা নিয়ে দেখে] এই হার গলা থেকে খুলে দিয়ে মেয়েটা শ্রেষ্ঠীর ঋণ শোধ করতে চেয়েছিল···

গণপতি। সাতে সাতে কেটে গেল, হাতে থাকলো শুন্য···

জাহ্নবী। রূপধর! তোর জ্যাঠামশাইয়ের কথা শুনছিস? শুন্য কখনও হাতে থাকে?

গণপতি। থাকে না! আরে, শুন্য মানে কি জানো? শুন্য

মানে ব্যোম—অর্থাৎ মহা "খ"—খ বলতে কি বোঝো? খ মানে আকাশ। যার শেষ নেই, সমাপ্তি নেই…ওই যে দেখছো মাথার উপরে ছায়াপথ…অর্থাৎ ধ্রুব নক্ষত্রের পাশ থেকে বৃশ্চিক নক্ষত্রের গা ঘেঁসে চলে গেছে। ও…তোমরা আমার কথা শুনছো না। ঠিক আছে, বল, কি বলবে?

রূপধর। বিদ্যাপতির এবার বিয়ের ব্যবস্থা করুন।

গণপতি। ভাল কথা। খুব ভাল কথা। কিন্তু—

পুরাদিত্যের প্রবেশ।

পুরাদিত্য। কোন কিন্তু নয় পণ্ডিতমশাই! কবি বিদ্যাপতির বিয়ের যদি ব্যবস্থা না করেন, তাহলে মহারাজ শিবসিংহ ভীষণ দুঃখ পাবেন।

গণপতি। তুমি কে?

রূপধর। উনিই এই তাম্রপাত্র দিয়েছেন।

গণপতি। ও, তুমি রাজকর্ম্মচারী! বেশ, তাই হবে। রাজাকে বলো, গণপতি ঠাকুর বলছিলেন…কি বলছিলাম জাহ্নবী?

জাহ্নবী। জানি না।

গণপতি। হ্যাঁ—বলছিলাম, বিদ্যার বিয়ে হবে। মেয়ে আমার দেখা আছে।

জাহ্নবী। কোন মেয়ের কথা বলছো? কে সে মেয়ে?

গণপতি। অনুরাধা। বৃন্দাবনের পণ্ডিত রামেশ্বর শর্ম্মার একমাত্র মেয়ে—

জাহ্নবী। খুব হয়েছে, থাম তো!

পুরাদিত্য। আপনি রাগ করবেন না মা। উনি পণ্ডিত-পুরুষ।

মহাজ্ঞানী। আমাদের মত সাধারণ মানুষ নন···কাজেই ওঁর কথায় রাগ না করে কবির বিয়ের ঠিক করে ফেলুন।

রূপধর। আপনি ঠিক বলেছেন।

পুরাদিত্য। বৃন্দাবন থেকে মেয়েটিকে নিয়ে আসুন। তার পিতাকে সংবাদ দিন···এত সুন্দর একটা সংসার···এ সংসারে লক্ষ্মী না থাকলে ভাল লাগে?

জাহ্নবী। তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক বাবা। বলি, শুনছো কথাগুলো। বাইরের লোকে যা বোঝে, তুমি কি তাও বোঝ না? লছমী ছিল বুঝতে পারিনি। সে চলে যাবার পর সারা সংসারটা যেন মরুভূমি হয়ে গেছে।

পুরাদিত্য। মরুভূমিতেই মরুদ্যান সৃষ্টি হয় মা! দুঃখ করার কি আছে। আবার আপনাদের সংসার হেসে উঠবে। আবার ভরে উঠবে মন।

জাহ্নবী। কি মিষ্টি কথা! তোমার পরিচয় কি বাবা?

পুরাদিত্য। আমি দ্রোণবারের যুবরাজ। আমার নাম পুরাদিত্য।

গণপতি। কুমার পুরাদিত্য!

পুরাদিত্য। [প্রণাম করে] আশীর্ব্বাদ করুন, যেন দেশের মঙ্গলের জন্য জীবন দিতে পারি।

গণপতি। এস বাবা···ভগবান শ্রীবিষ্ণু তোমার মনোস্কামনা পূর্ণ করুন।

জাহ্নবী। আমাদের লছমী কেমন আছে বাবা?

পুরাদিত্য। [প্রণাম করে] ভালই আছেন মা।

জাহ্নবী। এস বাবা, এস। দীর্ঘজীবী হও।

রূপধর। রাজার ছেলে হয়ে এত সুন্দর ব্যবহার···

পুরাদিত্য। ছিল না ভাই। মহান কবি বিদ্যাপতিই আমার আভিজাত্যের দুর্গ ভেঙ্গে দেখিয়ে দিয়েছে অসংখ্য প্রজার ঠিকানা। মনের কালিমা দুহাতে সরিয়ে শিখিয়ে দিয়েছে—মায়ের পূজার মন্ত্র। তাই সাধ করে ওই তাম্রপাত্র আমিই বয়ে এনেছিলাম আপনাদের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য। আজ জীবন সার্থক হলো।

গণপতি। পুরাদিত্য!

পুরাদিত্য। দেখে গেলাম কবি বিদ্যাপতির ধূলার স্বর্গ বিসফি গ্রাম, আর নিয়ে গেলাম আপনাদের শ্রীচরণের ধূলি। হৃদয়ে অনুভব করলাম, কত জন্ম জন্মান্তরের তপস্যার ফলে কবি বিদ্যাপতি পেয়েছেন এমন দেবতুল্য পিতা, আর দেবীসমা মা! আমি আসি মা! আবার দেখা হবে।

[প্রস্থান।

জাহ্নবী। রূপধর! বিদ্যার মতটা একবার জেনে নিস বাবা!

রূপধর। মত কি জানবো জ্যাঠাইমা! সেকি মুখে কিছু বলবে? কাল রাতে তার ঘরে গিয়ে দেখলাম। অপূর্ব্ব পদ রচনা করেছে—

গণপতি। কি পদ রচনা করেছে?

[রূপধর গাহিতেছিল।]

[পদ]

মাধব! বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল-এ দেহ সোপলুঁ
দয়া জনু ছোড়বি মোয়॥
গণইতে দোষ—গুণ লেশ ন পাওবি,
যব তনু করবি বিচার।

তুঁহু জগন্নাথ—জগতে কহায়সি
জগ বাহির নহ মোহে ছার॥
ভণই বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদ পল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু।

[প্রস্থান।

জাহ্নবী। না···না···না···[কাঁদিয়া ফেলিল]

গণপতি। জাহ্নবী!

জাহ্নবী। তোমার পায়ে পড়ি স্বামী! ছেলেটার দিকে একটু লক্ষ্য দাও। লছমীকে হারিয়ে তার জীবন বুঝি হারিয়ে যেতে বসেছে।

গণপতি। কথা শোনো।

জাহ্নবী। তোমার সব কথা শুনবো। তুমি শুধু একটা কথা শোনো। আমি ধন চাই না, মান চাই না, চাই শুধু বিদ্যাকে সংসারী দেখে যেতে। আমি তার মা। আমার মরণের পর সে যা করে করুক। আমি বেঁচে থাকতে তাকে সন্ন্যাসি সাজতে দিও না।।

[প্রস্থান।

গণপতি। কি আশ্চর্য্য! সন্ন্যাসী হবে কেন! সৃষ্টির কি অপূর্ব্ব রহস্য। চির রহস্যময় মহাবিষ্ণু একদিন মনুকে বললেন,—হে মনু! এ্যাঁ,···জাহ্নবী চলে গেছে···যাবেই তো, ওরা যে সংসারের নেশায় মাতাল..কিন্তু কিছুতেই বোঝে না যে সংসারটাই হলো গিয়ে... চার গণিত ছয়···বিযুক্ত দশ···যুক্ত ছয়—বিযুক্ত বিশ—অর্থাৎ শুন্য।

[প্রস্থান।

···:০:—

চতুর্থ দৃশ্য।

শাহীমঞ্জিল।

নেশায় টলায়মান হুসেনশাহের প্রবেশ।

হুসেন। শুন্য···কেন শুন্য থাকবে আমার নীদমহল? আমি জৌনপুরের শাহজাদা মহম্মদ হুসেনশাহ শকি···শকি বংশের একমাত্র চেরাগ। আমার নীদমহল শুন্য থাকতে পারে না বে-আদব।

ইস্কান্দারমির্জ্জার প্রবেশ।

ইস্কান্দার। আপনি আমার কথা বুঝতে পারেন নি শাহজাদা।

হুসেন। কি করে পারবো বেয়াদব! তুমি তো জানো, আমি সরাপ আর ঔরৎ ছাড়া দুনিয়ার কোন কথা বুঝতে পারি না?

ইস্কান্দার। সরাব তো আপনাকে বহুৎ দিয়েছি জনাব!

হুসেন। মগর ঔরৎ কি আসমান থেকে পড়বে বদতমিজ?

ইস্কান্দার। শাহজাদা!

হুসেন। চোপরাও বদ্‌নসীব! কোথাকার কে এক ব্যবসাদার বিদ্যাপতিকে রাজা শিবসিংহ গ্রাম দান করেছে। তাতে কি হয়েছে?

ইস্কান্দার। বিদ্যাপতি ব্যবসাদার নয়।

হুসেন। তবে কি কেল্লাদার?

ইস্কান্দার। না জনাব। তাও নয়।

হুসেন। তাহলে সে নিশ্চয়ই চৌকিদার? বেশ করেছে, সামান্য একটা চৌকিদারকে গ্রাম দান করেছে, রাজা শিবসিংহ ভাল কাজ করেছে।

ইস্কান্দার। জী, বিদ্যাপতি চৌকিদার নয়। কবি।

হুসেন। কবি! কবি কাকে বলে ইস্কান্দার? সিপাহ্‌শালার, মনসবদার, সুবাদার, কেল্লাদার এমন কি চৌকিদার, সহরৎদার, তৌশিলদার এদের কথাই জানি, মগর কবি…কবি কি রাজ্যশাসন করে?

ইস্কান্দার। জী, না।

হুসেন। নাচে, গান গায়?

ইস্কান্দার। জী, না।

হুসেন। না—না—না। সব কথাতেই না, তাহলে কি করে সেই কবি?

ইস্কান্দার। জী, কবিতা লেখে।

হুসেন। কবিতা! শব্দটা শুনে যেন ঔরতের গন্ধ পাচ্ছি। আচ্ছা ইস্কান্দার! ঔরৎ নিয়ে তো লোকে মৌজ করে, তা কবি সেই ঔরৎ লেখে, এ আবার কি রকম হলো?

ইস্কান্দার। কবিতা মানে ঔরৎ নয় জনাব।

হুসেন। তবে?

ইস্কান্দার। কথায় কথা মিলিয়ে…স্থর করে…মানে, ছড়ার মত—

হুসেন। হাঃ-হাঃ-হাঃ, বদজবান বেয়াদব! শায়ের—শায়ের লেখে কবি বিদ্যাপতি। সে তো বহুৎ আচ্ছা আদমী। রাজা শিবসিংহ তাকে গ্রাম দান করেছে, ভুল করেছে, আমি হলে জায়গীর দান করতাম।

ইস্কান্দার। তাহলে মিথিলায় আসা আপনার লোকসান হয়ে গেছে।

হুসেন। কেন?

[রাণী লছমীর তৈলচিত্র বাহির করিয়া হুসেনের সামনে মেলে ধরে।]

হুসেন। শোভানাল্লা! বেহেস্তের হুরি। এ কে ইস্কান্দার?

ইস্কান্দার। রাজা শিবসিংহের রাণী।

হুসেন। একে আমার চাই।

ইস্কান্দার। এ ঔরৎ কবি বিদ্যাপতির এক্তিয়ারে।

হুসেন। রাজা শিবসিংহের রাণী কবি বিদ্যাপতির এক্তিয়ারে?

ইস্কান্দার। সে অনেক কথা জনাব। পরে আপনাকে বলবো।

হুসেন। না—না, কোন কথা আমি শুনতে চাই না। এই গুলবাগিচার গুলাব লছমীকে আমার চাই। সরাপ না হলে দিন কাটে না, রাত কাটে না, ঔরৎ না হলে…সে তো তুমি জানো বেয়াদব?

ইস্কান্দার। কিন্তু বিরক্ত হবেন।

হুসেন। কে সে কসবীর বাচ্ছা?

ইস্কান্দার। আপনার বাপজান।

হুসেন। ইস্কান্দার!

ইস্কান্দার। মহামান্য সুলতান ইব্রাহিম শাহ শকি রাজা শিবসিংহ এবং কবি বিদ্যাপতিকে প্যার করেন।

হুসেন। বেকুব বাপজানটাকে নিয়ে হয়েছে বহুৎ মুস্কিল। কবে যে লোকটা এন্তাকাল করবে, তার ঠিক নেই। মগর এই তসবীর… এই তসবীর নিয়ে আমি কি করবো? এ তো শুধু তসবীর। এতে রক্ত নেই, গোস্ত নেই, সুরমা মাখা আঁখের পাতা পড়ছে না…সরমরাঙ্গা মুখখানা আমার মুখের কাছে এগিয়ে আসছে না… ইস্কান্দার! বেয়াদব বাপজানের কথা বাদ দাও। এই ইস্পাহানী

আপেল আমার চাই…এর নরম নরম সরম রাঙ্গা ঠোঁটে আমি দাঁত বসিয়ে—[লছমীর তৈলচিত্র মুখের কাছে আনিয়া চুম্বন করিতে উদ্যত হইল]

সোলেমান খাঁর প্রবেশ।

সোলেমান। শাহজাদা!

হুসেন। আঃ! কে তুমি বেয়াদব! ও, সুবেদার সুলেমান খাঁ! তুমি আমার বহুৎ মিঠি সময় বরবাদ করে দিলে। তোমার বহুৎ বেয়াদবিতে আমার শিরিন খোয়াব ভেঙ্গে গেল। তুমি জানো না বদতমীজ, যে দিনে সরাপ আর রাতে শাকী না হলে আমার মেজাজ আসে না?

সোলেমান। শুনেছিলাম কিন্তু দেখিনি। আজ দেখছি।

হুসেন। কি দেখছো?

সোলেমান। নেশায় মাতোয়ালা হয়ে গেছেন…

হুসেন। বহুৎ খুব।

সোলেমান। পা টলছে।

হুসেন। বহুৎ আচ্ছা।

সোলেমান। কথা জড়িয়ে যাচ্ছে…নীদমহলে গিয়ে শুয়ে পড়ুন।

হুসেন। বহুৎ সুরৎওয়ালী এই ঔরৎটাকে আমার নীদমহলে হাজির করে দেবে তুমি, জবান দাও সুবাদার সুলেমান খাঁ!

সোলেমান। তোবা…তোবা…

ইস্কান্দার। তোবা…তোবা কেন সুবাদার সাহেব?

সোলেমান। তুমি বুঝবে না কেল্লাদার।

ইস্কান্দার। কেল্লাদার বলে এত এনকার?

সোলেমান। বেয়াদবি করো না ইস্কান্দার মির্জ্জা!

ইস্কান্দার। বেয়াদবি আপনি করছেন সুবাদার সাহেব! রাজা শিবসিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ফিরে এসেছেন সবেরে, দিন খতম হয়ে রাত এসে গেল, তবু এখনও সে খবর আপনি পেশ করেন নি।

সোলেমান। পেশ কি তোমার কাছে করতে হবে?

হুসেন। কেন, আমি কি শাহীমঞ্জিলে বে-হাজির সুবাদার সাহেব।

ইস্কান্দার। আসল কথা কি জানেন শাহজাদা?

হুসেন। কি?

ইস্কান্দার। শাহীমহলে আপনার আসা উনি পছন্দ করেন না।

সোলেমান। ইয়াদ রাখো ইস্কান্দার! আমি তোমার উপর-ওয়ালা!

হুসেন। তাহলে তুমিও ইয়াদ রাখো, তোমার উপরওয়ালা তোমার সামনে দাঁড়িয়ে।

সোলেমান। আমি তো আপনার কোন বে-ইজ্জত করিনি।

হুসেন। মগর শাহজাদা হুসেনশাহ শকি যে সুদুর জৌনপুর থেকে সুবে মিথিলায় এলেন—তার মউজের জন্য তুমি কি ব্যবস্থা করেছ?

সোলেমান। [তীব্রকণ্ঠে] খামোশ!

হুসেন। কি বললে সুবাদার সোলেমান খাঁ।

সোলেমান। গোলামের গোস্তাকী মাফ করুন শাহজাদা! কিছু-ক্ষণের জন্যে আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে আমি নোকর আর আপনি আমার মালিকের একমাত্র পুত্র শাহজাদা হুসেনশাহ শকি।

ইস্কান্দার। আপনি কি সরাপ খেয়েছেন সুবাদার সাহেব?

সোলেমান। হুঁসিয়ার কেল্লাদার ইস্কান্দার মির্জ্জা! মগজে আমার আগুন জ্বেলে দিও না। নিজে নীচ বলে তামাম দুনিয়ার ইনসানকে

নীচ ভেবে নিও না। শাহজাদার কাছে গোলামের একটা আর্জ্জি আছে জনাব! রাজা শিবসিংহ কি বলেছেন, সে কথা বলার আগে রাণী লছমীদেবীর সম্পর্কে আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।

হুসেন। বল।

সোলেমান। ওই তসবীর আপনি যেখান থেকে পেয়েছেন, সেখানেই ফিরিয়ে দিন।

হুসেন। না। এই তসবীর যার, তাকেও আমি চাই।

সোলেমান। রাণী লছমী সীতার দেশের মেয়ে। এই মিথিলার মাটিতেই ছড়ানো আছে তার পূণ্য চরণধূলি। ইয়াদ রাখবেন শাহজাদা! সীতার দেশের মেয়েরা স্বামীর সঙ্গে বনে যায়…অশোক কাননে বন্দিনী হয়, কিন্তু রাবণের হাতে ধরা দেয় না।

হুসেন। সুবাদার সাহেব!

সোলেমান। সুবাদার সুলেমান খাঁর বেয়াদবি মাফ করবেন শাহজাদা! আদাব…

[প্রস্থান।

ইস্কান্দার। কাফের হিন্দুদের সঙ্গে মিশে কাফের হয়ে গেছে।

হুসেন। ইস্কান্দার! তোমাকে আমি সুবাদার বানিয়ে দেব।

ইস্কান্দার। শাহজাদা!

হুসেন। মগর জবান দাও, এই তসবীর যার, সেই খুবসুরৎ ঔরৎ রাণী লছমীকে তুমি আমার নাঁদমহলে হাজির করে দেবে?

ইস্কান্দার। খোদা কসম! আমি জবান দিলাম শাহজাদা! মগর কিছুদিন আমাকে সময় দিতে হবে।

হুসেন। বহুৎ আচ্ছা ইস্কান্দার! খোয়াবগাহে তাহলে দুশরা ঔরৎ হাজির করে দাও।

ইস্কান্দার। জী, হাজির করেছি। তবে·· সে ঔরৎকে কাজে লাগাবো।

হুসেন। কিসে?

ইস্কান্দার। দোজাকে নামাতে।

হুসেন। কাকে?

ইস্কান্দার। কবি বিদ্যাপতিকে।

হুসেন। ইস্কান্দার!

ইস্কান্দার। কবি বিদ্যাপতিকে শিবসিংহের কাছ থেকে সরাতে পারলেই, লছমী আপনার নীদমহলে হাজির হয়ে যাবে।

হুসেন। নয়া ঔরৎ দেখতে কেমন?

ইস্কান্দার। বহুৎ হসীল। [হাততালি দেয়]

বিদারওয়াক্কের প্রবেশ।

বিদার। বাহর-অল-গজল···বাহর-অল-গজল ছেঁচে ফেলতাম··· কিলিমাঞ্জারোর কালো পাথর গুঁড়িয়ে ধূলো মোতাবেক আসমানে উড়িয়ে দিতাম···সাভানার হারাহারা জঙ্গল ভাসিয়ে দিতাম নীল-নদের তুফানে···মগর তার আগেই সাদা বুয়োর আমাকে বজরায় তুলে আরবের হাটে বিক্রি করে দিল। অনেক আশরফি পেয়ে জানোয়ারের মোতাবেক হেসে উঠলো—হাঃ-হাঃ-হাঃ···

হুসেন। এ কে ইস্কান্দার?

ইস্কান্দার। আপনার বান্দা।

হুসেন। আমার বান্দা!

ইস্কান্দার। জী হ্যাঁ। আপনার জন্যেই একে খরিদ করে এনেছি বাঁদীর হাট থেকে।

বিদার। ক্বয়েঙ্গারীর পাইন জঙ্গলে ভেড়া চরাতো…রবার ক্ষেতে কাজ করতে করতে গান গাইতো…আমি দূর থেকে চেয়ে দেখতাম… মগর আর সে আসবে না…বজরা এল…তুফান এল…এল ভয়ঙ্কর বেঙ্গুয়েলা—বেঙ্গুয়েলা…ভাস্কোদাগামা—

হুসেন। ভাস্কো-দা-গামা!

বিদার। আসবে। সেই সাদা বুয়োর এদেশে আসবে। জাম্বেসীর পাণিতে বজরার উপর দাঁড়িয়ে দক্ষিণ আর পূবের আসমানের দিকে চেয়ে চেয়ে কি যেন একটা নক্ষত্রকে খুঁজতো…

ইস্কান্দার। বান্দা!

বিদার। লাল চোখ মেলে জানোয়ার মোতাবেক দাঁত বার করে বলতো—হিন্দোস্থান…হিন্দোস্থান…হিন্দোস্থানে আছে মুঠো মুঠো সোনা। সে সোনা আমি লুঠ করে আনবো…জাহাজ ভর্ত্তি করে নিয়ে আসবো হিন্দোস্থানের সোনা…সেটসী…সেটসী…ভয়ঙ্কর বিষাক্ত মাছি সেটসী…যাকে ধরে তার রক্ত চুষে খায়…আমার কিমায়াকে ধরেছে…তার বুকে মুখ দিয়ে কলিজার রক্ত টেনে নিচ্ছে…হুঁসিয়ার সেটসী…হুঁসিয়ার।

ইস্কান্দার। বান্দা!

[বিদারওয়াক্তকে চাবুক মারে। বিদার যেন কেমন হয়ে যায়। বলে—]

বিদার। সেলাম মালেক।

ইস্কান্দার। আব্বাসাকে নিয়ে আয়।

বিদার। যদি সে না আসতে চায়?

হুসেন। জোর করে তুলে নিয়ে আসবি।

বিদার। যো হুকুম মালেক। যে মোতাবেক কিমায়াকে তুলে নিয়েছিল বুয়োর শয়তান ভাস্কো-দা-গামা। কিমায়ার নরম শরীরটা

চেপে ধরেছিল বুকের সঙ্গে···বাচ্ছাটা কেঁদে উঠলো···আমার হাতে তখন কালো পাথর···কলিজায় খুনের দাপাদাপি···বাণ্টু ঔরৎ কিমায়া চেঁচাচ্ছে বাঁচাও···

ইস্কান্দার। বিদারওয়াক্ত!

বিদার। যো হুকুম মালেক।

[প্রস্থান।

হুসেন। বান্দাটা মানুষ নয়, জানোয়ার।

ইস্কান্দার। জানোয়ার বিদ্যাপতিকে জব্দ করতে হলে জানোয়ারই দরকার শাহজাদা!

হুসেন। ঠিক হ্যায় ইস্কান্দার! মগর জলদি জলদি কাজ কর। তুমি তো জানো, দিনে সরাব আর রাতে শাকী না পেলে আমার কলিজা শুকিয়ে যায়।

ভীতা হরিণীর মত ছুটিতে ছুটিতে আব্বাসার প্রবেশ। তাহার বেশবাস বিচ্ছিন্ন। পিছনে বিদারওয়াক্ত।

আব্বাসা। শুকিয়ে গেছে···আমার কলিজা শুকিয়ে গেছে...বুক কাঁপছে থর থর করে - আসমানটা যেন দুলছে···পিয়াস···বহুৎ পিয়াস ···পাণি···পাণি···একটু পাণি—

[হাঁফাতে হাঁফাতে বসে পড়ে, ইস্কান্দার সরাপের পিয়ালা তার মুখে ধরে, আব্বাসা তাহা পান করে মুখ বিকৃত করে বলে—]

আব্বাসা। আমাকে সরাপ খাওয়ালেন!

হুসেন। }
ইস্কান্দার। } হাঃ-হাঃ-হাঃ!

আব্বাসা। ওয়াক থুঃ!

ইস্কান্দার।
হুসেন। } হাঃ-হাঃ-হাঃ!

ইস্কান্দার। শুনলাম, তুমি নাকি খানা খাওনি?

আব্বাসা। জিন্দা থাকতে খাবো না। [হিক্কা]

হুসেন। জীন্দা তোমাকে থাকতে হবে রূপসী আর খানাও তোমাকে খেতে হবে।

আব্বাসা। জীন্দেগীর নেশা আমার কেটে গেছে মালেক। [হিক্কা] এ দুনিয়ায় আমি আর জীন্দা থাকতে চাই না। পাণির পিয়াসায় বুক শুখিয়ে গিয়েছিল, সরাব খেয়ে মিটে গেল সে পিয়াসা। [হিক্কা] মেহেরবানি করে এবার আমাকে মৃত্যু দিন মেহেরবান!

হুসেন। শাহজাদা হুসেনশাহের সঙ্গে তুমি দিল্লাগী করেছো সুন্দরী।

আব্বাসা। শাহজাদা!

[আব্বাসা ও হুসেন চেয়েছিল। হুসেন মৃদু হাসছিল, আব্বাসার হিক্কা উঠছিল।]

আব্বাসা। না···না···না···আমার পায়ের তলায় জমিন কাঁপছে··· বুকের ভেতর উঠেছে মরু সাহারার ঝড়—আমি পালিয়ে যাব—

[প্রস্থানোদ্যত হইলে বিদারওয়াক্ত তাকে ধরে তীব্রকণ্ঠে বলে—]

বিদার। বেঙ্গুয়েলা···বেঙ্গুয়েলা···

আব্বাসা। মেহের করুন মালেক। এই জানোয়ারের কবল থেকে আমাকে বাঁচান। [হিক্কা]

হুসেন। তাহলে তোমাকে নাচতে হবে।

আব্বাসা। শরীর যে [হিক্কা] আমার কাঁপছে।

ইস্কান্দার। ঠিক হ্যায়। আজ শুধু গান গাও।

আব্বাসা। [হিক্কা] গান কি আর আছে আমার দীলে!

ইস্কান্দার। [চাবুক দিল বিদারকে] চাবুক লাগাও বিদারওয়াক্ত!

[বিদার আব্বাসাকে ঠেলে দেয়, চাবুক ধরে বলে—]

বিদার। গানা শুরু কর জোয়ানী। না করলে এই চাবুক তোমার পিঠে চালিয়ে চামড়া উঠিয়ে নেব। রাবার ক্ষেতের মালিক যে মোতাবেক চাবুক চালাতো সুদানী ঔরৎগুলোর পিঠে, সেই মোতাবেক চাবুক চালিয়ে তোমার দেহের গোস্তয় কালা দাগ বসিয়ে দেব।

[চাবুক মারে। আব্বাসা আর্ত্তনাদ করে ওঠে। হাঁফায়। হিক্কা তোলে। গান গায়।]

আব্বাসা। **গীত।**

লুট হো গয়া,
বাগিচা সে বসরাই লুট হো গয়া।
দুনিয়া হামারী পাশ ঝুট হো গয়া।

হুসেন। খামোশ আব্বাসা! তোমার কান্না আমি শুনতে চাই না। এস তুমি আমার সঙ্গে, কি গান আমি শুনতে চাই, নীদ-মহলে নিয়ে গিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি···[হাত ধরে]

ইস্কান্দার। ছোকরীকে ছেড়ে দিন জনাব। ওকে বহুৎ কিছুর তালিম দিতে হবে।

হুসেন। [ছেড়ে দেয়] বহুৎ ঠিক। মগর রাত বহুৎ হলো, তুমি তো জানো ইস্কান্দার! দিনে সরাব আর রাতে শাকী না পেলে, মেজাজ আমার বিলকুল খাট্টা হয়ে যায়। আমি নীদ-

মহলে চললাম...সরাব আর শাকী হাজির করে দেবে। বাঁদীকে বল, বেলোয়ারী ঝাড় জ্বেলে দিয়ে আতরের ফোয়ারা খুলে দিক। বান্দাকে জানিয়ে দাও—কিমা, কোর্ম্মা, কাবাব যেন দস্তানা দিয়ে ঢেকে রেখে দেয়।

ইস্কান্দার। জী, আচ্ছা জনাব।

হুসেন। জরুর ইয়াদ রাখনা বেয়াদব! দিনে সরাব আর রাতে শাকী না পেলে তোমাকে আমি কোতল করবো। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

ইস্কান্দার। জানের যদি পরোয়া থাকে, দুনিয়ার বুকে যদি জীন্দা থাকতে চাস, তাহলে আজ রাতের মধ্যে ওই আরবিয়ানী ছোকরীকে নাচ-গান করতে রাজী করিয়ে ফেল।

বিদার। জী, আচ্ছা।

ইস্কান্দার। মুখে শুধু আচ্ছা নয়। কাজে আচ্ছা চাই। আজ রাত শেষ রাত, রাজী করতে পারলে ডাকবি, আর যদি না পারিস তাহলে—তোর ওই একটা চোখও আমি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেব। ইয়াদ রাখিস, আমার নাম মহম্মদ ইস্কান্দার মির্জ্জা। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[প্রস্থান।

বিদার। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[আব্বাসাকে প্রচণ্ড চাবুক মারে। আব্বাসা চিৎকার করে। বিদার হাসে। আব্বাসা জ্ঞান হারায়। বিদার হাঁফায় আর বলে—]

বিদার। সাহারা···সাহারা জ্বলছে এই কলিজার মাঝখানে। বুয়োর শয়তান আমার কিমায়াকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছে···বাচ্ছাটাকে ভাসিয়ে দিলো কালা পাণি জাম্বেসীর তুফানে—সে জীন্দা থাকলে বলতো—

[আব্বাসার ঠোঁট কাঁপে। সে বলে—]

আব্বাসা। আব্বাজান!

[বিদার আব্বাসার দিকে ঝুঁকে পড়ে।]

বিদার। কি বললি!

আব্বাসা। আব্বাজান! আমি তোমার বেটির মত। তুমি আমাকে বাঁচাও।

বিদার। বাঁচাবো! আব্বা যখন বলেছিস, নিশ্চয় তোকে বাঁচাবো। কিন্তু ওরা জানতে পারলে খুন নিকলে দেবে। এক কাজ কর বেটি!

আব্বাসা। বল।

বিদার। ওদের কথা তুই শোন। নাচ গান কর। ওরা যা হুকুম করে, তাই তামিল কর।

আব্বাসা। বেটিকে তুমি দোজাকে নামাতে চাইছো বাপজান?

বিদার। না। দোজাকে তোকে নামতে দেব না।

আব্বাসা। কি দিয়ে বাঁচাবে?

বিদার। জান কোরবানী দিয়ে।

আব্বাসা। আব্বা!

বিদার। ইয়াদ রাখিস বেটি। দুনিয়ার কোন শয়তান এই বদারওয়াক্ত জীন্দা থাকতে তোকে বেইজ্জত করতে পারবে না।

আব্বাসা। আমি চললাম আব্বাজান!

বিদার। কোথায়?

আব্বাসা। ওই শয়তানদের রাতের মাইফিলে।

বিদার। আব্বাসা!

আব্বাসা। আর আমি ভয় করি না আব্বা। এই আরবীয়ানী জওয়ানী আব্বাসার নাচের পায়েল ওদের জীন্দেগীতে তুলবে তুফান। এই সুরৎওয়ালী আব্বাসার মিঠি গানে ওদের দুনিয়া হারিয়ে যাবে। ওরা সরাব খেয়ে চেয়ে দেখবে—আব্বাসা নাচছে। আব্বাসা গাইছে ··ওদের দীলের পর্দ্দায়···তসবীর হয়ে দোল খাচ্ছে আরবীয়ানী আব্বাসা।

[প্রস্থান।

বিদার। ককেশাস শয়তান আমার বাচ্ছা আয়েসাকে খুন করতে পারেনি। কিমায়া, তুমি দেখে যাও, তোমার বেটি আজ খুবসুরৎ হয়েছে · সেটসী···সেটসী, শয়তান মাছির ডানা টেনে ধরেছি···ছেড়ে দে—আমার আয়েসাকে ছেড়ে দে—নইলে তোর বিষাক্ত ডানা আমি এই হটেনটট নিগ্রো বিদারওয়াক্ত মুচড়ে ভেঙ্গে দেবো। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

—:০:—

তৃতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য।

মিথিলার রাজস্থান।

পুরাদিত্যের প্রবেশ।

পুরাদিত্য। হাঃ-হাঃ-হাঃ, অন্ধকার বিবর থেকে বেরিয়ে আসছে ধ্বংসের সরীসৃপ। প্রথম ছোবল দেবে কবি বিদ্যাপতির বুকে। বিদ্যাপতি ঘুমিয়ে পড়লেই রাজা শিবসিংহ অসহায়! তারপর! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

অরিসিংহের প্রবেশ।

অরিসিংহ। অসহ্য···অসহ্য··ওই হাসি আমার সহ্য শক্তির বাঁধ ভেঙ্গে দিচ্ছে। প্রাসাদে দাস-দাসীরা হাসছে···রাজপথে পথিকরা হাসছে। রাজা শিবসিংহের সু-শাসনে সারা মিথিলা যেন হাসিতে ফেটে পড়েছে···

পুরাদিত্য। এ হাসি বেশী দিন থাকবে না মহারাজ!

অরিসিংহ। বলছো!

পুরাদিত্য। শুধু মুখে বলছি না। আপনার পদস্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করছি, আপনাকে সিংহাসনে না বসিয়ে আমি দ্রোণবার ফিরে যাব না। আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন মহারাজ!

অরিসিংহ। আঃ, কথাটা শুনতেও কত আনন্দ। আশীর্ব্বাদ করি তুমি জয়ী হও পুরাদিত্য!···রাঢ়বঙ্গের সংবাদ কি?

পুরাদিত্য। রামেশ্বর মিশ্র মারা গেছেন।

অরিসিংহ। তার কন্যা অনুরাধা?

পুরাদিত্য। তার বিয়ে হয়ে গেছে।

অরিসিংহ। তাহলে উপায়?

পুরাদিত্য। কবির বন্ধু রূপধর রাঢ়বঙ্গে যাবার আগেই কুমারী অনুরাধা গণপতি ঠাকুরের বাড়ীতে উপস্থিত হবে।

অরিসিংহ। কি করে সম্ভব?

পুরাদিত্য। মুসলমানী আব্বাসা সাজবে ব্রাহ্মণ রামেশ্বর মিশ্রের কন্যা অনুরাধা।

অরিসিংহ। পুরাদিত্য!

পুরাদিত্য। আজ্ঞে হ্যাঁ। রামেশ্বরের বৃদ্ধ প্রতিবেশী সেজে আমিই অনুরাধারূপী আব্বাসাকে পৌছে দেব।

অরিসিংহ। সাবধান…খুব সাবধানে কাজ করবে পুরাদিত্য। মূর্খ পদ্মসিংহকে কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না। তুমিই আমার একমাত্র ভরসা…ধরাপড়ে গেলে সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে।

পুরাদিত্য। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে কিছুদিন অপেক্ষা করুন মহারাজ!

অরিসিংহ। হাঃ-হাঃ-হাঃ, মহারাজ অরিসিংহ সিংহাসনে বসবে। পাত্র-মিত্র সভাসদবর্গ স-সম্ভ্রমে মাথানত করে অভ্যর্থনা জানাবে। বন্দীরা গাইবে গান…ঘোষক ঘোষণা করবে…মিথিলাধিপতি প্রবল প্রতাপান্বিত প্রজাবান পরম ভট্টারক রাজাধিরাজ অরিসিংহের জয়।

দেবযানীর প্রবেশ।

দেবযানী। সে শুভদিন কবে আসবে বাবা?

অরিসিংহ। বেশী দেরী হবে না বৌমা। তোমার দাদা আমাকে কথা দিয়েছে, সে শুভদিন শীঘ্রই আসবে।

দেবযানী। বড় কষ্ট হয় বাবা। আপনার দুরবস্থা দেখে দুচোখ জলে ভরে যায়। কিন্তু কিছুই করার নেই। এক বুক দুঃখ নিয়ে শুধু আপনার ছেলের জন্যই এ বাড়ীতে আমাকে অকারণে হাসতে হয়। [কান্না]

অরিসিংহ। কেঁদো না বৌমা! সিংহাসনে বসেই আমি মূর্খ পদ্মসিংহকে শাসন করে দেব। যাদুকরী লছমী তাকে যাদু করেছে। বিদ্যাপতির ছলনায় সে মোহগ্রস্থ। কিন্তু রাজা হয়ে কারও ধৃষ্টতা আমি সহ্য করবো না।

পুরাদিত্য। মহারাজ!

অরিসিংহ। হ্যাঁ, আমি মহারাজ অরিসিংহ পিতা কীর্ত্তিসিংহের সিংহাসনে নাব্য উত্তরাধিকারী। আজ যারা শ্লেষের হাসি হেসেছে আমাকে দেখে, তাদের আমি কাউকে ক্ষমা করবো না। ক্ষমা করবো না লম্পট কবি বিদ্যাপতিকে, ক্ষমা করবো না চতুর শিবসিংহকে। আর সেই কুহকিণী নারী লছমীকে আমি কিছুতেই ক্ষমা করবো না। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান]

পুরাদিত্য। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

দেবযানী। দাদা!

পুরাদিত্য। বৃদ্ধ স্থবির ঐনিবার বংশের কলঙ্ক।

দেবযানী। আমার শ্বশুরকে তুমি ঘৃণা কর?

পুরাদিত্য। নিশ্চয়ই।

দেবযানী। তাহলে এত কাণ্ড করছ কার জন্য?

পুরাদিত্য। শুধু তোর জন্যে দেবযানী।

দেবযানী। তুমি কি পাগল হয়ে গেলে দাদা?

পুরাদিত্য। কেন ?

দেবযানী। মিথিলার রাজা কি আমি হবো ?

পুরাদিত্য। রাণী হবি দেবযানী।

দেবযানী। রাণী !

পুরাদিত্য। হ্যাঁ রাণী। দ্রোণবারের রাজকন্যা মিথিলার রাণী হবে। এই ভেবেই আমি তোর বিয়ে দিয়েছিলাম…যে ঐনিবার বংশ বার বার দ্রোণবারের উপর অত্যাচার করেছে, আভিজাত্যের অহঙ্কারে যে ঐনিবার বংশ দ্রোণবারের বংশ মর্য্যাদাকে করেছে ঘৃণা, সেই ঐনিবার বংশের রাণী হবে দ্রোণবারের রাজকন্যা দেবযানী। এ আমার প্রতিজ্ঞা…এ আমার জিঘাংসা…এ আমার জীবন-মরণের স্বপ্ন।

[প্রস্থান।

দেবযানী। কিন্তু ঘূর্ণাক্ষরে দাদা যদি জানতো যে আমি রাণী হতে চাই না। চাই—স্বামীর ভালবাসা ? না। তবে কি চাও গো মেয়ে ? আমি চাই— [ইতস্ততঃ চেয়ে] কবি বিদ্যাপতিকে। বিদ্যাপতি আমাকে পাগল করেছে। না বাবা উচ্ছাসে কাজ নেই। সেদিন তো স্বামীদেবতা প্রায় ধরেই ফেলেছিল…

পদ্মসিংহের প্রবেশ।

পদ্মসিংহ। পারছি না…কিছুতেই ধরতে পারছি না। কেন এমন হলো কিছুতেই ধরতে পারছি না।

দেবযানী। কার কথা বলছো ?

পদ্মসিংহ। বৌদির।

দেবযানী। কি হয়েছে দিদির ?

পদ্মসিংহ। কারও সঙ্গে ভাল করে কথা বলছে না। মহেশ্বরদার মুখে শুনলাম খাওয়া-দাওয়া বন্ধ…কি ব্যাপার বলতো ?

দেবযানী। বট্‌ঠাকুরের কিছু হয় নি তো?

পদ্মসিংহ। না। দাদাও তো আমার মতই ভাবছেন।

দেবযানী। ও কিছু নয়। চল। [হাত ধরে]

পদ্মসিংহ। কোথায় যাবো?

দেবযানী। চল না দুজনে মুখোমুখি বসে…[হাসিয়া] কি দুষ্টু তুমি! সব আমাকে বলতে হবে। চোখ দেখে কিছু বুঝে নিতে পার না? এস। এখুনি চাঁদ উঠবে…সূর্য্য সায়রে কালো জলে ঝিকমিক করে উঠবে সোনালী স্বপ্ন…দুজনে দুজনের হাত ধরে…

পদ্মসিংহ। কি হবে?

[দেবযানী নৃত্যের ভঙ্গিমা সহকারে গান গাহিতেছিল।]

গীত

হারিয়ে যাবো।
এই শাওন সন্ধ্যায় মায়াঝরা জোছনায়
তুমি আমি দুজনায় হারিয়ে যাবো॥
আহা! হারিয়ে যাবো সেই অচিন দেশে—
যেথা স্বপ্নকুমার আছে সোনার কাঠি নিয়ে
স্বপ্নকুমারীর শিয়রে বসে।
যখন—প্রহর পেরিয়ে রাত হবে নিঝুম
তখনইতো ভাঙবে কুমারীর ঘুম—তারপর?
তুমি হবে মধুকর আমি হবো মাধবী।
দুজনেই দুজনারে জড়িয়ে নেব—ভরিয়ে দেব—হারিয়ে যাব॥

[গান শেষ করে পদ্মসিংহকে জড়াইয়া ধরিতে চাহিলে পদ্মসিংহ বলিল—]

পদ্মসিংহ। ছাড়ো। এ সব আমার ভাল লাগে না।

লছমীর প্রবেশ।

লছমী। ঠাকুরপো!

পদ্মসিংহ। বৌদি! তুমি—

লছমী। মাধবীলতার আড়াল থেকে সবই দেখেছি ভাই। ভারি আনন্দ পাচ্ছিলাম, কিন্তু তোমার ব্যবহারে শেষে দুঃখ পেলাম।

পদ্মসিংহ। না—মানে—

লছমী। মানে আমি বুঝি ঠাকুরপো! সব কথার মানে ধরলে সংসারই অচল হয়ে যাবে। দেবী বড় ভাল মেয়ে···ওর মনে দুঃখ দিও না। যাও, দুজনে একটু বেড়িয়ে এস।

পদ্মসিংহ। সম্ভব নয় বৌদি!

লছমী। সত্যি করে—সহজ করে বল, তোমাদের কি হয়েছে?

পদ্মসিংহ। সত্যি করে বলছি,—বলতে পারব না।

লছমী। ঠাকুরপো!

পদ্মসিংহ। সহজ করে বলছি, বলা চলে না!

দেবযানী। কেন বলা চলে না? আমি কি চুরি করেছি?

পদ্মসিংহ। না, চুরি তুমি করনি।

দেবযানী। তবে?

পদ্মসিংহ। নিজের কাছেই নিজে চুরি হয়ে গেছ।

[প্রস্থান

দেবযানী। না, আর আমার ভাল লাগে না। আসুক দাদা। বাবাকে বলে কালই আমি দ্রোণবার চলে যাবো।

লছমী। কি বলছো তুমি?

দেবযানী। ঠিকই বলছি। তোমার জন্যই আমার স্বামী বাঁকা পথে পা দিয়েছে। তোমার জন্যই আমাকে আজ তার অপমান সইতে হলো। দ্রোণবারের রাজকন্যা দেবযানীর এই দুঃখের জন্য একমাত্র দায়ি তুমি—তুমি—তুমি।

[প্রস্থান।

লছমী। মিথ্যা কথা বলে সত্যকে ঢেকে রাখা যায় না দেবী! কবির রূপে তুমি পাগল। তোমার সর্ব্বনাশা ক্ষুধা কবির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে···কিন্তু লছমী বেঁচে থাকতে তার ক্ষতি কেউ করতে পারবে না। হে ব্রজগোপাল! হে মাধব! কবি বিদ্যাপতিকে রক্ষা করো প্রভু। [বসিল]

[লছমী গান গাহিতেছিল।]

লছমী। গীত।

মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল এ দেহ সোপলুঁ দয়া জনু ছোড়বি মোয়।
ভণই বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদ পল্লব করি অবলম্বন, তিল এক দেহ দীনবন্ধু।

[গান শেষে মাথা নত করে প্রণাম করে।]

শিবসিংহের প্রবেশ।

[লছমী মুখ তুলিয়া দেখে স্বামী।]

শিবসিংহ। তুমি কি বিদ্যাপতির কাছে গান শেখো রাণী?

লছমী। তার অর্থ?

শিবসিংহ। সব সময় তোমার মুখে বিদ্যাপতির গান—বৈরাগ্যের গান—

লছমী। সংসার আর ভাল লাগে না। চোখ বুজলেই যেন দেখতে পাচ্ছি, সেই নীল যমুনার জলে কদম গাছের ছায়া। কান পাতলেই যেন শুনতে পাচ্ছি—সেই পাগল করা বাঁশী। চল না স্বামী! দুজনে বৃন্দাবন থেকে ঘুরে আসি?

শিবসিংহ। বৃন্দাবন যাব না লছমী।

লছমী। তবে কোথায় যাবে?

শিবসিংহ। মধুবন।

লছমী। না—না। সেদিন তো হারিয়ে গেছে স্বামী।

শিবসিংহ। সেই হারাণো দিন আমি আবার কুড়িয়ে এনে দেব। [লছমীকে বক্ষলগ্ন করিয়া বলিল] প্রিয়া! চল। এখনি হয়তো বিদ্যাপতি এসে দেখবে—

মহেশ্বরের প্রবেশ।

মহেশ্বর। আশ্চর্য্যজনক ঘটনা। [পিছু ফিরে দাঁড়ায়]

লছমী। ছিঃ-ছিঃ, কি লজ্জা!

মহেশ্বর। লজ্জার কিছুই নেই। এ তো জানা কথা বৌরাণী।

লছমী। ~~কি জানা কথা?~~

মহেশ্বর ~~গাই বাছুরে ভাব থাকলে বনে গিয়ে দুধ দেয়।~~

লছমী। যাও!

মহেশ্বর। যাবো তো বটেই। তবে আশ্চর্য্যজনক ঘটনা। তোমার কোলে একটা সোনার চাঁদ না দেখে আমি কখনও যাবো না।

শিবসিংহ। মহেশ্বর-দা!

মহেশ্বর। আঃ, ভাবতেও পাগল হয়ে যাই···ছোট্ট একটা ছেলে—কচি কচি হাত-পা ছুঁড়ে খেলা করবে···ক্ষিদে পেলে মা-মা বলে

ডাকবে···তুমি সব কাজ ফেলে দুধ খাওয়াতে বসবে···দেরী থাকে ত বল বৌরাণী! আমি বাবা ভোলানাথের কাছে মানত করে আসি।

শিবসিংহ। চুপ কর মহেশ্বর-দা!

মহেশ্বর। কেন চুপ করবো, তোমার ভয়ে? রাজা হয়েছ বলে? আরে, যাও—যাও, ভারী তো রাজা, তার আবার ভয়। রাজ্যে শান্তি আনছেন···হুঁ, প্রজাদের দুঃখ ঘোচাচ্ছেন···এমন মা দুর্গার কোলে যে কার্ত্তিক এনে দিতে পারে না, তার আবার রাজাগিরি!

লছমী। মহেশ্বর-দা!

মহেশ্বর। তোমাকেও বলি বৌরাণী! মা হবে না তো মেয়ে হয়ে জন্মেছো কেন? দিনরাত কবি আর কবিতা নিয়ে মেতে আছো···সময়ে অসময়ে মাধবকে ডাকছো। রাধা হওয়ার আগে যশোদা হও বৌরাণী। না হলে লোকে শুনলে বলবে—

লছমী। কি?

মহেশ্বর। আশ্চর্য্যজনক ঘটনা।

[প্রস্থান।

শিবসিংহ। [স্বগত] অনেকে অনেক কথা বলেছে, বিশ্বাস করিনি। কিন্তু মহেশ্বর-দা যা বলে গেল, তাও কি অবিশ্বাস করবো!

লছমী। কি ভাবছো গো?

শিবসিংহ। আমি ভুল করেছি।

লছমী। কি দেখছো অমন করে?

শিবসিংহ। তোমার হৃদয়।

লছমী। স্বামী!

শিবসিংহ। তোমার হৃদয়-মন্দিরে ঘুমিয়ে রয়েছে কবি বিদ্যাপতি।

লছমী। না—না, ওগো না। দেখতে তোমার ভুল হয়েছে। লছমীর হৃদয়ে যে পুরুষকে দেখছো—সে পুরুষ বিদ্যাপতি নয়।

শিবসিংহ। তবে কে?

লছমী। নবদূর্ব্বাদল শ্যাম।

[প্রস্থান।

শিবসিংহ। একি সত্যি! না ছলনা? আমি বুঝতে পারি না, রাণী লছমীর হৃদয়ের ভাষা। বিদ্যাপতিকেও ভালবাসতো শুনেছি··· কিন্তু—

বিদ্যাপতির প্রবেশ।

বিদ্যাপতি। একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি বন্ধু!

শিবসিংহ। কি কথা?

বিদ্যাপতি। ম্লেচ্ছ অপশিক্ষায় সারা দেশ ছেয়ে গেছে···

শিবসিংহ। এ আর নতুন কথা কি?

বিদ্যাপতি। কিন্তু তার তো প্রতিকার করতে হবে?

শিবসিংহ। বিদ্যাপতি!

বিদ্যাপতি। রাজ্যে শান্তি এসেছে। এইবার তো আদর্শ শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করা দরকার।

শিবসিংহ। সে আমি পরে ভাববো।

বিদ্যাপতি। পরে ভাববে, তুমি?

শিবসিংহ। তবে কে ভাববে? কে এ রাজ্যের রাজা?

বিদ্যাপতি। রাজা তুমি। কিন্তু এ সব কাজ তো রাজার নয়। রাজকার্য্যের জন্য আছে রাজকর্ম্মচারী···

শিবসিংহ। তাহলে তারাই করবে।

বিদ্যাপতি। তারা করছে না।

শিবসিংহ। কে বললে ?

বিদ্যাপতি। আমি বলছি।

শিবসিংহ। তুমি কি রাজ্যের সব সংবাদ রাখো ?

বিদ্যাপতি। এতদিন তাই রেখে এসেছি।

শিবসিংহ। অনুগ্রহ করে আর না রাখলেই খুসী হবো।

বিদ্যাপতি। শিবসিংহ !

শিবসিংহ। শিবসিংহ রাজা হলেও সে মানুষ। মানুষ শিবসিংহের জীবনে স্বপ্ন আছে…সাধ আছে…কিন্তু তোমার জন্য আমি রাজ-কার্য্য ছাড়া অন্য কোনদিকে মন দিতে পারিনি। তুমি কিছুদিনের জন্য আমাকে মানুষ হয়ে থাকতে দাও।

বিদ্যাপতি। তুমি আমাকে ভুল বুঝেছো বন্ধু।

শিবসিংহ। ভুল বুঝেছি–ভুল বুঝেছি—ভুল বুঝেছি…প্রাসাদের সকলের ধারণা, রাজা শিবসিংহ ভুল বুঝেছে…তাই যদি হয়…সত্যিই যদি আমি ভুল বুঝে থাকি, তাহলে সে ভুল তুমিই আমাকে বুঝিয়েছ কবি, অন্য কেউ নয়।

[প্রস্থান।

বিদ্যাপতি। রাজা শিবসিংহকে এ পথে নামালো কে ? তবে কি লছমী !

অপরূপ সাজে সজ্জিতা দেবযানী প্রবেশ করে। হাসে।

দেবযানী। হাঃ-হাঃ-হাঃ !

বিদ্যাপতি। কে !

দেবযানী। তোমার লছমীরাণী নই গো কবি ! আমি দেবযানী।

বিদ্যাপতি। দেবযানী !

দেবযানী। চিনতে পারছো না? সে কি গো! তোমার কুঞ্জ-কুঠিরের সামনে দিয়ে কতদিন সূর্য্যসায়রে স্নান করতে গেছি।

বিদ্যাপতি। আমি দেখিনি।

দেবযানী। আজ তাহলে দেখ। কি দেখছো আমার মুখে?

বিদ্যাপতি। রাধার রাগ।

দেবযানী। এই চোখে?

বিদ্যাপতি। বিশাখার বেদনা।

দেবযানী। আর বুকে?

বিদ্যাপতি। ললিতার লজ্জা।

দেবযানী। না গো কবি, না। আমার মুখে আছে জীবনের স্বপ্ন। চোখে আছে মিলনের মাধুরী আর বুকে আছে যৌবনের মধু। এই সোনাঝরা সন্ধ্যায় সবটুকু মধু তুমি পান করে যাও।

[দেবযানী সহসা কবির বক্ষলগ্ন হইয়া দুহাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিলে কবি ভীত হইয়া বলিল—]

বিদ্যাপতি। একি!

লছমীর প্রবেশ।

লছমী। অপরূপ দৃশ্য।

দেবযানী। কে! ও তুমি! কে আছেন, শীঘ্র ছুটে আসুন।

দ্রুত পদ্মসিংহের প্রবেশ।

পদ্মসিংহ। কি হয়েছে দেবী! কি হয়েছে?

দেবযানী। ধরা পড়ে গেছে।

পদ্মসিংহ। কারা?

দেবযানী। তোমার রূপসী বৌদি আর চরিত্রবান কবি।

লছমী। এ সব কি বলছো দেবযানী!

দেবযানী। এর চেয়ে বেশী কি আর বলবো দিদি! হাজার হোক, রাজার মেয়ে তো আমি।

শিবসিংহের প্রবেশ।

শিবসিংহ। কি হয়েছে পদ্মসিংহ?

দেবযানী। [ঘোমটা টেনে] আমাকে দ্রোণবার পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন। আজ রাণীকে নিয়ে যে কাণ্ড করেছে কবি, কাল যে আমাকে নিয়ে সে কাণ্ড করবে না, কে বলতে পারে। ছিঃ-ছিঃ।

[প্রস্থান।

শিবসিংহ। কবি বিদ্যাপতি!

বিদ্যাপতি। বল বন্ধু!

শিবসিংহ। বন্ধু! হাঃ-হাঃ-হাঃ! [প্রচণ্ড হাসে]

পদ্মসিংহ। দাদা!

শিবসিংহ। চুপ।

লছমী। স্বামি! [হাত ধরিতে যায়]

শিবসিংহ। না। ছুঁয়ো না আমাকে।

বিদ্যাপতি। রাজা!

শিবসিংহ। কোন কথা নয়। এই মুহূর্ত্তে তুমি প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে যাও।

বিদ্যাপতি। বেশ। [প্রস্থানোদ্যত]

পদ্মসিংহ। আপনি কিছু বলবেন না কবি?

বিদ্যাপতি। [ফিরে] যাকে বলবার তাকে অনেক আগেই বলেছি পদ্মসিংহ।

[প্রস্থান।

শিবসিংহ। "হৃদয় মন্দিরে যে ঘুমিয়ে রয়েছে, সে বিদ্যাপতি নয়। সে নবদুর্ব্বাদল শ্যাম।" হাঃ-হাঃ-হাঃ!

লছমী। বিশ্বাস কর স্বামী! তোমরা যা ভাবছো, তা নয়। [পদতলে বসে]

শিবসিংহ। আমার সম্মুখ থেকে সরে যাও। [পা দিয়ে ঠেলে দেয়]

লছমী। উঃ মাগো! [পড়ে যায়]

পদ্মসিংহ। বৌদি! [তুলিতে যায়]

লছমী। না ঠাকুরপো, না। তোমার দাদা যখন ছোঁয়নি, তখন তুমিও আমাকে ছুঁয়ো না...

[কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান।

শিবসিংহ। ভুল করেছিলাম। সত্যিই আমি ভুল করেছিলাম...

পদ্মসিংহ। দাদা!

শিবসিংহ। বিদ্যাপতি যেন কোনদিন আর প্রাসাদে না আসে। আর কলঙ্কিনী লছমীকে আমি কারাগারে—না—না...প্রাসাদ থেকে বার করে—না—না...তাকে আমি...তাকে আমি...আমি তাকে এ জীবনে আর কোনদিন স্পর্শ করবো না। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[টলিতে টলিতে প্রস্থান।

পদ্মসিংহ। ব্যাপারটা কি সত্যি! না—না, এ নিশ্চয়ই দেবযানীর চক্রান্ত। শোন দাদা! ওকি! দাদা যে পড়ে গেছে। মাথা ফেটে ফিনকি দিয়ে ঝরছে রক্ত! ওরে, কে আছিস! রাজবৈদ্যকে সংবাদ দে, রাজা শিবসিংহ অসুস্থ। কালনাগিনীর বিষাক্ত ছোবলে সারা দেহ নীল হয়ে গেছে।

[প্রস্থান।

—:০:—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

খোয়াব গাহ।

বিদারওয়াক্তের প্রবেশ।

বিদার। নীল, বয়ে আসছে টাঙ্গানায়িকা থেকে। তামাম আফ্রিকার জমিন ধুয়ে ছুটে চলেছে—নীল, কঙ্গো, নাইজার, জাম্বেসী। সে দেশের কলিজায় আছে সাহারার জ্বালা। মগর জ্বল জ্বল করে জ্বলছে দুটো আঁখ···নীয়াসা নীয়াঞ্জা। দার-উস-সালাম থেকে মিশর, মিশর থেকে নূতন ফুলের সহর আদ্দিস আবাবা বিলকুল নীলনদের দান···নীল কি দোয়া।

অপূর্ব্ব সজ্জায় সজ্জিত আব্বাসার প্রবেশ।

আব্বাসা। দোয়া কর আব্বাজান!

বিদার। বেটি!

আব্বাসা। আজ আমার শাহীমহলের শেষ রাত।

বিদার। শেষ রাত!

আব্বাসা। হঁ্যা। কাল সবেরে শয়তান পুরাদিত্যের সঙ্গে বিদ্যাপতির বাড়ী যেতে হবে।

বিদার। না, তোকে আমি দোজাকে যেতে দেব না।

আব্বাসা। আব্বা!

বিদার। তোকে নিয়ে আমি পালিয়ে যাব বেটি। সেই হারা-হারা সাভানা পেরিয়ে রুয়েঞ্জারীর পাহাড়ী পথ ধরে তুই আমার হাত ধরে নিয়ে যাবি আম্মা।

আব্বাসা। কি বলছো?

বিদার। আবার আমি বাহর-অল-গজলে জাল ফেলে মাছ ধরবো। বজরা ভাসিয়ে দেব জাম্বেসীর তুফানে···তামাম রাত কেটে যাবে। নাস্তার বাসন কোলে নিয়ে ভাববি বাপজান এখনও ফিরে এলো না। দেরী হচ্ছে দেখে পীচ পাইন আর আঙ্গুর ক্ষেতের ছায়ায় ছায়ায় গিয়ে আবলুশ গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে গলা ছেড়ে ডাকবি—

আব্বাসা। আব্বাজান!

বিদার। আব্বাসা! হাঃ-হাঃ-হাঃ, কিমায়া হাসছে···বেহেস্ত থেকে তার বেটিকে দেখে কিমায়া আজ জান ভরে হাসছে। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

আব্বাসা। চুপ কর আব্বা! খোয়াব গাহে শাহজাদা আসবে। আসবে ইবলিশের দোস্ত ইস্কান্দার মির্জ্জা। এক্ষুণি এসে বলবে—

ইস্কান্দার মির্জ্জার প্রবেশ।

ইস্কান্দার। তালিম খতম আব্বাসা?

আব্বাসা। জী হ্যাঁ।

ইস্কান্দার। বিদারওয়াক্ত!

বিদার। হুঁজুর!

ইস্কান্দার। এ মঞ্জিলের নাম কি জানিস?

বিদার। খো-আব-গাহ।

ইস্কান্দার। অর্থাৎ স্বপ্ন-প্রাসাদ। এখানে স্বপ্ন দেখেন শাহজাদা। রূপসী লছমীর স্বপ্ন। আমিও দেখি—দেখি আপেল বাগিচার বুলবুল—[আব্বাসার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে] এ্যাঁ! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

বিদার। মালেক!

ইস্কান্দার। যা বান্দা! সরাপ নিয়ে আয়।

বিদার। যো হুকুমৎ।

[প্রস্থান।

ইস্কান্দার। বশরাই গোলাপ, তুমি জানো সুবাদার সোলেমান খাঁ কোথায় ?

আব্বাসা। না।

ইস্কান্দার। মগর আমি জানি, সে কোথায় যায়। কেন যায়। কশবীর বাচ্ছা সুলেমান খাঁ! তোমার মউতের রোজ এগিয়ে আসছে। তোমার লাশ কবর দিয়েই গোলাপ পাণিতে গোছল করে এই তুকি ইস্কান্দার মির্জ্জা হবে সুবে মিথিলার সুবেদার। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

আব্বাসা। মালেক !

ইস্কান্দার। মালেক নয় আব্বাসা! হামলোক তুমারী মেহবুব।

আব্বাসা। মেহবুব !

ইস্কান্দার। আউর তুম হামারী মেহবুবা।

[আব্বাসা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।]

হুসেনশাহের প্রবেশ।

হুসেন। বহুৎ খুব হসিনা! বহুৎ খুব। আজ বশরাই গোলাব বিলকুল পাগড়ী খুলেছে ইস্কান্দার !

ইস্কান্দার। জী হঁ্যা জনাব। আজ ও ছোকরী বিলকুল তৈয়ার।

হুসেন। পুরাদিত্যের সব কথা ইয়াদ আছে তো ?

আব্বাসা। জী হঁ্যা !

হুসেন। ইস্কান্দার !

ইস্কান্দার। জনাব !

হুসেন। তুমি বে-ইয়াদ হয়ে গেছ বেয়াদব, যে দিনে সরাব আর রাতে শাকী না হলে আমার খোয়াব জমে না ?

ইস্কান্দার। বিদারওয়াক্ত!

সরাপের পাত্র সাজাইয়া বিদারওয়াক্তের প্রবেশ।

বিদার। বান্দা তৈয়ার মালেক!

হুসেন। কুশি কা উপর রাখো। বদতমীজ!

বিদার। জী, আচ্ছা। [কুশির উপর সরাপ পাত্র রাখে]

হুসেন। যা! হঠ যা জলদী।

বিদার। বুয়োর!

ইস্কান্দার। বান্দা!

বিদার। যো হুকুমৎ।

[প্রস্থান।

হুসেন। [সরাপ পাত্র লইয়া পান করিয়া] ইধার আ-জা ছোকরী। থোরা সরাপ পি-লো।

আব্বাসা। সরাপ!

হুসেন। হ্যাঁ বশরাই! সরাপ পিনে কা বাদ তুমারী যো হিক্কা লাগতা, উ বহুৎ হসিন মালুম হোতা হায়। আ—জা—পি—লো—[আব্বাসা সরাপ পান করিল] কেমন লাগছে জোয়ানী?

আব্বাসা। [খিলখিল হাসিয়া] বহুৎ খুব। মালুম হোতা হায়—

হুসেন। ক্যা মালুম হোতা হায়?

আব্বাসা। হামারী আঁখো কী সামনে—[হিক্কা] বেহেস্ত আ-গয়ী।

হুসেন। [সরাপ পান] ইস্কান্দার! তাহলে খতম তালিম শুরু কর। [সরাপ পান]

ইস্কান্দার। আব্বাসা!

আব্বাসা। [চুপ]

ইস্কান্দার। আব্বাসা !

আব্বাসা। [চুপ]

ইস্কান্দার। আব্বাসা !

আব্বাসা। [খিল খিল হাসিয়া] আমার নাম [হিক্কা] অনুরাধা।

হুসেন। বহুৎ আচ্ছা !

ইস্কান্দার। তোমার বাবার নাম ?

আব্বাসা। রামেশ্বর শর্ম্মা। [হিক্কা]

হুসেন। বহুৎ খুব।

ইস্কান্দার। কোথায় ছিলে এতদিন ?

আব্বাসা। [হিক্কা] রাঢ়বঙ্গে।

হুসেন। বহুৎ হাসিন। মগর বৃদ্ধ বেকুব গণপতিকে এবং বিদ্যাপতির মা জাহ্নবীকে দেখে পহলে তুমি কি করবে অনুরাধা ?

আব্বাসা। এমনি করে প্রণাম করবো। [শাহজাদার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে]

ইস্কান্দার। আর বিদ্যাপতিকে দেখে কি করবে বশরাই ? [আব্বাসা চোখের অদ্ভুত ইশারা করে] আব্বাসা !

আব্বাসা। আরবিয়ানী জওয়ানী আব্বাসা জানে কেমন করে এক জওয়ান লোকের দীল ঘায়েল করতে হয়। আপনি দেখে নেবেন মালেক ! কবি বিদ্যাপতি আমার এই যৌবন দরিয়ায় কেমন করে ভেসে যায়। [হিক্কা]

হুসেন। ছোকরী !

আব্বাসা। তাকে জখম করবো আমার দেহের দৌলৎ দিয়ে। [হিক্কা]

হুসেন। আর ?

আব্বাসা। ঘায়েল করবো আঁখের ইশারায়। [হিক্কা]

হুসেন। আর ?

আব্বাসা। দোজাকে নামিয়ে দেব এই বুকের বশরাই বাগিচায় ঘুম পাড়িয়ে। [হিক্কা ওঠে, মাতাল হয়ে যায়, উত্তেজনায় ওড়না পড়ে যায়]

হুসেন। আব্বাসা !

[আব্বাসা অপূর্ব্ব ভঙ্গিমায় নাচে, গান গায়, কটাক্ষ হানে। হুসেন সরাপ পান করে। আব্বাসা গান গায়।]

আব্বাসা। **গীত ।**

যব গোধূলি সময় বেলি।
ধনি মন্দির বাহির ভেলি।
নব জল ধরে বিজুরী রেহা দ্বন্দ পসারিয় গেলি।
আহা, অল্প বয়সী বালা,
জনু গাঁথনি পুহপ মালা,
থোরি দরশনে আশা না পুরল বাড়ল মদন জ্বালা।

[গাহিতে গাহিতে মাতোয়ালা হইয়া পড়িয়া গেল। হুসেন তাহার দিকে গেলে ইস্কান্দার বলিল।]

ইস্কান্দার। শাহজাদা !

হুসেন। আঃ, তুমি তো জানো দিনে সরাব আর রাতে শাকী না হলে আমি দিওয়ানা হয়ে যাই।

ইস্কান্দার। আপনার দেওয়ানা দীল খুশ করতেই তো লছমীকে নিয়ে আসব জনাব।

হুসেন। বহুৎ আচ্ছা বাত্ ! লছমী…মেরা দীল কী চাঁন্দনী লছমী ! [জেব হইতে লছমীর তসবীর বাহির করিয়া বলে] মেরে

মেহবুবা! মেরে চৌধবী কি চাঁদ! জরা মঞ্জরা দো। ক্যা হুয়া? গুঁষা কেয়া তুম? নেহি মেরীজান। মাফ কর মেরী গুস্তাকী··· চল নীদমহল মে চল চিড়িয়া···আজ রাত মে উঠা দুঙ্গা তুমারা শরম কী ঘুংঘট।

[ছবিকে চুম্বন করিতে করিতে প্রস্থান।

ইস্কান্দার। শরম কী ঘুংঘট! [মাতাল আব্বাসার দেহ থেকে ওড়না সরিয়ে দিলে আব্বাসার হুঁস হয়। সে বলে।]

আব্বাসা। কৌন!

ইস্কান্দার। তেরা মেহবুব।

আব্বাসা। [উঠিয়া] নেহি···নেহি···হাম কৌন মেহবুব নেহি। হামতো সারি দুনিয়ামে বিলকুল একেলি। [প্রস্থানোদ্যত]

ইস্কান্দার। [হাত ধরে, পেশোয়াজ ধরে] মৎ যা যানেওয়ালী।

আব্বাসা। ছোড় দো! মুঝে ছোড় দো।

ইস্কান্দার। নেহি!

আব্বাসা। ছোড় দো শয়তান! [হাত কামড়ে দেয়]

ইস্কান্দার। আঃ! আচ্ছা? দিমাকওয়ালী বুলবুল···তোমারী বাগিচাসে বশরাই হাম তোর্ দুঙ্গা। [ইস্কান্দার আব্বাসাকে ধরিতে যায়, আব্বাসা চিৎকার করে।]

আব্বাসা। বাঁচাও···মুঝে বাঁ-চা-ও।

ইস্কান্দার। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

বিদারওয়াক্তের প্রবেশ।

বিদার। বেক্সুয়েলা···বেক্সুয়েলা···

ইস্কান্দার। বিদারওয়াক্ত!

বিদার। হটেনটট কাফ্রি…জীন্দা ইনসানের গায়ের গোস্ত টেনে টেনে, ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। লড়াই করে বাণ্টু, সুদানী, পিগমী বদমাসদের সঙ্গে…চিরহরিৎ জঙ্গলে গলা টিপে মারে বহুৎ তাকৎ-ওয়ালা শেরসিংহ…সেটসী…

ইস্কান্দার। হঠ যাও কুত্তা কা বাচ্ছা!

বিদার। আটলাশ কাঁপছে আমার কলিজায়। দীল জাম্বোসীতে তুফান উঠিয়েছে লিম্পোপো…একটা আঁখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছি ভয়ঙ্কর কালাহারী…হুঁসিয়ার বুয়োর…হুঁসিয়ার ভাস্কো-দা-গামা!

ইস্কান্দার। [সহসা তরবারি ধরিয়া] শয়তান কাফ্রি।—

সোলেমান খাঁর প্রবেশ।

সোলেমান। মির্জ্জা ইস্কান্দার!

ইস্কান্দার। আপনি!

সোলেমান। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

আব্বাসা। মালেক!

সোলেমান। তুম যাও আব্বাসা!

আব্বাসা। বহুৎ সালাম মালেক! [ইস্কান্দারকে] সালাম, বহুৎ বহুৎ সালাম।

[প্রস্থান।

ইস্কান্দার। আচ্ছা! এ্যাইসা দিন নেহি রহেগা!

বিদার। রহেগা মালেক! দিন এ্যায়সা জরুর রহেগা। আশমান মে রহেগা সুরজ, এ গুলিস্তঁমে রহেগা ধূপছাঁও, আগর না রহেগা আপ, আউর না রহেগা আপকা জমানা।

[প্রস্থান।

ইস্কান্দার। জমানা বদলনেওয়ালা কুত্তা! ইয়াদ রাখো, ইয়ে বে-ইজ্জৎকা ইস্তেকাম ম্যায় জরুর লেগা। [প্রস্থানোদ্যত]

সোলেমান। ঠ্যার যাও ইস্কান্দার।

ইস্কান্দার। সুবাদার সাহেব!

সোলেমান। সুবাদার সোলেমান খাঁর আঁখের আড়ালে যে বদ কৌশিস তুমি চালিয়ে যাচ্ছো, তা আর কতদিন চলবে?

ইস্কান্দার। বিলকুল ঝুট।

সোলেমান। ঝুট! শাহজাদাকে সরাপ আর শাকীর জোগান দিয়ে নিজের এক্তিয়ারে নিয়ে এসেছ, এ খবর ঝুট? সবের থেকে শুরু করে তামাম রাত খো-আব-গাহে চলছে—যৌবনের মাইফেল··· এ বাৎ ঝুট? ঝুট এ পয়গম, যে শয়তান পুরাদিত্য তোমার সঙ্গে দোস্তি করেছে?

ইস্কান্দার। মির্জ্জা ইস্কান্দার কাউকে কৈফিয়ৎ দেয় না।

সোলেমান। দিতে হবে কেল্লাদার।

ইস্কান্দার। না।

সোলেমান। না!

ইস্কান্দার। কখনও না। সামান্য সিপাহি থেকে আজ আমি কেল্লাদার হয়েছি। জীন্দেগীভর করেছি দুশমনের সঙ্গে লড়াই। এই জহর মাখা হাতিয়ারের আঘাতে কত জানোয়ারের রক্ত জমিনে ছড়িয়ে পড়েছে—মগর কৈফিয়ৎ আমি কাউকে দিইনি।

সোলেমান। ইস্কান্দার!

ইস্কান্দার। হুঁসিয়ার সুবাদার সুলেমান খাঁ। থোড়া হুঁসিয়ার সে চলো। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

সোলেমান। কেল্লাদার ইস্কান্দার মির্জ্জাকে কে মদৎ জোগাচ্ছে? শাহজাদা! কিন্তু কেন? রাণী লছমীকে পাওয়ার লালসায়? শিব-সিংহ উন্মাদপ্রায়। পুরাদিত্যের শাহীমহলে আনাগোনা···শাহজাদার হাতে লছমীর তসবীর···তাহলে কি আমি সুলতানকে খবর দেব? না—সুলতানকে খবর দেবার আগে, দেব ইস্কান্দার মির্জ্জার কবর।

[প্রস্থান।

—:০:—

তৃতীয় দৃশ্য।

কুটির প্রাঙ্গণ।

রূপধরের প্রবেশ।

রূপধর। শ্মশান হয়ে যাবে—সুন্দর একটা সংসার শ্মশান হয়ে যাবে। কি বলবো আমি জ্যাঠাইমাকে, এক্ষুণি তিনি এসে জিজ্ঞাসা করবেন—

জাহ্নবীর প্রবেশ।

জাহ্নবী। কি হলো রূপধর! বিদ্যা রাজী হয়েছে?

রূপধর। হ্যাঁ···মানে, হয়েছে···কিন্তু—

জাহ্নবী। না—না রূপধর। দোহাই তোর, আর কোন কিন্তু করিস না। কর্ত্তাকে বলে কাল পরশুর মধ্যে ভাল লগ্ন দেখে দুহাত এক করে দিই। আহা! মেয়েটা তিনদিন ফলছাড়া আর কিছু খায়নি।

রূপধর। সত্যি বিদ্যাপতি যেন কি রকম!

জাহ্নবী। কিছু না—কিছু না। বুঝতেই তো পারছিস লছমীর কথা এখনও ভুলতে পারে নি। বিয়েটা হোক…অনুরাধার কোলে একটা সোনার চাঁদ ছেলে আসুক…তখন দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে।

রূপধর। তা ঠিক, তবে—

গণপতির প্রবেশ।

গণপতি। ঘুরছে।

জাহ্নবী। কি ঘুরছে ?

গণপতি। কালের চাকা।

জাহ্নবী। কালের চাকা !

গণপতি। হ্যাঁ। কালের চাকার সঙ্গে সব কিছু ঘুরছে, ঘুরছে আর ঘুরছে। যেমন ধর—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—কলি, দ্বাপর, ত্রেতা, সত্য।

রূপধর। জ্যাঠাইমা !

গণপতি। সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা, রাত্রি—রাত্রি, সন্ধ্যা, দুপুর, সকাল।

জাহ্নবী। দেখছিস তো বাবা ! এই মানুষকে নিয়ে কি করে সংসার চলে।

গণপতি। চলছে। কালের চাকার সঙ্গে সব কিছু ঘুরে চলেছে… এই যে মানুষ জন্মায়…মরে…সব বাজে কথা। কেউ কখনও জন্মায় না…কেউ কখনও মরে না। সৃষ্টির প্রয়োজনে মহাবিষ্ণু ত্রিধা বিভক্ত হলেন · তারপর হলেন অণু-পরমাণু। মহাত্মা বিষ্ণুর পরমাত্মা থেকেই তো জীবকোষের সৃষ্টি। তাই প্রাণীর কখনও জন্ম-মৃত্যু নেই। ইচ্ছা-ময়ের ইচ্ছায় প্রাণীগণ ঘুরে ঘুরে আসছে।

জাহ্নবী। তুমি ঠিক বলেছ।

গণপতি। এ্যাঁ, ঠিক বলেছি! কিন্তু কি করে বুঝলে বলো তো?

জাহ্নবী। তুমি জন্মেছো, বড় হয়েছ, বিয়ে করেছ, আবার—

গণপতি। আবার কি?

জাহ্নবী। বিদ্যা জন্মালো, বড় হলো, বিয়ে হবে…ছেলে হবে।

গণপতি। এই তো জাহ্নবী। তুমি ঠিক ধরেছো। তাহলে আমি মলাম কখন? বিদ্যার মধ্যে বেঁচে থাকলাম। আবার বিদ্যার ছেলের মধ্যে বেঁচে থাকবো।

জাহ্নবী। কিন্তু বিদ্যার ছেলে কি আকাশ থেকে পড়বে?

রূপধর। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

গণপতি। কেন, তা পড়বে কেন? ছেলে হবে। নিশ্চয় হবে।

জাহ্নবী। হবে কি করে শুনি?

গণপতি। যেমন করে হয়। মানে, পুরুষ প্রকৃতির…মানে—অনুরাধা নিজেই এসে গেছে। আহা! বেচারা রামেশ্বর মেয়ের বিয়েটা দেখে যেতে পারলো না। কিন্তু দেখলে ব্যাপারটা? পুরুষের টানে প্রকৃতি নিজেই এসে গেল। হ্যাঁ, ভাল কথা, অনুরাধা কই?

জাহ্নবী। বাইরের ঘরে বসে আছে।

রূপধর। যেমন বলেছিলাম, তেমনি সেজেছে তো জ্যাঠাইমা?

জাহ্নবী। হ্যাঁ বাবা। ফুলের গয়নাতে সর্ব্বাঙ্গ সাজিয়ে দিয়েছি। আহা, কি সুন্দর মানাচ্ছে। যেন সাক্ষাৎ মা-লক্ষ্মী।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশী পুরাদিত্যের প্রবেশ।

পুরাদিত্য। আমি তাহলে আসি মা জননী! এই যে আপনিও রয়েছেন! অনুরাধাকে আপনার কাছেই দিয়ে গেলাম। যা ভাল হয় করবেন।

জাহ্নবী। এখনই যাবেন ?

পুরাদিত্য। হ্যাঁ। আর কেন। তিনদিন তো খুব আনন্দ করলাম। এবার অনুমতি করুন, বীরভূমে ফিরে যাই।

রূপধর। আপনার খুব কষ্ট হলো।

পুরাদিত্য। না—না, কষ্ট কি বাবা! অনুরাধার বাবা মৃত্যুকালে হাতে ধরে বলে গেল···তার কথা কি আমি ঠেলতে পারি। আমিও কথা দিয়েছিলাম, মৃত্যুর আগেই শুনিয়ে দিয়েছিলাম যে, কোন চিন্তা নেই শর্ম্মা! তোমার মেয়েকে আমি ঠিক জায়গাতেই পৌঁছে দেব।

ফুলের অলঙ্কারে সজ্জিতা অনুরাধাবেশী আব্বাসার প্রবেশ।

আব্বাসা। আবার কবে আসবেন জ্যাঠামশাই ?

পুরাদিত্য। এই দেখ! পাগলী ঠিক পিছু পিছু চলে এসেছে··· হ্যাঁ, আবার আসবো···নিশ্চয়ই আসবো···তোর ছেলে-পুলে হলে তাকে দেখতে আসবো। [আব্বাসা প্রণাম করে] হয়েছে·· হয়েছে ···দুহাত এক হোক··স্বামী-পুত্র নিয়ে সুখে সংসার কর। সুখে থাকো···সাবিত্রী সমান হও।

[প্রস্থান।

[আব্বাসা গণপতি ও জাহ্নবীকে প্রণাম করে।]

গণপতি। এস মা! এস! সুখে থাকো।

জাহ্নবী। চির আয়ুষ্মতী হও মা।

গণপতি। কিন্তু সোনার গয়না না পরে, ফুলের গয়না পরেছো কেন মা ? ও-হো, মনে পড়েছে···আজ ঝুলন পূর্ণিমা। বাঃ-বাঃ, অপূর্ব্ব! মা যেন আমার স্বয়ং ব্রজেশ্বরী।

রূপধর। ব্রজেশ্বরী রাধারাণীর দুঃখ বর্ণনা করে বিদ্যাপতি একটা অপূর্ব্ব পদ রচনা করেছে।

গণপতি। কি পদ?

[রূপধর বিদ্যাপতির পদ গাহিতেছিল।]

[পদ]

সজনি! কে কহ আওব মাধাই।
বিরহ পয়ধি, পার কিয়ে পাত্তব
মঝু মনে নহি পতিয়াই।
এখন তখন করি—দিবস গমাওল
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি বরষ গমাওল
ছোঁড়লু জীবন ক আশা॥

আব্বাসা। পদটা আমাকে শিখিয়ে দেবেন?

রূপধর। যার পদ তার কাছেই শিখবে দিদি! আমার কাছে কেন?

[প্রস্থান।

গণপতি। "এখন তখন করি দিবস গমাওল, দিবস দিবস করি মাসা। মাস মাস করি বরষ গমাওল ছোঁড়লু জীবন ক আশা।" জাহ্নবী—জাহ্নবী! বিদ্যাপতি কোথায়···তাকে আমার দরকার। ভীষণ দরকার। তাকে ডাকো।

জাহ্নবী। কেন?

গণপতি। তাকে ফেরাতে হবে।

জাহ্নবী। কোথা থেকে গো?

গণপতি। সে যেখানে পৌছে গেছে।

জাহ্নবী। কোথায় পৌছে গেছে? এই তো একটু আগে দেখলাম

আমলকীতলায় বসে পদ রচনা করছে। আর পারি না বাছা··· বলা নেই—কওয়া নেই, কোথায় যে যায়। বলি, রাজবাড়ী যায়নি কতদিন, সেখানে যায়নি তো?

গণপতি। হাঃ-হাঃ-হাঃ, পাগল! রাজবাড়ী সে যায়নি জাহ্নবী, সে গেছে, ওই যে দেখছো অনন্ত আকাশ···পূব আকাশের দিকে চেয়ে দেখ···এক খণ্ড মেঘ ভাসতে ভাসতে চলে যাচ্ছে··ওই যে মেঘের নীচে জ্বল জ্বল করছে সপ্তর্ষিমণ্ডল·ওই সপ্তর্ষিমণ্ডলের শেষ নক্ষত্রটার সংগে মনে মনে একটা তীর যোগ কর—তাহলে সে তীর কোথায় গিয়ে থামলো?

জাহ্নবী। কই বাপু, আমি ত কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

গণপতি। পাবে না। সংসারের মায়া-কাজল যাদের চোখে, তারা কেউ দেখতে পায়না—ওই যে দেখছো একটা নক্ষত্র উত্তর আকাশে দপ-দপ করে জ্বলছে—ওটা ধ্রুব। ধ্রুব নক্ষত্র। ধ্রুব মানে কি জানো? জানো না। সত্য। ধ্রুব মানে সত্য। আমাদের বিদ্যাপতি ওই সত্যলোকে পৌছে গেছে জাহ্নবী। ওখানে যার মন চলে যায়, সে আর সংসার করতে পারে না।

জাহ্নবী। না—না, ওগো ও কথা বলো না।

গণপতি। কায়া ওখানে—ছায়া এখানে—মন ওখানে—মায়া এখানে—কায়ায়—ছায়ায়, মনে মায়ায় সেই অনন্ত শক্তি শুধু ঘুরছে ঘুরছে আর ঘুরছে।

অনুরাধা। মা! মাগো! [জাহ্নবীকে জড়াইয়া ধরিল] কি হবে?

জাহ্নবী। ভয় কি অনুরাধা। সব ঠিক হয়ে যাবে। কর্তার কথা বাদ দাও। পাগল। সারাটা জীবন ওই করে কাটিয়ে দিলে।

আব্বাসা। কিন্তু ওইটিই তো সত্যি মা।

জাহ্নবী। কি বললে! তোমার মুখেও ওই কথা। তাহলে কি এ বাড়ীর মাটির দোষ! শোন অনুরাধা!

আব্বাসা। বলুন।

জাহ্নবী। সোমত্ত মেয়ে তুমি। তিনদিন ধরে তোমাকে আমি অনেক কিছু বুঝিয়েছি—যার কাছে তুমি যাচ্ছো—সেই হবে তোমার স্বামী। বৈরাগী ছেলেটাকে সংসারের মায়ায় কি করে বাঁধতে হবে আশাকরি বোঝাতে হবে না?

আব্বাসা। মা!

জাহ্নবী। মা! কথাটা শুনতেই ভাল। মা বলে ডাকলে প্রাণটা যেন আনচান করে ওঠে। কিন্তু মা হওয়া যে কত জ্বালা, তা মা মহামায়াই জানে।

[প্রস্থান ।

আব্বাসা। এ আমাকে কোথায় নিয়ে এলে খোদা! এ যে মানুষের স্বর্গ! পবিত্র গুলিস্তাঁ! এখানে কি করে ছড়াবো আমার যৌবনের জহর। [মুখ নত করিল]

[নেপথ্যে বিদ্যাপতির কণ্ঠ শোনা গেল।]

[পদ]

অবনত আনন ক এ হম রহলিহুঁ
বারল লোচন চোর।
পিয়া মুখ রুচি পিব এ ধাবল
জানি সে চাঁদ চকোর॥

আব্বাসা। একি হলো! আমার সারা গায়ে শিহরণ এলো কেন—বুকের দরিয়ায় কেন উঠলো ঝড়—আমি কি তাহলে—

না—না, ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। আসুক আগুনের মত পুরুষ—প্রেমের জলে এ দেহ আমিও ডুবিয়ে রাখলাম। ও এলেই বলবো, তুমি আমার—

বিদ্যাপতির প্রবেশ।

[পদ]

বিদ্যাপতি। হাথক দরপন মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল ॥
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার ॥

[আব্বাসা বলিতেছিল।]

[পদ]

আব্বাসা। বঁধু! কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হইও তুমি ॥
একুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটি কমল পায় ॥ [বসিল]
আঁখির নিমিখি যদি নাহি দেখি
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডিদাস কহে পরশ রতন
গলায় গাঁথিয়া মরি ॥

বিদ্যাপতি। কে তুমি!

আব্বাসা। চোখে না হয় না দেখেছো, কিন্তু তিনদিনের মধ্যে নামটাও কি শোননি কবি!

বিদ্যাপতি। শুনেছি—কিন্তু মনে রাখিনি।

আব্বাসা। আমি যে মনে থাকতেই এসেছি কবি।

বিদ্যাপতি। কে চণ্ডিদাস! "আঁখির নিমিখে যদি নাহি দেখি" আচ্ছা! আপনি চণ্ডিদাসের পদ কোথায় শুনলেন?

আব্বাসা। আমার দিকে চাও!

বিদ্যাপতি। বেশ।

আব্বাসা। [চোখে বিচিত্র ইশারা করে] আজ ঝুলন পূর্ণিমা জানো তো?

বিদ্যাপতি। কি অপূর্ব্ব।

আব্বাসা। আমার চোখ, মুখ, বুক তাই না?

বিদ্যাপতি। না।

আব্বাসা। তবে কি অপূর্ব্ব?

বিদ্যাপতি। চণ্ডিদাসের পদ। "শীতল বলিয়া শরণ লইনু ও দুটি কমল পায়।" আঃ, কত গভীর তার জ্ঞান। আমি তার কাছে—কিছু না। আচ্ছা! চণ্ডিদাসের বাড়ী কোথায়?

আব্বাসা। গৌড়বঙ্গে।

বিদ্যাপতি। গৌড়বঙ্গের কোন জায়গায়?

আব্বাসা। বীরভূমের নান্নুর গ্রামে।

বিদ্যাপতি। মানে, তুমি কি করে জানলে চণ্ডিদাসের কথা?

আব্বাসা। আমার যে ওখানেই বাড়ী।

বিদ্যাপতি। তুমি আমাকে চণ্ডিদাসের কাছে নিয়ে যাবে? বল—কথা দাও, চণ্ডিদাসের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবে?

[সহসা আব্বাসার দুই স্কন্ধে হাত রাখিলে
আব্বাসা তাহাকে জড়াইয়া ধরিল।]

বিদ্যাপতি। একি করলে!

আব্বাসা। হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের পরিচয় করিয়ে দিলাম।

বিদ্যাপতি। ভুল করলে অনুরাধা—নিজের চরিত্রের আলপনা নিজেই মুছে দিলে।

আব্বাসা। অনুরাধার অনু মুছে গেলে কি থাকে?

বিদ্যাপতি। রাধা।

আব্বাসা। আমি রাধা।

বিদ্যাপতি। আমি—

আব্বাসা। মাধব। রসের নাগর—

বিদ্যাপতি। অঙ্গণে আওব যব বসিয়া—

[আব্বাসা গাহিতেছিল। বিদ্যাপতিও নিজ পদ গাহিতেছিল।]

[পদ]

অঙ্গণে আওব যব বসিয়া।
পাল চলব হাম ঈষৎ হাসিয়া॥
আবেশে আঁচোর পিয়া ধরবে।
যাওবো হাম যতন পহুঁ করবে॥
কাঁচুয়া ধরব যব হটিয়া।
করে কর বারব কুটিল আধ দিঠিয়া।
সহজহি সুপুরুষ ভ্রমরা।
চীর ধরি পিয়ব অধর রস হামারা॥

[গান গাহিতে গাহিতে বিদ্যাপতি তন্ময় হইয়া যায়। তাহার দুই চোখ বহিয়া অশ্রু ঝরে। স্বপ্নজাল্ সৃষ্টি হয়, যেন রাধা-কৃষ্ণ যুগল মূর্ত্তি ধরিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়ায়।]

বিদ্যাপতি। এসেছো! এসেছো প্রভু! যুগল মূর্ত্তি ধরে দীন-হীন বিদ্যাপতির সম্মুখে এসেছো!

আব্বাসা। কি হলো কবি!

বিদ্যাপতি। দেখতে পাচ্ছো না?

আব্বাসা। না তো—

বিদ্যাপতি। ওই যে—নবদূর্ব্বাদল-শ্যাম, ব্রজরাণী রাধার সঙ্গে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। বাঁশী যাজছে—শ্যাম-মাধবের পাগল করা বাঁশী বাজছে—[ধ্যানমগ্ন প্রায়]

[প্রস্থান।

আব্বাসা। একি জ্যোতি—কবির চারিদিকে যেন হাজার সূর্য্যের ছটা। না—না, চোখ জ্বালা করছে—সর্ব্বাঙ্গ অবশ হয়ে আসছে। আমি পারবো না—ভোলাতে আমি পারবো না। রূপের আগুনে পোড়াতে এসে, নিজেই পুড়ে ছাই হয়ে গেলাম। কবিকে ভোলাতে এসে আমি নিজেই ভুলে গেলাম। যা পারবো তাই করবো। যা পেলাম, তা হৃদয়ে রেখে দেব।

[প্রস্থান।

—:০:—

চতুর্থ দৃশ্য।

মিথিলার প্রাসাদ।

আলুলায়িত কুন্তলা বিছিন্ন বসনা দীনা লছমীর প্রবেশ।

তাহার চোখে জল।

লছমী। হৃদয়ে ধরে রেখেছি তোমার ভুবন মোহন মূর্ত্তি প্রভু···তবু কেন আমাকে মৃত্যু শীতল পরশ দিচ্ছো না?

চাবুক হাতে দেবযানীর প্রবেশ।

দেবযানী। কিলো কলঙ্কিনী! এখনও সাধ মেটেনি? এখনও সেই নাগরের স্বপ্ন দেখছিস? বলি আর কতদিন দেখবি তার স্বপ্ন?

লছমী। যতদিন বাঁচবো।

দেবযানী। কি বললি!

লছমী। শুধু আমি নয়। এমন একদিন আসবে যে দিন সারা ভারতের লোকেরা বিদ্যাপতির স্বপ্ন দেখবে।

দেবযানী। কলঙ্কিনীর এতবড় মুখ। [চাবুকাঘাত]

লছমী। উঃ! আর কত চাবুক মারবে দেবযানী?

দেবযানী। যত খুশী।

লছমী। কিন্তু খুশীর কি তোমার শেষ নেই?

দেবযানী। না। শেষ থাকবে কি করে! সেই মধুবনের নাগর বিদ্যাপতিকে যে একটা দিনও তুই আমাকে দিলি না।

লছমী। দেবি!

দেবযানী। একটা মুহূর্ত্ত যে তাকে আমি নিবিড় করে পেলাম না। অথচ মধুবনে প্রথম দেখার পর থেকেই বুকে আমার আগুন জ্বলে উঠেছে…তুই কি আমার কম সর্ব্বনাশ করেছিস সর্ব্বনাশী! [চাবুকাঘাত]

লছমী। আঃ ভগবান!

দেবযানী। তোর ভগবান সেই মূর্খ বিদ্যাপতিকে যেদিন এমনি করে চাবুক মারতে পারবো—সেই দিন আমার বুক খানিকটা হাল্কা হবে। আঃ, সেই অপরূপ পুরুষের কথা মনে পড়লে এখনও আমার বুকে যন্ত্রণা হয়।

লছমী। তোমার ওই বুকের যন্ত্রণার কথা একদিন কিন্তু ধরা পড়ে যাবে।

দেবযানী। তোর দেওরের কাছে? তাই না রে পোড়ামুখী। [চাবুকাঘাত]

লছমী। উঃ, মাগো!

পুরাদিত্যের প্রবেশ।

পুরাদিত্য। আহা! করছিস কি দেবযানী! করছিস কি! দেখি—দেখি কোনখানে লেগেছে। [লছমীর পিঠে হাত বুলায়]

লছমী। সাবধান পশু! খবর্দ্দার তুমি আর আমার গায়ে হাত দেবে না।

পুরাদিত্য। দেব না! হাঃ-হাঃ-হাঃ! [অগ্রসর]

দেবযানী। দাদা!

পুরাদিত্য। না, মানে ওতো আমার বোনের মত। তাই…

লছমী। থাক্ দস্যু! বল তুমি এখানে কি জন্য এসেছ?

পুরাদিত্য। তোর চুলের মুঠি ধরে প্রাসাদের বার করে দিতে।

লছমী। পারবে না।

পুরাদিত্য। পারবো না!

লছমী। না আমি মরবো। তবু স্বামীর ভিটে ছেড়ে কোথাও যাবো না।

দেবযানী। আহারে! কি আমার স্বামি সোহাগিনী। তবু যদি স্বামীকে পাগল না করতিস। যা বেরিয়ে যা প্রাসাদ থেকে!

লছমী। তোমার পায়ে পড়ি দেবী। তুমি আমার সব কেড়ে নাও, কিন্তু স্বামীর কাছ থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে দিও না। [পদধারণ]

দেবযানী। বেরিয়ে যা কুলটা! [পদাঘাত]

লছমী। না।

দেবযানী। যা বেরিয়ে!

লছমী। না—না।

পুরাদিত্য। লছমী!

লছমী। না—না—না।

পুরাদিত্য। [সহসা দেবীর চাবুক লইয়া] তবে দেখ তোকে বার করে দিতে পারি কিনা। [চাবুক মারিতে উদ্যত]

সহসা ভৃত্য মহেশ্বরের প্রবেশ।

মহেশ্বর। সাবধান অমানুষ!

পুরাদিত্য। কি বললি জানোয়ার!

মহেশ্বর। ওই কথাটা বললেই ঠিক হতো। ~~কিন্তু আশ্চর্য্যজনক ঘটনা—~~

দেবযানী। মহেশ্বর !

মহেশ্বর। মহেশ্বরকে তুমি হতে দেখেছ বুঝি ?

পুরাদিত্য। হতে না দেখলেও মরতে দেখবো শয়তান। [চাবুকাঘাত]

মহেশ্বর। আঃ !

লছমী। পালাও মহেশ্বর-দা ! পালাও। ~~ওরা আজ ধ্বংসের নেশায় মাতাল~~। ওদের সামনে থেকে এখনি তুমি পালিয়ে যাও।

মহেশ্বর। যাবো আমি ঠিকই। তবে দেবী প্রতিমাকে মাথায় করে নিয়ে।

দেবযানী ও পুরাদিত্য। মহেশ্বর !

মহেশ্বর। বিজয়ার বাজনা তো বাজিয়ে দিয়েছ তোমরা। শুধু প্রতিমা নয়—পাটা শুদ্ধ বিসর্জ্জন দিয়ে আসি। এস বড় বৌরাণী।

পুরাদিত্য। খবরদার পশু !

মহেশ্বর। আশ্চর্য্যজনক ঘটনা। নিজেকে নিজে গাল দিচ্ছো।

দেবযানী। দাদা ! ভাবছো কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। বৃদ্ধ কুকুরটাকে শেষ করে দাও।

পুরাদিত্য। মর তবে কুকুর।

[চাবুক মারতে থাকে। মহেশ্বর চিৎকার করে বলতে থাকে।]

মহেশ্বর। শিবসিংহ না হয় পাগল হয়ে গেছে—কিন্তু পদ্মসিংহও কি মরেছে !

পদ্মসিংহের প্রবেশ।

পদ্মসিংহ। না মহেশ্বর-দা !

মহেশ্বর। ছোটদা ! তুমি এখনও বেঁচে আছো ?

পদ্মসিংহ। মারতে ওরা চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি।

দেবযানী। তুমি এখানে !

পদ্মসিংহ। বড় ক্ষিদে পেয়েছে, তাই খেতে এলাম।

পুরাদিত্য ও দেবযানী। কি ?

পদ্মসিংহ। চাবুক।

লছমী। ঠাকুরপো !

পদ্মসিংহ। তুমি খেয়েছ, মহেশ্বর-দা খেয়েছে, আমার না খেলে কি চলে ? নাও দেবী ! ধর তোমার চাবুক। বসিয়ে দাও আমার পিঠে।

পুরাদিত্য। পদ্মসিংহ !

পদ্মসিংহ। অপদার্থ—অলস—বিলাসী পদ্মসিংহের পিঠে চাবুক মেরে বুঝিয়ে দাও যে—মানুষ পদ্মের মত পবিত্র হতে চাইলেও, রাজ্যলোভী, অর্থলোভী, একশ্রেণীর শোষক জানোয়ারের দল তা হতে দেয় না।

দেবযানী। আমার দাদাকে তুমি জানোয়ার বললে ?

পদ্মসিংহ। আমার দাদাকে যে তোমরা পাগল করে দিয়েছ দেবী।

পুরাদিত্য। পদ্মসিংহ !

পদ্মসিংহ। পদ্মসিংহ তাই পদ্মের পবিত্রতা দু'পায়ে দলে সিংহের মত রক্তের পিপাসায় মাতাল। যারা আমার দাদাকে বসিয়েছে সিংহাসনের নীচে, যারা আমার দেবীপ্রতিমা বৌদির উপর করেছে অমানুষিক নির্য্যাতন…আমার আবাল্যের বান্ধব মহেশ্বর-দা যাদের ঘৃণার কশাঘাতে ফেলছে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু, তাদের আমি কিছুতেই ক্ষমা করবো না।

[তরবারি উন্মোচন। সহসা লছমী তার হাত ধরে কাতরকণ্ঠে বলে।]

লছমী। না ঠাকুরপো ! না। ওরা ছোট হলেও তোমার তো ছোট হওয়া চলে না ভাই।

দেবযানী। ভাই। ভাইকে যেন আবার বিদ্যাপতির আসনে বসিও না।

পদ্মসিংহ। দেবী!

দেবযানী। দেবী—দেবী। কোন পূজারীর কতখানি দৌড়, তার হাড়ে হাড়ে জানা।

পদ্মসিংহ। তোমাকে আমি খুন করব যাদুকরী।

অরিসিংহের প্রবেশ।

অরিসিংহ। সাবধান পদ্মসিংহ!

মহেশ্বর। মিথিলা ঈশ্বরের জয় হোক।

অরিসিংহ। কি বললি মূর্খ!

দেবযানী। আপনাকে আর কি এমন বলেছে বাবা! ওই ছোটলোকের মেয়ের উস্কানি পেয়ে যে কথা আমাকে বলে, শুনলে আপনি কাণে আঙ্গুল দেবেন।

অরিসিংহ। বৌমা!

দেবযানী। আপনি অনুমতি করুন বাবা! দাদার সঙ্গে কালই আমি দ্রোণবার চলে যাবো। না হলে এ বাড়ীতে থেকে এত অত্যাচার আমি আর সইতে পারছি না বাবা, সইতে পারছি না।

[কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান।

পুরাদিত্য। সেই ভাল মহারাজ! আপনি আদেশ করুন, দেবীকে আমি কিছুদিনের জন্যে দ্রোণবার নিয়ে যাই। বিশ্বাস করুন, নারী জাতিকে সম্মান দেওয়া আমাদের চিরাচরিত অভ্যাস। এ বাড়ীর সেই অভ্যাসের অভাব দেখে মনে মনে বড় ব্যথা পাই।

[প্রস্থান।

অরিসিংহ। পদ্মসিংহ!

পদ্মসিংহ। আদেশ করুন।

অরিসিংহ। তুমি কি ভুলে গেছো যে, এ রাজ্যের তুমিই যুবরাজ ?

পদ্মসিংহ। রাজাই নেই তার আবার যুবরাজ।

অরিসিংহ। কে আছিস! পদ্মসিংহকে পাগলাগারদে নিয়ে যা।

মহেশ্বর। আমি আছি রাজা। আমিই নিয়ে যাচ্ছি। এস ছোড়দা! তোমাকে এই পাগলাগারদ থেকে বার করে খোলা হাওয়ায় নিয়ে যাই।

অরিসিংহ। মহেশ্বর!

মহেশ্বর। আশ্চর্য্যজনক ঘটনা! এখনো বুঝলেন না।

অরিসিংহ। কি ?

মহেশ্বর। আপনি সত্যি সত্যি রাজা নয়, সাজা-রাজা।

[প্রস্থান।

অরিসিংহ। তোকে আমি কারাগারে নিক্ষেপ করবো দুর্মুখ।

পদ্মসিংহ। নিজেই তো আপনি কারাগারে রয়েছেন মহারাজ।

লছমী। ছিঃ ঠাকুরপো! গুরুজনদের মুখের উপর কথা বলতে নেই। হাজার হোক উনি তোমার পিতা।

পদ্মসিংহ। পিতা! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

অরিসিংহ। পদ্মসিংহ!

পদ্মসিংহ। আমার পিতা মারা গেছেন অনেকদিন আগে। মিথিলার রাজা আমার পিতার প্রেতাত্মা।

সহসা পাগল শিবসিংহের প্রবেশ। তাকে চেনা যায় না।

শিবসিংহ। মেরে ফেললো···ধরে ফেললো···খেয়ে ফেললো···চেপে ধরলো! বাঁচাও···আমাকে ওর হাত থেকে বাঁচাও। ওই যে ওই দেখনা একদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছে।

লছমী। আমি আর দেখতে পাচ্ছি না।

পদ্মসিংহ। চুপ কর বৌদি! দাদা! কার কথা বলছো?

শিবসিংহ। ওই যে…ওই যে…এগিয়ে আসছে।

পদ্মসিংহ। ও…কে?

শিবসিংহ। অবিশ্বাস!

পদ্মসিংহ। দাদা!

অরিসিংহ। পাগলার পা থেকে শেকল খুলে দিলে কে?

পদ্মসিংহ। আমি।

অরিসিংহ। তোর স্পর্ধা সীমা ছাড়িয়ে গেছে পদ্মসিংহ! মনে করেছিস, আমার পুত্র বলে তোর সব অপরাধ আমি ক্ষমা করবো? না। কখনই তা করবো না। রাজা অরিসিংহের কাছে পুত্রের জন্য কোন বিশেষ সুযোগ নেই। যে আমার আদেশ অমান্য করে আমারই সামনে মাথা তুলবে—সে পুত্র হোক, মিত্র হোক, আত্মীয় হোক, বন্ধু হোক, তাকে এমন শাস্তি দেব, যা দেখে সারা মিথিলার মানুষ আতঙ্কে শিউরে উঠবে। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

শিবসিংহ। কে আছো! থামতে বল।

পদ্মসিংহ। কাকে?

শিবসিংহ। শুনতে পাচ্ছো না…

লছমী। কি?

শিবসিংহ। কাঁদছে। ডুকরে ডুকরে কাঁদছে।

পদ্মসিংহ। কে?

শিবসিংহ। বিশ্বাস।

পদ্মসিংহ। দাদা!

শিবসিংহ। আমার বিশ্বাস আজ কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে··· [লছমীকে] তুমি কে বলো তো ! কোথায় যেন তোমাকে দেখেছি—

লছমী। আমি তোমার লছমী ! [কান্না]

শিবসিংহ। হাঃ-হাঃ-হাঃ, হাসছো কেন গো ? শোনো, এদিকে এস !

লছমী। বল।

শিবসিংহ। ওই যে দেখছো আকাশটা···ওটা আমিই তৈরী করেছিলাম। আর ওই যে ফুলগুলো দেখছো···ওগুলো কে ফুটিয়েছে জানো ? আমি। আমি মেঘের উপর পা দিয়ে ছুটতে পারি। কি, বিশ্বাস হচ্ছে না ?

পদ্মসিংহ। ভেতরে চল দাদা !

শিবসিংহ। কে তুমি ?

লছমী। তোমার ভাই পদ্মসিংহ। চিনতে পারছো না ?

শিবসিংহ। হ্যাঁ। সমুদ্রের নীচে একবার দেখেছিলাম। ওই আসছে ···আমার গলা টিপে ধরবে···আমার বুকের ভেতরে যে খাঁচাটা আছে ···সেটাকে ভেঙ্গে ছোট্ট সেই প্রজাপতিটার মাথাটা ছিঁড়ে দেবে··· আসছে···ঝড়ের মত ছুটে আসছে।

পদ্মসিংহ। কে !

শিবসিংহ। হাঃ-হাঃ-হাঃ, চিনতে পারোনি ? ওটা হচ্ছে—ওটা হচ্ছে—

লছমী। কি ?

শিবসিংহ। সন্দেহ।

পদ্মসিংহ। বৌদি ! দাদাকে তুমি ধরে নিয়ে এস। আমি মহেশ্বর-দাকে এখনি কবিরাজের কাছে পাঠাবো। দাদা !

শিবসিংহ। কে !

পদ্মসিংহ। আমি ঝড়।

শিবসিংহ। ঝড়!

পদ্মসিংহ। হ্যাঁ দাদা! তোমার মনে যে সন্দেহের মেঘ জমে উঠেছে, আমি সেই মেঘ উড়িয়ে নিয়ে যাবো।

[প্রস্থান।

শিবসিংহ। হাঃ-হাঃ-হাঃ, বদ্ধ পাগল। তুমি কখন এলে?

লছমী। আমি কে বলো তো?

শিবসিংহ। চিনতে পারিনি মনে করছো? তুমি অবিশ্বাস!

লছমী। স্বামী!

[শিবসিংহ গান গায়।]

[পদ]

আজু মঝু শুভদিন ভেলা।
কামিনী পেখলু মিনানক বেলা॥
নীবি বন্ধ করল উদেশ।
বিত্তাপতি কহ……

শিবসিংহ। না—না, মেরো না…আমার বিশ্বাসের গলা টিপে মেরো না। জানো · জানো…আমি আকাশের গায়ে চোখের জল দিয়ে লিখে দিতে পারি…বিশ্বাসকে কখনও আর বিশ্বাস করবো না। হাঃ-হাঃ-হাঃ।　　　　[প্রস্থান।

লছমী। সন্দেহ সাপিনীর ছোবল খেয়ে যার মুখ দিয়ে ঝরছে অবিশ্বাসের ফেনা…তাকে কি দিয়ে আমি সুস্থ করে তুলি? বিষ পাথরের আঘাতে যার দৃষ্টিশক্তি গেছে, তাকে কি করে দেখাবো আমার দুচোখ বেয়ে ঝরছে শুধু অশ্রুর ঝরণা—　　　　[প্রস্থান।

—:০:—

চতুর্থ অংক

প্রথম দৃশ্য।

মধুবন।

কলসী কাঁখে আব্বাসার প্রবেশ।

আব্বাসা। ঝরণার মত ঝরে পড়ে যার মুখ দিয়ে বেহেস্তি শায়ের, তাকে আমি···না—না, তা আমি পারব না। শয়তানদের কথা শুনে ফেরেস্তার মত একজন মানুষকে জাহান্নামে নামাতে পারব না। বিদ্যাপতি আসছে···আজ আমি সব সত্যি কথা বলব।

বিদ্যাপতির প্রবেশ।

বিদ্যাপতি। কি বলবে অনুরাধা?

আব্বাসা। সত্যি কথা।

বিদ্যাপতি। এতদিন কি তাহলে মিথ্যা কথা বলে এসেছ?

আব্বাসা। হ্যাঁ কবি।

বিদ্যাপতি। কি মিথ্যা বলেছো?

আব্বাসা। সব। সব কথাই আমি মিথ্যা বলেছি কবি।

বিদ্যাপতি। তুমি—

আব্বাসা। মুসলমানী।

বিদ্যাপতি। তোমার—

আব্বাসা। নাম অনুরাধা নয় আব্বাসা।

বিদ্যাপতি। বাড়ী—

আব্বাসা। রাড়বঙ্গে নয়, আরবে।

বিদ্যাপতি। তাহলে চণ্ডিদাস…চণ্ডিদাসও কি মিথ্যা ?

আব্বাসা। না।

বিদ্যাপতি। আঃ, শান্তি! কিন্তু তোমার এ অভিনয়ের কারণ ?

আব্বাসা। তোমাকে নরকে নামানো।

বিদ্যাপতি। এ কর্ম্মের কর্ত্তা কে ?

আব্বাসা। শয়তান পুরাদিত্য আর কেল্লাদার ইস্কান্দার মির্জ্জা।

বিদ্যাপতি। বুঝেছি। সব বুঝেছি…শুধু একটা জিনিষ বুঝতে পারলাম না।

আব্বাসা। কি ?

বিদ্যাপতি। তুমি আমাকে নরকে নামাতে এলে, কিন্তু নামালে না কেন ?

আব্বাসা। তোমার স্বর্গীয় প্রেম আমাকে স্বর্গে উঠিয়ে দিলে। তুমি আমাকে ক্ষমা কর কবি! [পদতলে পতন]

বিদ্যাপতি। ওঠো সখী! [তুলিল]

আব্বাসা। সখী!

বিদ্যাপতি। হ্যাঁ। তোমার সব কিছু মিথ্যা হয়ে যাক। শুধু এই পরিচয় সত্য হয়ে থাক যে, তুমি আমার সখী।

আব্বাসা। সখা। [কবির বক্ষে মাথা রাখিয়া কাঁদিতেছিল]

বিদ্যাপতি। কেঁদো না সখী! জল নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ী চল। তোমার কাছে শুনবো চণ্ডিদাসের কথা। তোমার কাছে শিখবো চরিত্রের সংযম। তোমার কাছে অঞ্জলি পেতে নেব—শুধু ভগ্নীস্নেহ।

[প্রস্থান।

আব্বাসা। খোদা! দুনিয়ার মালিক আমার ভাইজানের তুমি মঙ্গল করো মেহেরবান!

বিদারওয়াক্তের প্রবেশ।

বিদার। সেটসী! সেটসী!

আব্বাসা। আব্বা!

বিদার। চুপ।

আব্বাসা। কেন?

বিদার। বিষাক্ত মাছি সেটসী এসেছে।

আব্বাসা। কে এসেছে আব্বা?

বিদার। শাহজাদা আউর কেল্লাদার।

আব্বাসা। কোথায়?

বিদার। জওয়ান কবির সাথে তোর সব কথা তারা শুনেছে। বহুৎ গোষা হয়েছে ওদের। তোকে ধরবে বলে সরাব পিয়ে তৈয়ার হচ্ছে।

আব্বাসা। কি হবে আব্বা!

বিদার। কুছ ডর নেই বেটি। বিদারওয়াক্ত জীন্দা আছে। মগর তোকে আগের মোতাবেক আমার সাথে খেলা করতে হবে। তুই পহেলী মোতাবেক আমাকে দেখে ভয় পাবি·· জানোয়ার বলে পুকার দিবি।

আব্বাসা। মগর···

বিদার। চুপ যা আব্বাসা! বহুৎ হুঁসিয়ার সে বাত্‌চিৎ করবি। বহুৎ হুঁশিয়ার···

[প্রস্থান।

আব্বাসা। শয়তানরা আমার কথা বিশ্বাস করে নি। তাই লুকিয়ে দেখতে এসেছে কবির সঙ্গে আমার ব্যবহার।···আব্বা হামা-গুড়ি দিয়ে জঙ্গলের ভীতর চলে গেল·· কিন্তু ওরা যে এসে পড়লো ···কি বলবো ওদের কাছে—সত্য—না মিথ্যা!

মাতাল হুসেন ও ইস্কান্দারের প্রবেশ।

হুসেন। ক্যায়সে হো হাসিনা! মেজাজশরীফ?

আব্বাসা। জী! [চমকিত হইয়া]

হুসেন। মেজাজশরীফ তুমারা?

আব্বাসা। জী হ্যাঁ।

হুসেন। আব বোলো তুমারা পয়গম?

আব্বাসা। পয়গম!···

ইস্কান্দার। খবর। খবর বল অম্বুরাধা।

হুসেন। কাফের বিদ্যাপতিকে কোন দোজাকে নামিয়েছ?

আব্বাসা। [নিরুত্তর]

হুসেন। কত পেয়ালা সরাব খাইয়েছ?

আব্বাসা। [নিরুত্তর]

হুসেন। কতবার দেহ দান করেছ?

আব্বাসা। [নিরুত্তর]

ইস্কান্দার। বল আব্বাসা!

হুসেন। আহা! বকোয়াস বন্দ্ করো ইস্কান্দার। [আব্বাসার পিঠে হাত বুলায়] বহুৎ মাশুম হ্যায়···লাজুক চুনারিয়া। কই ফিকির না করো আব্বাসা! ম্যায় তুমকো বহুৎ সে বহুৎ ইনাম দেগা। আব বোলো, যো কাম মে ভেজা উ পুরা কিয়া?

আব্বাসা। [নিরুত্তর]

ইস্কান্দার। জবাব দাও ছোকরী!

হুসেন। ছোকরী বহুৎ খিলারী ইস্কান্দার। ও কশবী এমনি এমনি বলবে না। মতলব চালু করো।

ইস্কান্দার। ঠিক হ্যায় জনাব। [সহসা তরবারি উন্মোচন]

আব্বাসা। [ভয়ার্ত্তকণ্ঠে] আঃ—

হুসেন। এত যদি জানের ভয়, তাহলে এতক্ষণ সাড়া দিচ্ছিলি না কেন?

আব্বাসা। ভয়! [খিলখিল হাসি] ভয় আমার বুকে নেই।

হুসেন। আব্বাসা!

আব্বাসা। না।

হুসেন। না মানে।

আব্বাসা। আমি আব্বাসা নই।

ইস্কান্দার। তবে কে?

আব্বাসা। অনুরাধা।

হুসেন। অনুরাধা!

আব্বাসা। হ্যাঁ। আব্বাসা মরে গেছে বিদ্যাপতির বাড়ীতে। মৃত আব্বাসার দেহে নতুন করে জন্ম নিয়েছে ব্রতচারিণী অনুরাধা।

হুসেন। বহুৎ আচ্ছা! কাফের হিন্দুর বাড়ীতে কটা রোজ গুজরাণ করে বিলকুল হিন্দু হয়ে গেছিস। ইস্কান্দার—

ইস্কান্দার। বিদারওয়াক্ত!

আব্বাসা। না—না, সে জানোয়ার আমাকে খুন করবে।

বিদারওয়াক্তের প্রবেশ।

বিদার। খুন…হাঃ-হাঃ-হাঃ—[আব্বাসার প্রতি অগ্রসর]

আব্বাসা। না—না--না।

হুসেন। হ্যাঁ কশবী! বিদারওয়াক্ত তোর চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে যাবে।

গণপতির প্রবেশ।

গণপতি। কোথায় আর যাবে। নিশ্চয়ই ঝরণার ধারে বসে আছে। এই যে মা! কিন্তু আপনারা কে?

ইস্কান্দার। তোর মৃত্যু।

গণপতি। হাঃ-হাঃ-হাঃ, আমার তো মৃত্যু নেই।

হুসেন। কাফের হিন্দু!

আব্বাসা। চলে যান···আপনি এখান থেকে চলে যান। ওরা আপনাকে খুন করবে।

গণপতি। কেন, খুন করবে কেন? আমি তো কোন অন্যায় করিনি। এই যে রাজা অরিসিংহ গ্রামদানের তাম্রপত্র কেড়ে নিয়ে গেল, কই, আমরা তো কেউ একটা কথাও বলিনি। যাক সে কথা, আয় মা···ঘরে একফোঁটা জল নেই। তাড়াতাড়ি আয়!

ইস্কান্দার। ও যাবে না।

গণপতি। অনুরাধা!

আব্বাসা। ওরা আমাকে যেতে দেবে না।

গণপতি। এ তো শাস্ত্র বহির্ভূত কথা। বেদ-বেদান্ত, ন্যায়-দর্শন কোন শাস্ত্রে তো এরকম কথা পড়িনি।

হুসেন। বিদারওয়াক্ত!

বিদার। ভাগ যাও কাফের।

জাহ্নবীর প্রবেশ।

জাহ্নবী। ফের বলে ফের। বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছে কখন

—এখনও তার ফেরার নাম নেই। মানুষটাকে পাঠালাম খোঁজ নিতে, তা তিনিও এখানে এসে নিখোঁজ। একি ! বলি, দাঁড়িয়ে আছো যে…ওমা, ওরা কারা ?

গণপতি। বুঝতে পারছি না জাহ্নবী।

ইস্কান্দার। বুঝিয়ে দিচ্ছি হিন্দু ! বিদারওয়াক্ত—

বিদার। আয় ছোকরী। [টানে]

আব্বাসা। বাঁচান…বাঁচান…আমাকে বাঁচান।

জাহ্নবী। ছেড়ে দাও দস্যু, ছেড়ে দাও। নইলে—

হুসেন। চোপরাও শয়তানী। [পদাঘাত]

জাহ্নবী। উঃ, মাগো !

বিদ্যাপতির প্রবেশ।

বিদ্যাপতি। মা…মাগো ! বাড়ী থেকে তোমরা সকলেই চলে এসেছো ! আমি গিয়ে দেখি—একি ! আপনারা ? কেল্লাদারসাহেব, উনি কে ?

হুসেন। তোর দুশমন রে কশবীর বাচ্ছা। বিদারওয়াক্ত ! ওই কাফের কুত্তাটাকে গ্রেপ্তার কর।

বিদ্যাপতি। আমার অপরাধ ?

হুসেন। শাহজাদা হুসেনশাহ কভি কাউকে কৈফিয়ৎ দেয় না। [বিদার কবিকে গ্রেপ্তার করে] নিয়ে যাও শয়তানটাকে। ইস দোনোকো একসাথ কয়েদ কর দো।

জাহ্নবী। না। আমাকে না মেরে ওদের তোমরা নিয়ে যেতে পারবে না। আমি ওদের মা ! মায়ের বুক থেকে সন্তানকে ছিনিয়ে কিছুতেই নিয়ে যেতে পারবে না। [পথরোধ করে]

বিদ্যাপতি। মা, তোমরা সরে যাও। এরা মানুষ নয়!

ইস্কান্দার। বিদারওয়াক্ত—

বিদার। চল! দুই শয়তান আর শয়তানী মিলে একসাথে অন্ধকার হাজতে পচে মরবে। [আকর্ষণ]

গণপতি। কথা শোন শাহজাদা!

হুসেন। কোন কথা নয়!

জাহ্নবী। না—না, দেব না, কিছুতেই নিয়ে যেতে দেব না।

ইস্কান্দার। হট যা কশবী—[ধাক্কা মারে, জাহ্নবী পড়ে যায়]

বিদার। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[উভয়কে লইয়া প্রস্থান।

জাহ্নবী। বিদ্যা…অনুরাধা…একটুখানি দাঁড়া। আমিও তোদের সঙ্গে যাব।

[প্রস্থানোদ্যত হইলে ইস্কান্দার তাহার বক্ষে অস্ত্রাঘাত করিয়া বলিল।]

ইস্কান্দার। কবরে যা শয়তানী।

জাহ্নবী। আঃ!

গণপতি। জাহ্নবী!

জাহ্নবী। পারলাম না স্বামী। সংসারটাকে আমি সুন্দর করে সাজাতে পারলাম না। আমি চল্লাম। তুমি এস। সেদিন যে নক্ষত্রের কথা তুমি বলেছিলে—সেই নক্ষত্রের বুকে তোমারও জায়গা করে রাখবো।

[প্রস্থান।

গণপতি। চলে গেল……বিদ্যাপতি…অনুরাধা গেল অন্ধকার কারাগারে। জাহ্নবী গিয়ে মিশলো মরণসাগরে। আমি একা পড়ে থাকলাম।

হুসেন। তুইও যা বেয়াদব! [পদাঘাত]

গণপতি। হাঃ-হাঃ-হাঃ, হবে না, ভগবান মহাবিষ্ণুর বিচারে তোমাদের শাস্তির এক কণাও ক্ষমা হবে না! ওই যে দেখছো কালপুরুষ! পূব আকাশ জুড়ে শুয়ে আছে; ও কিন্তু ঘুমোয় না। সব দেখছে ওর হাতেই তো চাকা, কালের চাকা, তোমরা এখন সেই চাকার উপরে, ওই চাকা ঘুরেছে—ঘুরছে—ঘুরবে। সেই সঙ্গে তোমরাও মরেছো—মরছো—মরবে।

[প্রস্থান।

হুসেন। হাঃ-হাঃ-হাঃ! বৃদ্ধ বেয়াকুব! আমি চল্লাম ইস্কান্দার! কাফের কবি বিদ্যাপতির বাড়ীতে তুমি আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে এস। আর নিয়ে এস সেই রূপসীর খবর। যে রূপসী আমার দীল দখল করে আছে। তুমি তো জানো দিনে সরাব আর রাতে শাকী না পেলে এই দীলে তুফান ওঠে না।

[প্রস্থান।

ইস্কান্দার। রূপসী লছমী তোমার দীলে কোনদিনই তুফান তুলবে না। আগে পাই আমি সুবেদারী, তারপর দেখিয়ে দেবো কোন তুফান কোন দরিয়ায় ওঠে।

সোলেমান খাঁর প্রবেশ।

সোলেমান। আর কোন কলিজায় কত রক্ত থাকে।

ইস্কান্দার। আস্ সালাম আলায়কুম!

সোলেমান। থামস্ ইসলাম কি বেইজ্জত!

ইস্কান্দার। বাতায়ে মুসল্লে-এ-মান!

সোলেমান। ইস্কান্দার মির্জ্জা! সাহস তোমার আসমান ছাপিয়ে গেছে। কি ভেবেছো তুমি! নিজের স্বার্থ কায়েম করতে গিয়ে

সোনার মিথিলার তামাম জমিন তুমি কবর আস্তানায় পরিণত করবে? চুপ করে আছ কেন কেল্লাদার, জবাব দাও। জবাব দাও, কেন অকারণে বিদ্যাপতির মাকে হত্যা করেছ? কেন গ্রেপ্তার করেছো, সত্যাশ্রয়ি কবি বিদ্যাপতিকে?

ইস্কান্দার। জবাব আমি দেব না!

সোলেমান। তবে কে দেবে জবাব?

ইস্কান্দার। শাহজাদা!

সোলেমান। মগর শাহজাদা কা শাহ সুলতান ইব্রাহিম শাহ শর্কিকে কে জবাব দেবে বেইমান?

ইস্কান্দার। বেইমান!

সোলেমান। জরুর। শুধু বেইমান নয়—তুমি বে-আদপ—বে-ইজ্জত—বে-হুদা!

ইস্কান্দার। সোলেমান খাঁ! তুম ইয়াদ কর। ম্যার আবতক জিন্দা হুঁ। আব তুম মউৎ কে লিয়ে তৈয়ার হো যাও। বেতমিজ!

সোলেমান। হুঁসিয়ার!

ইস্কান্দার। খবরদার! [উভয়ে তুমুল যুদ্ধ, ইস্কান্দারের অস্ত্র পতন] আফশোষ! বহুৎ আফশোষ সুবেদার সুলেমান খা ম্যায় জরুর জ্বালা দুংগা তোমারা জিন্দেগী পর মউৎ কা চীরাগ। ইয়ে হ্যায় মেরা তিসরী কশম। হাঃ-হাঃ-হাঃ! [প্রস্থান।

সোলেমান। বে-শরম কাঁহিকা। পহেলে ইনসান্ বানো—পিছে কশম করো। চলো শাহীমঞ্জিল মে, উসকে বাদ ম্যায় দেখলুঙ্গা ইয়ে মিট্টিমে কোন রহে। তুম ইয়া হাম?

[প্রস্থান।

—:০:—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রাসাদ অলিন্দ।

দ্রুত শিবসিংহের প্রবেশ।

শিবসিংহ। তুমি না আমি! না—না তুমি! তুমি সন্দেহ আমি অবিশ্বাস! তুমি আমি এক হলাম। সন্দেহ অবিশ্বাস মিতালি পাতালো। ব্যাস!··তারপরেই সব মিথ্যা! হাঃ-হাঃ-হাঃ। দেখছো, মিথ্যা কেমন অক্টোপাশের মত সত্যের বুকে চেপে বসেছে! বন্ধ হয়ে যাচ্ছে! নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে—

ছায়ামূর্ত্তি পুরাদিত্যের প্রবেশ।

পুরাদিত্য। মৃত্যু!

শিবসিংহ। কে? ও তুমি! তোমার আধখানা সন্দেহ আর আধখানা অবিশ্বাস মাঝখানটায় মিথ্যা। ওকি তুমি এগিয়ে আসছ কেন? না—না, এস না! হ্যাঁ-হ্যাঁ, এস—এস, তুমি এগিয়ে এস, আমি পিছিয়ে যাই··হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

পুরাদিত্য। পাগল শিবসিংহের অট্টহাসিতে থর থর করে কেঁপে উঠল মিথিলার বিশাল রাজপ্রাসাদ। এবার ভাঙ্গার পালা। বিদ্যাপতি কয়েদে, শিবসিংহ পাগল, পদ্মসিংহ মূর্খ, তাহলে প্রথম যাবে কে?

অরিসিংহের প্রবেশ।

অরিসিংহ। কে?

পুরাদিত্য। আমি পুরাদিত্য!

অরিসিংহ। এত ভোরে তুমি!

পুরাদিত্য। আপনাকে একটা কথা বলতে এসেছিলাম।

অরিসিংহ। বল!

পদ্মসিংহ। আপনি একটু সাবধানে থাকবেন।

অরিসিংহ। কেন?

পদ্মসিংহ। আমার মনে হয় শত্রুপক্ষ আপনার পিছনে গুপ্ত-ঘাতক নিয়োগ করেছে।

অরিসিংহ। কে সে অর্ব্বাচীন! কার এত দুঃসাহস যে, রাজা অরিসিংহের পিছনে গুপ্তঘাতক নিয়োগ করে? আমি তাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারবো।

পুরাদিত্য। এখনও ঠিক জানতে পারিনি। তাকে ধরবার জন্য আমি এই ছদ্মবেশ ধারণ করেছি।

অরিসিংহ। সন্ধান করো! যেমন করেই হোক সেই অপরিণামদর্শি তস্করকে আমার চাই।

পুরাদিত্য। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মহারাজ। কুমার পুরাদিত্য জীবিত থাকতে আপনার গায়ে কেউ একটা কাঁটার আঁচোর পর্য্যন্ত দিতে পারবে না।

[প্রস্থান।

অরিসিংহ। গুপ্তঘাতক! গুপ্তঘাতক কে সে গুপ্তঘাতক?

অর্দ্ধদগ্ধ মুখ, বিকৃত দর্শন গণপতির প্রবেশ।

গণপতি। তুমি নিজে!

অরিসিংহ। কে তুমি মূর্খ?

গণপতি। পণ্ডিত গণপতি ঠাকুর।

অরিসিংহ। গণপতি! এ অবস্থা তোমার কে করলে?

গণপতি। দেখিয়ে দেবো। শাস্তি দিতে পারবে তো?

অরিসিংহ। পারবো না? যে দুষ্কৃতকারী আমার সম্ভ্রান্ত প্রজার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়েছে তাকে আমি জীবন্ত সমাধি দেব।

গণপতি। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

অরিসিংহ। গণপতি ঠাকুর।

গণপতি। এখনও চিনতে পারনি সেই দুষ্কৃতকারীকে?

অরিসিংহ। না! বল তার কি নাম?

গণপতি। তার নাম অরিসিংহ।

অরিসিংহ। কি বললে?

গণপতি। ঠিকই বলেছি রাজা। তোমারই গোপন সাহায্যে কেল্লাদার ইস্কান্দার মির্জ্জা শাহজাদাকে হাত করে বিদ্যাপতিকে কয়েদ করেছে। তার মাকে খুন করেছে। আমার সোনার সংসার আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে।

অরিসিংহ। কে বল্লে এ মিথ্যা কথা?

গণপতি। মিথ্যে নয়। বলছে তোমার চোখ মুখ সর্ব্বাঙ্গ।

অরিসিংহ। বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

গণপতি। তার আগে ফিরিয়ে দাও, আমার সেই সোনার সংসার। ফিরিয়ে দাও, সুখে দুঃখে হাসি-কান্নায় ভরা মুখর দিনগুলো।

অরিসিংহ। কে আছিস?

গণপতি। কেউ না থাক পুরাদিত্য তো আছে। শুধু তোমারই কথা শুনে বিধর্ম্মী এক রমণীকে ব্রাহ্মণ কন্যা সাজিয়ে বিদ্যাপতিকে নরকে নামাতে চেয়েছিল।

অরিসিংহ। গণপতি!

গণপতি। সিংহাসনে বসার এত সাধ তো আমাকে বললে না কেন? আমি তোমাকে এমন সিংহাসনে বসিয়ে দিতাম, যে সিংহাসনে বসলে মানুষ পায় মুক্তির সাধ।

অরিসিংহ। যাও—যাও, বিরক্ত করো না।

গণপতি। হাঃ-হাঃ-হাঃ—যাবো আমি ঠিকই, তবে যার অভিশাপে আমার হৃদয় আকাশ থেকে নক্ষত্রগুলো একটা একটা করে খসে পড়ল, তাকে আমি সহজে ছেড়ে দিয়ে যাব না।

অরিসিংহ। কি করবে?

গণপতি। তার বিরুদ্ধে বিচার প্রার্থনা করবো।

অরিসিংহ। কে করবে সে বিচার?

গণপতি। তুমি!

অরিসিংহ। আমি!

গণপতি। হ্যাঁ—হ্যাঁ তুমি। যতদিন তুমি বেঁচে থাকবে, এই অনুতাপের দাবদাহে জ্বলে পুড়ে মরবে। রাজ্য থাকবে না। সিংহাসন থাকবে না। থাকবে শুধু অনুশোচনা।

অরিসিংহ। গণপতি!

গণপতি। সে পোকার লক্ষ লক্ষ পা। বিষাক্ত সব দাঁত। খাদ্যা-খাদ্য কিছুই নেই, সে তোমার হাড় মাংস মজ্জা মস্তিষ্ক দিনরাত কুঁড়ে কুঁড়ে খাবে। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[প্রস্থান।

অরিসিংহ। বন্ধ করো! বন্ধ করো ওই অট্টহাসি। ওরে, কে আছিস, সিংদরোজা বন্ধ করে দে।

পূর্ব্ববৎ পুরাদিত্যের প্রবেশ।

পুরাদিত্য। কি হয়েছে মহারাজ? কি হয়েছে?

অরিসিংহ। কারা যেন কাঁদছে?

পুরাদিত্য। ও বাতাসের শব্দ।

অরিসিংহ। কারা যেন হাসছে?

পুরাদিত্য। আপনি ভুল শুনছেন।

অরিসিংহ। তাহলে এত ভয় লাগছে কেন?

পুরাদিত্য। কিচ্ছু ভয় নেই। কোন ভয় নেই মহারাজ। আমি থাকতে আপনার কোন চিন্তা নেই। [সহসা অরিসিংহের বুকে ছুরিকাঘাত করিলে আর্ত্তনাদ করিল।] হাঃ-হাঃ-হাঃ, ঐনিবার বংশের সোনার প্রদীপ এক ফুঁয়েই নিভিয়ে দিলাম। এবার লছমী—তাকে শাহীমহলে পাঠিয়ে দিয়ে আর একটা দীপ নিভিয়ে দেব।

অরিসিংহ। আঃ—ঠিক হয়েছে। গণপতি ঠাকুরের কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। ওরে, কে আছিস? পদ্মসিংহকে সংবাদ দে—প্রাসাদে শত্রু। আঃ—

[প্রস্থান।

পুরাদিত্য। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

লছমীর প্রবেশ।

লছমী। কি হলো! প্রাসাদে কে আর্তনাদ করে উঠলো? তবে কি—কে তুমি?

[সহসা তড়িৎবেগে পুরাদিত্য লছমীর একটা হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া বলিল।]

পুরাদিত্য। কাছে না এলে, চিনবে কি করে?

লছমী। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও পশু।

পুরাদিত্য। ছেড়ে তো দেবই। তবে আজ নয় কাল।

শিবসিংহের প্রবেশ।

শিবসিংহ। কালপুরুষটা দাঁত বার করে হাসছে। পথ হারিয়েছে সাতভাই চম্পা। এই তো, তুমি ঠিক সময় এসেছো সন্দেহ! আমার কিন্তু ফিরে আসছে—

পুরাদিত্য। কি?

শিবসিংহ। বিশ্বাস।

পুরাদিত্য। বিশ্বাস আজ পায়ের তলায়। [পদাঘাত, শিবসিংহের পতন ও মূর্চ্ছা]

লছমী। স্বামী!

পুরাদিত্য। চুপ! চলে এস আমার সঙ্গে। [আকর্ষণ]

লছমী। কে আছ, আমাকে জানোয়ারের কবল থেকে রক্ষা কর।

লাঠি হাতে মহেশ্বরের প্রবেশ।

মহেশ্বর। ভয় নেই—ভয় নেই বৌরাণী! বুড়ো মহেশ্বর এখনও বেঁচে আছে।

পুরাদিত্য। আর তোর বাঁচা চলবে না কুত্তা। [অস্ত্রাঘাত]

মহেশ্বর। আঃ—পারলাম না বৌরাণী। বড় অসময়ে ছুটি হয়ে গেল। ছুটি যখন চেয়েছিলাম, তখন পাইনি। আজ না চাইতেই পেয়ে গেলাম চিরকালের ছুটি।

[প্রস্থান।

পুরাদিত্য। এস সুন্দরী লছমী।

লছমী। না।

পুরাদিত্য। না বললে কি চলে রূপসী। সেই মধুবনের কথাটা মনে আছে? আজ তার প্রতিশোধ—এস।

লছমী। না।

পুরাদিত্য। এস।

লছমী। না—না।

পুরাদিত্য। পদ্মসিংহকে কৌশলে প্রাসাদ থেকে সরিয়ে দিয়েছি। পাগল শিবসিংহ মূর্চ্ছা গেছে। এখন আর তোমাকে বাঁচাতে কেউ আসবে না।

অসিহস্তে দেবযানীর প্রবেশ।

দেবযানী। এসেছে।

পুরাদিত্য। কে? ও দেবযানী? তোর হাতে অস্ত্র কেন রে?

দেবযানী। ভুলের ফাঁসগুলো যে কাটবার সময় হয়ে গেছে।

পুরাদিত্য। যা—যা, শুয়ে পড়গে যা। এখনও ভোর হয়নি।

দেবযানী। রাত্রির ভোর না হলেও জীবনের ভোর হয়েছে।

পুরাদিত্য। তার মানে?

দেবযানী। ভোরের আলো ফোটবার আগে তুমি প্রাসাদ ছেড়ে চলে যাও।

পুরাদিত্য। সে তো যাবই। কিন্তু সঙ্গে নিয়ে যাবো লছমীকে।

দেবযানী। না। দেবী লছমী অচঞ্চল হয়ে থাকবে এই মিথিলার রাজপ্রাসাদে।

লছমী। দেবী!

দেবযানী। আমাকে ক্ষমা কর দিদি। বোনের সব অপরাধ তুমি হাসিমুখে ক্ষমা করো।

পুরাদিত্য। তুই ভুল করছিস বোন।

দেবযানী। কে বোন? আমি? তোমার? না। তোমার কালনাগিনী বোনের মৃত্যু হয়ে গেছে!

পুরাদিত্য। তাহলে পথ ছাড়। লছমীকে আমি নিয়ে যাবই।

দেবযানী। সাবধান দস্যু।

পুরাদিত্য। দস্যু তার পথের বাধা সরিয়ে দিয়ে যাবে।

[উভয়ের যুদ্ধ, দেবযানীর অস্ত্র পতন।]

লছমী। দেবী!

পুরাদিত্য। দেবী থাক। তুমি এস। [আকর্ষণ]

[সহসা শিবসিংহ উঠিয়া দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে—]

শিবসিংহ। না।

লছমী। স্বামী!

শিবসিংহ। ভয় নেই লছমী। কে আছ! একখানা তরবারি—

[দেবযানী তাহার হস্তচ্যুত তরবারি কুড়াইয়া শিবসিংহের দিকে ছুঁড়িয়া দিলে শিবসিংহ তাহা লুফিয়া লইল।]

শিবসিংহ। হাঃ-হাঃ-হাঃ, পুরাদিত্য!

পুরাদিত্য। পরের কাজ তাহলে আগেই শেষ করতে হয়।

[আক্রমণ ও যুদ্ধ। ইত্যবসরে দেবযানী লছমীকে জড়াইয়া ধরে। পুরাদিত্যের অস্ত্র হস্তচ্যুত হয়। শিবসিংহ তাহার বক্ষে তরবারি ধরে। পুরাদিত্য ভয়ে আর্তনাদ করিয়া বলে—]

পুরাদিত্য। শিবসিংহ!

সহসা সশস্ত্র পদ্মসিংহ প্রবেশ করিয়া পুরাদিত্যের পৃষ্ঠে তরবারি স্পর্শ করাইয়া বলে—

পদ্মসিংহ। হাঃ-হাঃ-হাঃ, বল মহারাজ শিবসিংহ। সৈনিক!

সৈনিকের প্রবেশ।

পদ্মসিংহ। পুরাদিত্যকে বন্দী করো।

[সৈনিক পুরাদিত্যকে বন্দী করিল।]

দেবযানী। দেশদ্রোহি, জাতিদ্রোহি, বিশ্বাসঘাতককে অন্ধকার কারাগারে নিক্ষেপ করে অবিলম্বে শাহীমহলে ছুটে যাও স্বামি!

শিবসিংহ।
পদ্মসিংহ। } শাহীমহল!

দেবযানী। শাহীমহলের শাহী-হাজতে বন্দী হয়ে আছেন ভারত-রত্ন কবি বিদ্যাপতি।

লছমী। কবি বিদ্যাপতি বন্দি!

দেবযানী। হ্যাঁ দিদি। এই পাপিয়সী দেবযানীর জন্যই কবি বিদ্যাপতি আজ লাঞ্ছিত, নির্য্যাতীত। তাই আমার একান্ত প্রার্থনা—

শিবসিংহ। বলো মা?

দেবযানী। তার পায়ে ধরে আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো। আপনি যে কোন মূল্যের বিনিময়ে ভারতরত্ন কবি বিদ্যা-পতিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসুন। [কান্না]

লছমী। কাঁদিস না বোন। অনুশোচনার বন্যায় তোর মনের আঁধার ভেসে চলে গেছে। এখন চল। দুই বোনে মিলে কবি বন্দনার আয়োজন করি।

[দেবযানীকে লইয়া প্রস্থান।

শিবসিংহ। যাও সৈনিক। একে অন্ধকার কারাগারে নিক্ষেপ কর।

পুরাদিত্য। ঐনিবার বংশ আবার জিতে গেল। দ্রোণবারের এবারেও পরাজয়।

[সৈনিক সহ প্রস্থান।

পদ্মসিংহ। এ পরাজয় শুধু দ্রোণবারের নয়। বিশ্বাসঘাতক! তোমার পাপ সহচর ইস্কান্দার মির্জ্জা ও শাহজাদা হুসেনশাহের পায়েও পরিয়ে দেব পরাজয়ের শৃঙ্খল।

[প্রস্থান।

শিবসিংহ। শৃঙ্খল ভাঙ্গো সৈন্যগণ! ভেঙ্গে ফেল শাহী-হাজতের লৌহপিঞ্জর। বর্ব্বর শাহী শাসনের অবসান ঘটিয়ে স্বাধীনতার মন্ত্র-ধারক কবি বিদ্যাপতিকে ফিরিয়ে আনো। চলো শাহী-হাজতে।

[প্রস্থান।

—:০:—

তৃতীয় দৃশ্য।

শাহী-হাজত।

দাড়ি-গোঁফে মুখমণ্ডলভরা, কাল পোষাক পরিহিত বিষণ্ণ বিদ্যাপতি বলিতেছিল।

বিদ্যাপতি। শাহী-হাজত…এই শাহী-হাজতের প্রায় অন্ধকার প্রকষ্ঠেই হয়তো জীবনে নেমে আসবে সন্ধ্যা। পিতা-মাতার দুঃখ আমি দূর করতে পারিনি। রক্ষা করতে পারিনি তাদের অমানুষের

অত্যাচার থেকে। মায়ের কান্না, পিতার আর্তনাদ, শুনতে পাচ্ছি ভারতের প্রত্যেকটি নর-নারীর কণ্ঠে কণ্ঠে। কবি বিদ্যাপতি, কি করলে তুমি? না—না, এ আমি কি ভাবছি – এ আমি কি ভাবছি। ভুলে যাচ্ছি রাঢ়বঙ্গের কবি চণ্ডিদাসের গান। ছায়াঘন ঘুঘুডাকা এক গ্রাম। সেই গ্রামের নাম নান্নুর। রাঢ়বঙ্গের রাঙ্গামাটির পথ ধরে কবি চণ্ডিদাস গাইতে গাইতে চলেছেন—

[স্বপ্নমায়া সৃষ্টি হয়। দেখা যায় কবি চণ্ডিদাস গান গাহিতেছেন।]

চণ্ডিদাস। **গান ঃ**

সই, কেবা শুনাইল শ্যামনাম।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু শ্যামনামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে বা পাশরিব তারে॥

[প্রস্থান।

বিদ্যাপতি। দাঁড়াও—দাঁড়াও কবি চণ্ডিদাস। আমাকে তোমার দেশে নিয়ে চলো। আমি তোমার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গাইবো…

[বিদ্যাপতি গাহিল।]

গান ঃ

না জানি কতেক মধু শ্যামনামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে বা পাশরিব তারে॥

কারাকক্ষের অন্যদিক দিয়া গীতকণ্ঠে আব্বাসার প্রবেশ।

আব্বাসা।   **গীত।**

নাম পরতাপে যার   ঐছন করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার   নয়ানে দেখিয়া গো
যুবতি ধরম কৈছে রয়॥
পাসরিতে পারি মনে   পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডিদাসে   কুলবতী কুল নাশে
আপনার যৌবন যাঁচায়॥

বিদ্যাপতি। তুমি তো এলে সখি, কিন্তু চণ্ডিদাস কই?

আব্বাসা। চণ্ডিদাস!

বিদ্যাপতি। হ্যাঁ। তিনি তো এসেছিলেন। আত্মনিবেদনের আকুতি কণ্ঠে নিয়ে তিনি যে গান গেয়ে গেলেন।

আব্বাসা। তুমি স্বপ্ন দেখছো সখা!

বিদ্যাপতি। স্বপ্ন!

আব্বাসা। হ্যাঁ সখা, আমিই গাইছিলাম কবি চণ্ডিদাসের গান।

হুসেনশাহের প্রবেশ।

হুসেন। বহুৎ শিরীণ গানেবালী ছোকরী, বহুৎ মিঠি তোমার সুরৎ। মগর তবু তুমি কাফের বিদ্যাপতিকে দোজাকে নামাতে পারলে না কেন?

আব্বাসা। জানি না।

হুসেন। একদম নৌ-জোয়ান আদমী। আঁখের সামনে এক

নৌ-জোয়ানী আওরাৎ। বিদ্যাপতি, তবু তোমার দীলে তুফান উঠল না কেন?

বিদ্যাপতি। জানি না।

হুসেন। এক হাজতের মধ্যে একসাথে রয়েছো। এক বুক যৌবনের সামনে রয়েছে একবুক পিয়াস, তবু সেই পিয়াসী দীল যৌবন সরাব পান করলো না কেন?

বিদ্যাপতি। }
আব্বাসা। } জানি না।

হুসেন। মগর আমি জানি কেমন করে তোমাদের দোজাকে নামাতে হয়।

বিদ্যাপতি। }
আব্বাসা। } শাহজাদা!

হুসেন। হাঃ-হাঃ-হাঃ, শাহজাদা হুসেনশাহ দিনে সরাব আর রাতে শাকী নিয়ে ফায়দা করেছে বহুৎ বরয়াদি মতলব। ইস্কান্দার—

ইস্কান্দার মির্জ্জার প্রবেশ।

ইস্কান্দার। যো হুকুমত শাহজাদা।

হুসেন। ইস দো-নো-কে সামনে তুম খাড়া হো যাও।

ইস্কান্দার। জী, আচ্ছা।

হুসেন। আমি একটি একটি করে এক-একজনকে সওয়াল করবো; ওরা একটি একটি করে তামিল করবে।

ইস্কান্দার। যদি না করে?

হুসেন। তুমি একটি একটি করে চাবুক মেরে একটু একটু করে গোস্ত উঠিয়ে নেবে। কবি বিদ্যাপতি! আমি শুনেছি, ওই ছুকরীকে

তুমি সখী বলো। তা এখন মেহেরবানি করে আমার সামনে ওই সখীর সাথে প্যার করো।

বিদ্যাপতি। শ্যামসুন্দরের স্বর্গীয় প্রেমের ডোরে সখী ললিতা যে চিরবন্দিনী শাহজাদা। [ইস্কান্দার চাবুক মারে] আঃ—

আব্বাসা। না—

হুসেন। না—না ইস্কান্দার, অত জোরে চাবুক মারা তোমার উচিৎ হয়নি। কেন না, সখার ব্যথা সখীর বুকে লেগেছে। সখী ললিতা, তোমার শ্যাম সখাকে আমার সামনে একবার সুহাগ জানাও।

আব্বাসা। শ্যামের সুহাগে বুক ভরে গেছে বলেই তো আমি শ্যাম-সুহাগিনী। [ইস্কান্দার চাবুক মারে] আঃ—

বিদ্যাপতি। না।

হুসেন। না—না ইস্কান্দার, আর মেরো না। থোড়া ঘড়ি বাদ ইস দোনো দুলহা দুলহান বনেগি।

বিদ্যাপতি। }
আব্বাসা। } তার মানে?

হুসেন। একটু পরেই তোমাদের সাদি হবে।

বিদ্যাপতি। কেন শাহজাদা! আপনার কাছে আমরা কি অপরাধ করেছি? হিংসার রক্তাক্ত যূপকাষ্ঠে সরল সহজ অহিংস সুন্দর দুটি সবুজ প্রাণকে বলি দিয়ে কি লাভ হবে আপনার?

হুসেন। লাভ আমার হবে না। লাভ হবে তামাম ইসলামী দুনিয়ার। তোমার মত একটা প্রতিভাকে পেলে ইসলাম দুনিয়ার হবে বহুৎ মুনাফা।

বিদ্যাপতি। ধর্ম্মের মাপকাঠি দিয়ে মেপে মানুষকে ছোট করবেন না শাহজাদা।

ইস্কান্দার। বকোয়াশ বন্ধ কর কাফের হিন্দু।

হুসেন। বলো, তুমি মুসলমানী আব্বাসাকে সাদি করবে কিনা?

আব্বাসা। না।

ইস্কান্দার। খামোশ।

আব্বাসা। আমার এই দীল-দেহ-সুরৎ নিয়ে আপনি যা খুশী করুন শাহজাদা! তার বিনিময়ে আমার আরজ, ওই রমজানের চাঁদকে কালমেঘের কবল থেকে মুক্তি দিন।

বিদ্যাপতি। না—না, তা হয় না—তা হয় না।

হুসেন। কি হয়—কি হয় না, আমি মেরে বুঝিয়ে দিচ্ছি। ইস্কান্দার—

ইস্কান্দার। বান্দা বিদারওয়াক্ত!

খুন খোয়াব হাতে বিদারওয়াক্তের প্রবেশ।

বিদার। হুকুমৎ নে হাজির বান্দা।

হুসেন। খুন খোয়াব সাজিয়ে ফেল।

[বিদার খুন খোয়াব সাজাইতে থাকে। হুসেন সরাব পান করে। ইস্কান্দার আব্বাসাকে লইয়া একপাশে দাঁড় করায়।]

ইস্কান্দার। চুপ করে এখানে দাঁড়াবে।

বিদার। তৈয়ার মালেক।

হুসেন। মতলব চালু করো।

[বিদারওয়াক্ত বিদ্যাপতিকে টানিয়া খুনখোয়াবের সামনে দাঁড় করাইয়া তাহার দুই হাত দুটি তীরের ফলার উপর রাখিল।]

আব্বাসা। আঃ—

হুসেন। এখন কি হয়েছে সখি। এখন অনেক বাকি। বিদার-ওয়াক্ত!

[বিদার দুটি প্রস্তর খণ্ড দ্বারা তীর পরিস্থিত বিদ্যাপতির দুই হস্ত চাপিয়া ধরিতে বিদ্যাপতি আর্তনাদ করিয়া উঠিল।]

বিদ্যাপতি। আঃ—

[আব্বাসা উন্মাদিনী প্রায় বিদ্যাপতিকে ছিনিয়া লইতে চেষ্টা করিলে ইস্কান্দার তাহাকে লাথি মারিল। আব্বাসা পড়িয়া গেল।]

হুসেন। দুজনকেই মুক্তি দেব, যদি তোমরা সাদি করতে সম্মত হও। [বিদার চাপ দেয়] বল, করবে সাদি? ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করবে?

আব্বাসা। না।

হুসেন। ইস্কান্দার, ওই আরবিয়ানী কুত্তিটার দেহ থেকে একটা একটা করে তামাম পোষাক খুলে নাও।

বিদ্যাপতি। না।

বিদার। মালেক!

হুসেন। আউর জোর সে চাপো। বলো বিদ্যাপতি, এখন তুমি রাজি?

বিদ্যাপতি। আ—আ—আমি—রা—আঃ—আঃ—

আব্বাসা। না। খুলুক আমার পোষাক। ছিন্ন ভিন্ন করে দিক দেহের যৌবন। তবু তুমি কিছুতেই রাজি হয়ো না।

হুসেন। ইস্কান্দার!

[ইস্কান্দার আব্বাসার বক্ষ আবরণীর পশ্চাৎভাগ ছিন্ন করে।

আব্বাসা বক্ষদেশ হাত দিয়া অবরুদ্ধ করে। ইস্কান্দার
তাহার শাড়ীর একাংশ ধরিয়া টানিতে থাকিলে, আব্বাসা
পাকে পাকে ঘোরে, শাড়ীর পাক খোলে। অকস্মাৎ
ইস্কান্দার তার বক্ষাবরণী ছিন্ন করিতে উদ্যত হইল।]

সোলেমান খাঁর প্রবেশ।

সোলেমান। হুঁসিয়ার জানোয়ার।

ইস্কান্দার। সুবাদারসাহেব!

সোলেমান। যদি জানের মায়া থাকে বেয়াদব, তাহলে ওই নারীর কাছে তোমার কসুরের মাপ চেয়ে নাও।

হুসেন। শাহজাদা হুসেনশাহের মতলব বরবাদ করে দেবার হিম্মৎ তুমি কোথায় পেয়েছো সুবাদার সুলেমান খাঁ?

সোলেমান। খোদা দিয়েছেন শাহজাদা!

হুসেন। বকয়াস বন্ধ করো বেয়াদব।

সোলেমান। বেয়াদব আমি নই আপনি।

হুসেন। সুলেমান খাঁ!

সোলেমান। সুলেমান খাঁ কি মিথ্যে কথা বলছে? কৈফিয়ৎ দিন, কি ভেবেছেন আপনি? যে সোনার মিথিলার বেহস্তি মাটিতে ঘুমিয়ে ছিল অসংখ্য শান্তিপ্রিয় মানুষ। কেন আপনি তাদের জীবনে তুলে দিয়েছেন অশান্তির ঝড়? প্যার মহব্বত অহিংসার পীঠস্থান মিথিলার জমিনে কেন আপনি বইয়ে দিয়েছেন হিংসার খুন? পাপের কেল্লা খোয়াবগাহে নিত্যনূতন নারীদেহ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার কে আপনাকে দিয়েছে?

হুসেন। তোমার মতন সামান্য এক সুবাদারের কাছে আমি কৈফিয়ৎ দিই না।

সোলেমান। দিতে হবে শাহজাদা। আপনার কাছে আমি সামান্য হলেও সুলতান ইব্রাহিম শা' শর্কি আমাকে দিয়েছেন সুবে মিথিলার শুভাশুভের দায়িত্ব। মেহমান হয়ে আপনি আমার সুবায় এসেছেন। মেহমানের ইজ্জত নিয়েই আপনি জৌনপুর ফিরে যাবেন। না হলে যা করেছেন, এর পর আপনার কোন বেয়াদবি আমি বরদাস্ত করবো না।

হুসেন। কি করবে বদতমিজ।

সোলেমান। এই মুহূর্ত্তে আমি ঘোড়া ছুটিয়ে আপনার বেয়াদবির কাহিনী সুলতানের কাণে পৌছে দেব।

আব্বাসা। সুবাদার সাহেব!

সোলেমান। ভয় নেই বহিন! আমারই ব্যর্থ বিশ্বাসের গুণাহ্-গারীতে আজ তোমরা লাঞ্ছিত। কিন্তু না—আর তোমাদের গায়ে কাঁটার আঁচড় লাগতে আমি দেব না। হে মহান কবি বিদ্যাপতি আমার কসুর আপনি মাপ করুন। এখুনি আপনাদের আমি মুক্ত করতে পারতাম। কিন্তু কর্ম্মচারী হিসাবে সুলতানের অনুমতি নেওয়া আমার একান্ত কর্তব্য।

হুসেন। সুলেমান খাঁ!

সোলেমান। গোলাম সোলেমান খাঁ যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে মাথা তুলে দাঁড়াবে মানুষ সোলেমান খাঁ। [প্রস্থানোদ্যত হইলে হুসেনের ইঙ্গিতে ইস্কান্দার তাহার বক্ষে ছুরিকাঘাত করিলে সোলেমান আর্তনাদ করিল।] আঃ খোদা! এ তুমি কি করলে মেহেরবান। দুনিয়ায় পাঠালে—কিন্তু দুটো জানোয়ারকে শায়েস্তা করবার সুযোগ দিলে না।

[প্রস্থান।

ইস্কান্দার। ইন্তেকাম! ইন্তেকাম! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

হুসেন। পরে হাসবে। আগে লাশটাকে পাহাড়ী খাদে ফেলে দিয়ে দেখে এস পুরাদিত্য কতদূরে আসছে। কতদূরে আসছে আমার বশরাই গোলাপ লছমী।

[নেপথ্যে শিবসিংহের জয়ধ্বনি।]

ইস্কান্দার। ওকি শাহজাদা! রাজা শিবসিংহের জয়ধ্বনিতে আসমান কেঁপে উঠলো কেন?

হুসেন। সর্ব্বনাশ! তাহলে কি কাফের শিবসিংহ শাহীমঞ্জিল আক্রমণ করেছে?

ইস্কান্দার। কিন্তু শিবসিংহ যে পাগল হয়ে গিয়েছিল।

হুসেন। যেমন করে পাগল হয়েছিল, হয়তো তেমনি করেই সুস্থ হয়ে উঠেছে।

বিদ্যাপতি। ঈশ্বর, তুমি আছ।

হুসেন। ঈশ্বর থাকলেও তোমাদের নিস্তার নেই। ইস্কান্দার, কাফের কবি বিদ্যাপতির তাজা রক্তে খোয়াবগাহের মাটি লাল করে দিয়ে অবিলম্বে দুশমনদের বাধা দাও। আমি এই রূপসী আব্বাসাকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে উল্কার বেগে ছুটে চললাম সীমান্ত শিবিরে। বিদার্‌-ওয়াক্ত, আব্বাসাকে নিয়ে আয়।

[প্রস্থান।

আব্বাসা। না। আমি যাব না। সখা, তুমি আমাকে যেতে দিও না।

ইস্কান্দার। খামোশ বেশরমী। ওই কশবীকে নিয়ে যা জানোয়ার।

[বিদার আব্বাসার হাত ধরে।]

আব্বাসা। আব্বা!

বিদার। হাঃ-হাঃ-হাঃ, ঝড়। সাহারার বুকে আজ ঝড় উঠেছে।

হারা হারা সাভানার চারিদিক থেকে ছুটে আসছে হিংস্র জানোয়ার।
[আকর্ষণ করে]

বিদ্যাপতি। না—না, তোমাকে আমি নিয়ে যেতে দেব না সখি।

[অগ্রসর হইলে ইস্কান্দার তাহার সম্মুখে তরবারি ধরিয়া বলে—]

ইস্কান্দার। খবরদার।

বিদ্যাপতি। সখি!

আব্বাসা। চললাম সখা। তোমার সঙ্গে এ জীবনে হয়তো আর দেখা হবে না। তোমার ওই ক্ষমা সুন্দর অপরূপ রূপ শেষবারের মত দেখে যাই। আর শেষবারের মত বলে যাই, তুমি যেও রাঢ়বঙ্গের ছায়াঘন বীরভূমের ঘুঘুডাকা নান্নুর গ্রামে। চণ্ডিদাসের সঙ্গে দেখা করো। সেই চণ্ডিদাসের আত্ম-নিবেদনের গানের সুরেই খুঁজে নিও আমার বেহেস্তী ভালবাসা।

[বিদার সহ প্রস্থান।

বিদ্যাপতি। দাঁড়াও সখি, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

ইস্কান্দার। কি করে যাবে বেয়াদব। আমি যে তোমার যাবার সড়ক সাফ করে দিই নি। [তরবারির আঘাত করিতে উদ্যত]

সশস্ত্র শিবসিংহের প্রবেশ।

শিবসিংহ। তোমার যাবার পথ কিন্তু পরিষ্কার হয়ে গেছে।

ইস্কান্দার। কে? ও, কাফের রাজা শিবসিংহ? তুমি তাহলে সুস্থ হয়ে উঠেছো?

শিবসিংহ। হ্যাঁ ইস্কান্দার, চাকা ঘুরে গেছে।

ইস্কান্দার। না। ঘুরন্ত চাকা আমি থামিয়ে দেব।

শিবসিংহ। তার আগে আমি নিভিয়ে দেব তোমার জীবনদীপ।

[আক্রমণ, তুমুল যুদ্ধ ও ইস্কান্দারমির্জ্জা নিহত।]

ইস্কান্দার। আঃ, খোদা ! [প্রস্থান।

শিবসিংহ। কবি বিদ্যাপতি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর বন্ধু। মিথ্যার কুহকে পড়ে সত্যের যে অপমান আমি করেছি, তারই প্রায়শ্চিত্ত করবার সুযোগ দাও। তুমি প্রাসাদে ফিরে চলো।

বিদ্যাপতি। না বন্ধু !

পদ্মসিংহের প্রবেশ।

পদ্মসিংহ। কোন কথা শুনবো না কবি বিদ্যাপতি ! ফিরে আপনাকে যেতেই হবে। যার ছলনায় আপনার জীবনে নেমে এসেছিল দুর্য্যোগের মেঘ। সেই দেবযানী আপনাকে বন্দনা করবার জন্য অশ্রুসজল নেত্রে অপেক্ষা করছে মিথিলার প্রাসাদ-তোরণে।

বিদ্যাপতি। উৎসব পরে হবে পদ্মসিংহ। তার আগে বিদ্যুৎ-গতিতে ছুটে যাও সীমান্তশিবিরে।

শিবসিংহ। কেন ?

বিদ্যাপতি। সেখানে বন্দিনী হয়ে আছে এক অসহায়া নারী। হিংসার প্রচণ্ড পাশবিকতার সম্মুখে কেঁদে উঠেছে প্রেম-প্রীতি-অহিংসার শুচিশুভ্র প্রতিমা আরবকন্যা আব্বাসা। [প্রস্থান।

পদ্মসিংহ। আব্বাসা—আব্বাসা, ভয় নেই নারী। হিংসার কবল থেকে তোমাকে উদ্ধার করতে বিদ্যুৎবেগে ছুটে যাব সীমান্তশিবিরে। [প্রস্থান।

শিবসিংহ। সীমান্তশিবির। শয়তান শাহজাদার শেষশয্যা পাতা আছে তোমারি মাটিতে। সৈন্যগণ, ঝড়ের বেগে ছুটে চলো। জীবন-মরণ পণ। পশুর কবল থেকে রক্ষা করতে হবে মরুপুষ্প ভগিনী আব্বাসা। [প্রস্থান।

—:০:—

পঞ্চম অংক

প্রথম দৃশ্য।

সীমান্তশিবির।

হাঁফাতে হাঁফাতে অবসন্ন দেহে আব্বাসার প্রবেশ।
তাহার মুখে ভীতির চিহ্ন, পশ্চাদ্ধাবন করে
মাতাল হুসেনের প্রবেশ।

হুসেন। আব্বাসা! মেরী দিলকি কোয়েল। মেরী সিনেপর বইঠকে তুম মিঠিমিঠি গান শোনাও।

আব্বাসা। নেহি।

হুসেন। কিউ নেহি মেরী নার্গিস! আব তো ম্যায় শায়র বনচুকি হুঁ। আগর কিঁউ নেহি তুম নার্গিস বানোগী?

আব্বাসা। নেহি।

হুসেন। আব্বাসা মেরী আঁখোকা সুর্ম্মা। বাজুকা মেহেন্দী। তুম রুঠা না করো মেহবুবা। আ—জা—মেরী পাশ—আ—জা—

আব্বাসা। নেহি।

হুসেন। নেহি—নেহি—নেহি। পহেলে রোজ সে পুকারতে হ্যায় তুম একই বাত। আগার কিউ নেহি? আমার প্রত্যেকটি মতলবে বাধা দিয়ে আব্বাজান বলেছে, না। লছমীকে পেতে চাইলাম, তাকেও পেলাম না। তাই আরব বুলবুল আব্বাসা, তোম আমি হাতে পেয়ে হারাতে চাই না। [আব্বাসাকে জড়াইয়া ধরে]

আব্বাসা। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও জানোয়ার।

বিদারওয়াক্তের প্রবেশ।

বিদার। জানোয়ার…জানোয়ার চেপে বসেছে এক মাসুম বেবুনের বুকে। নরম গোস্ত ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। খুন ঝরছে…খুন ঝরছে বেবুনের বুক থেকে। জানোয়ারের সাদা দাঁতে লেগে আছে খুন—গোস্ত—চোখের পাণি।

হুসেন। বিদারওয়াক্ত!

বিদার। জী, মালেক! [সেলাম] এই গুলামের একটা আর্জি—

হুসেন। এ সময় আর্জি পসন্দ্ করি না বেয়াদব।

বিদার। আগর আপনার ভালর জন্যই বলছি মালিক। ওই শয়তানীকে আপনি শায়েস্তা করতে পারবেন না। ওকে আমার উপর ছেড়ে দিন, আমি ওকে পোষ মানিয়ে দিচ্ছি।

হুসেন। ঠিক হ্যায়, তুম বন্দবস্ত কর। ম্যায় সরাব পিকে তুরন্ত আঁতি হ্যায়।

[প্রস্থান।

আব্বাসা। কি হবে! কি করে তুমি ওই জানোয়ারের কবল থেকে বেটিকে বাঁচাবে আব্বা?

বিদার। আব্বা যেমন করে বেটিকে বাঁচায়।

আব্বাসা। আব্বা! [বিদারকে জড়িয়ে ধরে]

হুসেন। [নেপথ্যে] আব্বাসা, তুম তৈয়ার হো যাও।

আব্বাসা। আব্বাজান!

বিদার। কিলিমাঞ্জারোর কাল পাথরগুলো যেন নীল কাঙ্গ-নাইজার জাম্বেসীর কালো পাণিতে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

আব্বাসা। আব্বা!

ায় যা রাহা হুঁ।

আব্বাসা। আব্বা! তুমি আমাকে ওয়াদা দিয়েছিলে। বলেছিলে, আমার ইজ্জত তুমি রাখবে।

বিদার। পাহাড় আটলাস ফেটে গেছে…ধোঁয়ায় ভরে গেছে তামাম আসমান। তুফান মুতাবেক ছুটে আসছে ধ্বংসের আগুন।

[সহসা বিদার আব্বাসার কণ্ঠনালী দু'হাতে চাপিয়া শ্বাসরুদ্ধ করে। আব্বাসার মৃত্যু হয়। মৃতদেহ বুকে তুলে নেয়।]

মাতাল হুসেনশাহের প্রবেশ।

হুসেন। আব্বাসা, তুম তৈয়ার?

বিদার। জী হাঁ, মালেক। [মৃতদেহ হুসেনের সামনে তুলে ধরে]

হুসেন। বিদারওয়াক্ত!

বিদার। [বিকট শব্দে হাসিয়া বলিল] ঘুমুচ্ছে। ঘুমুচ্ছে আমার বেটি।

হুসেন। বিদারওয়াক্ত!

বিদার। নিয়াসা, নিয়াঞ্জার হারা-হারা পানি গড়িয়ে পড়ছে আমার আম্মাজানের দুটি আঁখ থেকে। পাথর হয়ে গেছে বুয়োর শয়তান ভাস্কো-দা-গামা।

হুসেন। বিদারওয়াক্ত!

বিদার। ইনসান বিদারওয়াক্ত ইমান রাখতে গিয়ে গোলাম বিদারওয়াক্তকে বেইমান বানিয়েছে। বান্দার সে কসুরের আপনি সাজা দিন মালেক।

হুসেন। দিলাম। দিলাম বিদারওয়াক্ত! তোমার কসুরের সাজা আজ সে তুম আজাদ।

[তরবারি পরিত্যাগ করে প্রস্থান।

বিদার। আজাদ! আজাদ বিদারওয়াক্ত তার সুহাগী বেটিকে

বাঁচিয়ে দিয়েছে। তুই মরিস নি বেটি, তুই বেঁচে গেছিস। তোকে মেরে আমি বাঁচিয়ে দিয়েছি আব্বাসা।

বিদ্যাপতির প্রবেশ।

বিদ্যাপতি। আব্বাসা—আব্বাসা, কোথায় আমার সখি আব্বাসা ? একি !

বিদার। তোমার সখিকে তুমি সাথে নিয়ে যাও কবি। [মৃত-দেহ বিদ্যাপতির হাতে তুলে দেয়]

বিদ্যাপতি। আব্বাসা !

বিদার। আব্বাসার ইজ্জত রক্ষার দায়িত্ব ছিল আমার। আমি রেখেছি। ওকে বেহেস্তে পৌছে দেবার দায়িত্ব দিয়ে গেলাম তোমাকে। তুমি ওকে পৌছে দিও কবি বিদ্যাপতি।

[প্রস্থান।

বিদ্যাপতি। চলো সখি। জীবন রৌদ্রে তোমার তনু-মন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। মরণের ছায়ায় তুমি ঘুমিয়ে থাকবে চলো।

শিবসিংহ ও পদ্মসিংহের প্রবেশ।

শিবসিংহ। শাহজাদা পালিয়েছে। কিন্তু আব্বাসা কই ? আব্বাসা !

বিদ্যাপতি। আব্বাসা !

শিবসিংহ। কবি বিদ্যাপতি ! একি ! ওঃ, এত চেষ্টা করেও আব্বাসাকে বাঁচাতে পারলাম না।

পদ্মসিংহ। তাই বলে এইখানেই দায়িত্ব শেষ নয় দাদা। ভগ্নি আব্বাসার মৃতদেহ কবর দিতে হবে।

শিবসিংহ। কিন্তু আমরা যে হিন্দু।

বিদ্যাপতি। ধর্ম্মের বেড়া মানুষকে মানুষের কর্ত্তব্য পালন করতে দেবে না। তাহলে চণ্ডিদাস কি মিথ্যাই গেয়েছেন।

[সহসা মায়াজাল সৃষ্টি হয়। দেখা যায় চণ্ডিদাস আসে।
তার কণ্ঠে গান ।]

চণ্ডিদাস। **গীত ।**

শোন রে মানুষ ভাই।
সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।

[চণ্ডিদাসকে শুধু বিদ্যাপতি দেখে। বিদ্যাপতি মৃতদেহ লইয়া চণ্ডিদাসের প্রতি অগ্রসর হইলে চণ্ডিদাস মিলাইয়া যায়। বিদ্যাপতি বলে—]

বিদ্যাপতি। তবু মানুষে মানুষে কেন এত ভেদাভেদ। হিংসার রুধিরে ভয়ঙ্করী কেন আজ জননী বসুন্ধরা। হে মাধব! মানুষকে তুমি ক্ষমা করো। তাদের সুমতি দিও। শান্তি দিও।

[পদ]

কিয়ে মানুষ পশু পাখী কিয়ে জনমিয়ে
অথবা কীট-পতঙ্গ।
করম বিপাকে গতাগতি পুন পুন
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ ॥

[প্রস্থান।

পদ্মসিংহ। কবি!

শিবসিংহ। কবি বিদ্যাপতি!

—প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নাটকাবলী—

আঁধার ঘরের আলো বা সংগ্রাম—শ্রীকানাইলাল নাথ প্রণীত। অম্বিকা নাট্ট-কোম্পানীর যশের উৎস। সামাজিক নাটক। বিষয় সম্পত্তির লোভ মানুষকে যে কত নীচে নামাতে পারে তারই জীবন্ত আলেখ্য "আঁধার ঘরের আলো"। বল্লভপুরের জমিদার উইল করে গেলেন, চল্লিশ বছর বয়সের মধ্যে বিয়ে না করলে জ্যেষ্ঠপুত্র বীরেন্দ্র নারায়ণ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে। আরম্ভ হোল ষড়যন্ত্র। কুলগুরু জ্ঞানেন্দ্র গোস্বামী, মাতুল কালিকা প্রসাদ, এমন চক্রান্ত পাকিয়ে তুললেন, বীরেন্দ্রের বিবাহ করা বোধহয় হোল না। কিন্তু নিয়তি অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে হাসলেন। ঘটনাচক্রে, শেষ দিনে দরিদ্রের মেয়ে আলোর সঙ্গে বিবাহ হোল বীরেন্দ্রনারায়ণের। তারপর? আলো কি জীবন সংগ্রামে সাফল্য লাভ করতে পারলে? চক্রান্ত কারীরা কি শাস্তি পেল? মগুপ-চরিত্রহীন বীরেন্দ্রনারায়ণ কি মানুষ হতে পেরেছিল? পুলিশ অফিসার রমেন কি অপরাধীদের ধরতে সক্ষম হয়েছিল? এরই উত্তর পাবেন প্রখ্যাত নাট্যকার কানাইলাল নাথের অশ্রুঝরা সামাজিক নাটক "আঁধার ঘরের আলোতে"। মূল্য ৫.০০ টাকা।

লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার—শ্রীরঞ্জন দেবনাথ প্রণীত। অশ্রুঝরা সামাজিক নাটক। অগ্রদূত নাট্যসংসদে অভিনীত। ঘুঘুডাকা, ছায়ায় ঘেরা যে গ্রামটি দেখছেন, তারই নাম পলাশডাঙ্গা। বকুলবীথীর পাশে, ঝাউবনের ধারে ওই ভাঙা বাড়ীটাই ছিল শচীন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তির বাড়ী। এই ত সেদিনের কথা, প্রাসাদোপম বিশাল বাড়ীতে ছিল কত মানুষের আনাগোনা। নাটমন্দিরের চত্বরে দাঁড়ালে আজও শুনতে পাবেন, নৃত্য পটিয়সী নর্ত্তকীর পায়ের পায়েল রুম-ঝুম রুম-ঝুম। শচীন্দ্রনাথের খেয়ালের রথ তখন দুরন্ত গতিতে ছুটে চলেছে। লক্ষ্মীপ্রতিমা লক্ষ্মীপ্রিয়ার বাধাও মানলেন না। উঠল ধ্বংসের ঝড়। বন্ধুর মুখোস পরে এল পুরন্দর··· [illegible] ছুরিতে নিহত হল লক্ষ্মীপ্রিয়ার সুখের স্বপ্ন। দাম ৫.০০